সিফাতুল জান্নাহ-এর অনুবাদ

ওপারের সুখগুলো

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহ.

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

অনূদিত

একদিন হৃদয়জুড়ে হতাশার কালো মেঘ আর থাকবে না। বুকের মধ্যিখানে জমে থাকা অব্যক্ত দুঃখগুলো এক নিমিষেই ম্লান হয়ে যাবে। হৃদয়ের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা না পাওয়ার শত লিষ্ট ঠিক সেদিন পূর্ণতা পাবে—যেদিন তোমার রব তোমাকে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে বলবেন,

"হে প্রশান্ত আত্মা! ফিরে চলো তোমার প্রভুর পানে, সন্তুষ্টচিত্তে ও সন্তোষভাজন অবস্থায়। অতঃপর প্রবেশ কর আমার বান্দাদের সাথে এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে।" (সুরা ফজর: ২৭-৩০)

অর্পণ

আমার আদরের ছোটবোন-কে।
সুখের উদ্দীপনায় চোখের তারা
ঝলমল করুক এপার এবং ওপারে।

অনুবাদকের মুখবন্ধ

আমার মহান রবের সেরূপ প্রশংসা করছি, যেরূপ প্রশংসার তিনি যোগ্য। অসংখ্য দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয়তম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আসহাবের প্রতি।

ওপারের সুখ—জান্নাত। জান্নাত সম্পর্কে আর কী বলব! শুধু এতটুকু বলতে চাই—জান্নাতে থাকবে কেবল সুখ আর সুখ। লাল, নীল আর হীরার বাড়ি। সুখময় উদ্যান আর নিলুয়া বাতাস। আরো কতকিছু..! ওপারের সুখের কথা বলে-লিখে শেষ করা যাবে না। সেখানে মন খারাপের কোনো গল্প নেই। নেই কোনো হিংসা-বিদ্বেষ আর বিষণ্নতার গল্প।

একদিন রব মুমিনদের উপর পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে এত-এত সুখ দিবেন যে, তারা দুনিয়ার সব কষ্ট ভুলে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলবেন,

> "তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট এবং সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।" (সুরা ফাজর: ২৮-৩০)

"ওপারের সুখগুলো" বইটি অনুবাদ করার সময় জান্নাতের প্রতি মন এত আকৃষ্ট হয়েছে যে, জানালার গ্রীল ধরে নীল আসমানের দিকে তাকিয়ে বলতাম—"হে রব, আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং ওপারেতে আপনার সৃজিত জান্নাতে আমাকে একটু ঠাঁই দিন। আমি আর কিচ্ছু চাই না।"

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রাহিমাহুল্লাহুর রচিত "সিফাতুল জান্নাহ" গ্রন্থের অনুবাদ হলো—"ওপারের সুখগুলো" বইটি। অনূদিত গ্রন্থে যেসব নীতিমালা অবলম্বন করা হয়েছে। সেগুলো পাঠক-সমীপে পেশ করা হল:

১. মূল কিতাবে লেখক তাঁর প্রতিটি বর্ণনার শুরুতে শিরোনাম ব্যবহার করেননি। কিন্তু পাঠকের উপকারের প্রতি লক্ষ্য করে উপযোগী শিরোনাম উল্লেখ করে দিয়েছি, যাতে কোন বর্ণনাতে কী বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, তা সহজে পাঠকের বোধগম্য হয়।

২.অনূদিত বইটির উপস্থাপনা সরল করতে পূর্ণ সনদকে পরিহার করে কেবল শেষোক্তজনের নামটিই রেখেছি। যাতে দীর্ঘ সনদ পাঠে পাঠক ক্লান্ত হয়ে না পড়ে। সাথে-সাথে কিছু কবিতার অনুবাদ ছেড়ে দিয়েছি, বিনিময়ে কিছু সহিহ বর্ণনা যুক্ত করে দিয়েছি।

৩. গ্রন্থটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আমি কয়েকটি নুসখা থেকে সহায়তা নিয়েছি। *আবদুর রহিম ইবনু আহমাদ ইবনু আবদুর রহিম*-এর তাহকিককৃত নুসখা থেকেও সহায়তা নিয়েছি, যেটি মাকতাবায়ে শামেলায় পাওয়া যায়। *দারু- ইবনু হাযম*-থেকে প্রকাশিত নুসখাকে সামনে রেখে অনুবাদ করেছি।

৪. বইটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আমি সাবলীল রাখতে অনেক চেষ্টা করেছি। তাছাড়া ভুল-ভ্রান্তি মানুষের ওয়ারিসসুত্রে পাওয়া সম্পদ। তাই যদি কোথাও কোনো ভুল বা অসংগতি পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়, অনুগ্রহপূর্বক অবহিত করলে আমরা পরবর্তী সংস্করণে অবশ্যই পরিবর্তন করবো ইনশা আল্লাহ!

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
মীরহাজীরবাগ, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।
১০-০১-২০২১ ইং

লেখকের জীবনবৃত্তান্ত

নাম ও বংশ

আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু উবাইদ ইবনু সুফিয়ান আল কুরাশি। তাঁর পরদাদা সুফিয়ান ইবনু কায়েস ছিলেন বনু উমাইয়ার আযাদকৃত গোলাম। সে নিসবতে তাঁকে 'উমাবী ও কুরাশি' বলা হয়।

জন্ম

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রাহিমাহুল্লাহু ২০৮ হিজরিতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা-দীক্ষা

বাল্যকাল থেকেই তিনি বাগদাদে ইলম শিক্ষা করতে মনোযোগ দেন। বাগদাদে বড় বড় শাইখদের থেকে তিনি ইলম ও আদব শিক্ষা করেন।

তাঁর উস্তাদ

ইমাম মিযযী রাহিমাহুল্লাহু বলেছেন, তাঁর উস্তাদের সংখ্যা অনেক। প্রায় ১২০ জন হবে।

খতিবে বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহু বলেছেন, 'ইবনু আবিদ দুনিয়া রাহিমাহুল্লাহু তাঁর পিতা থেকে শুরু করে সাইদ ইবনু সুলাইমান, ইবরাহিম ইবনু মুনযির আল হিযামীসহ বিজ্ঞ ইমামদের থেকে হাদিসের জ্ঞান অর্জন করেছেন।'

তাঁর শাগরেদ

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রাহিমাহুল্লাহুর শাগরেদ ছিলেন অনেক। তাঁর শাগরেদের মধ্যে হারিস ইবনু উসামা, মুহাম্মাদ ইবনু খালক ওয়াকি, আবদুর রহমান আল সুকরি, আবদুর রহমান ইবনু হাতেম রাহিমাহুল্লাহুমসহ আরো অনেক বিজ্ঞ আলিম তাঁর থেকে ইলম এবং আদব অর্জন করেছেন।

লিখিত কিতাবাদি

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রাহিমাহুল্লাহু অসংখ্য কিতাবাদি রচনা করেন। প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর লিখিত কিতাব রয়েছে। কেউ-কেউ বলেছেন, 'তিনি প্রায় ১৬২ টি কিতাব রচনা করেছেন।' তাঁর প্রসিদ্ধ কিছু কিতাবের নাম নিম্নে পেশ করা হলো:

১. আল ইখলাস ওয়ান নিয়্যাহ।
২. আল ইখওয়ান।
৩. ইসলাহুল মাল।
৪. আল আহওয়াল।
৫.আল আওলিয়া।
৬. তাহাজ্জুদ ও কিয়ামুল লাইল।
৭.আত তাওবা।
৮.আত তাওয়াযু।
৯.আত তাওয়াক্কুল।
১০.আল হিলমু।
১১.যাম্মুল গিবাহ।
১২.যাম্মুদ দুনিয়া।
১৩.আশ শোকর।
১৪.আশ শিদ্দাতু বা'দাল ফারাজ।
১৫.আয যুহুদ।
১৬.আস সামত ও হিফযুল লিসান।
১৭. আল ইখলাস।
এছাড়াও তাঁর অসংখ্য রচনাবলি রয়েছে।

তাঁর ব্যাপারে অন্যান্যদের প্রশংসাবাণী

ইবনু ইসহাক রাহিমাহুল্লাহু বলেছেন—'আবু বকর ইবনু আবিদ দুনিয়ার আল্লাহ তাআলা রহম করুক, তাঁর মৃত্যুর সাথে অনেক ইলমের মৃত্যু হয়ে গেছে।'

ইবনু আবু হাতেম রাহিমাহুল্লাহু বলেছেন, 'আমি আমার বাবার সাথে তাঁর হাদিস লিখেছি। বাবা বলেছেন, তিনি সত্যবাদী।'

মৃত্যু

আবু বকর ইবনু আবিদ দুনিয়া রাহিমাহুল্লাহু ২৮১ হিজরি সনে জুমাদাল উলা মাসে বাগদাদ শহরে ইন্তেকাল করেন। 'শাওনিযিয়্যাহ' নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

সূচিপত্র

জান্নাতের বর্ণনা

আছে কি কোনো জান্নাতের পাগল ব্যক্তি?

[১] উসামা ইবনু যাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জান্নাতের আলোচনায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন,

> ألا مُشَمِّرٌ إِلَيْهَا هِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ رَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ وَنَهَرٌ مُطَّرِدٌ وَزَوْجَةٌ لَا تَمُوتُ فِي حُبُورٍ وَنَعِيمٍ فِي مَقَامٍ أَبَدًا.
>
> জান্নাতের জন্য কোমর বেঁধে কর্ম সম্পাদনকারী কেউ কি আছে? জান্নাত এবং কাবার রবের শপথ করে বলছি! জান্নাতের পুষ্পরাজি সুঘ্রাণ ছড়াবে। সেখানে থাকবে বহমান স্রোতস্বিনী, পরমা (রূপসী) চির অমর স্ত্রী, চিরস্থায়ী বাসস্থান সবুজ শ্যামলিমায় নিয়ামতে ভরপুর।[১]

[২] উসামা ইবনু যাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতের জন্য কোমর বেঁধে কর্ম সম্পাদনকারী কেউ কি আছে? জান্নাতের বিকল্প বা সমতুল্য কিছু নেই। কাবার রবের শপথ করে বলছি, (জান্নাত এত সুন্দর, এত সুন্দর যে) তার আলো ঝলমল করে বিচ্ছুরিত হতে থাকবে। পুষ্পরাজি সুঘ্রাণ ছড়াতে থাকবে চারদিক। (সেখানে) থাকবে সুউচ্চ অট্টালিকাসমূহ, বহমান স্রোতস্বিনী, সুমিষ্ট ফলের প্রাচুর্য, অলংকারে সজ্জিতা পরমা রূপসী (সুন্দরী) স্ত্রী, চিরস্থায়ী বাসস্থান সবুজ শ্যামলিমায় নিয়ামতে ভরপুর হবে, গগণচুম্বী নিরাপদ ও মনোরম বাড়িঘর (থাকবে)। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা এ জান্নাতের জন্য

---

[১] সিফাতুল জান্নাহ, আবু নুআইম: ২৫; তাফসিরে বাগাভী: ১/৪২।

কোমর বাঁধলাম। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন—তোমরা বরং ইনশা আল্লাহ (আল্লাহ যদি চান) বলো। অতঃপর সকলেই ইনশা আল্লাহ বললেন।[২]

ওপারের সুখগুলো

[৩] সাহল ইবনু সাদ আস সাদী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম, সে মজলিসে তিনি জান্নাতের বিভিন্ন নিয়ামাহর কথা আলোচনা করলেন। সবশেষে তিনি বললেন,

فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

জান্নাতে এমন নিয়ামত (সুখ-সামগ্রী) বিদ্যমান রয়েছে, যা কোন চক্ষু দর্শন করেনি, কোন কান শ্রবণ করেনি এবং কোনো মানুষের মনে তার ধারণার উদ্রেকও হয়নি।

তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন,

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে পৃথক থাকে। তারা তাদের রবকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা দান করে। কেউ জানে না তার কৃতকর্মের বিনিময়স্বরূপ তার জন্য নয়ন-প্রীতিকর কি পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে।[৩]

বর্ণনাকারী বলেন—এ বিষয়টি আমি মুহাম্মাদ ইবনু কাব আল-কুরদিকে বললে তিনি (বিস্মিত হয়ে) জিজ্ঞেস করলেন, আবু হাযিম কি তোমাকে এ হাদিসটি শুনিয়েছেন? আমি বললাম—হ্যাঁ, তাদের মাঝে অনেক বিচক্ষণ লোক রয়েছে। তারা আল্লাহর জন্য তাদের আমল গোপন করেছে আল্লাহও তাদের জন্য

---

[২] যয়িফ। আস-সুনান, ইবনু মাজাহ: ৪৩৩২; আস সহিহ, ইবনু হিব্বান: ২৬২।

[৩] সুরা সাজদা: ১৬/১৭।

তাদের পুরস্কার গোপন করেছেন। তারা যেদিন তাদের রবের নিকট পৌঁছবে, সেদিন তাদের চক্ষুদ্বয় শীতল হবে। জান্নাতের বিভিন্ন সুখে তাদের বুক ভরে যাবে।[৪]

ওপারের নিয়ামাহ

[৪] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব বস্তু তৈরি করে রেখেছি যা কখনো কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন অন্তঃকরণ কখনো কল্পনাও করেনি। এ কথাটি অনুরূপ আল-কুরআনেও উল্লেখ রয়েছে,

> কেউ জানে না তাদের জন্য নয়ন মুগ্ধকর কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের প্রতিদানস্বরূপ। (সুরা আস সাজদাহ : ১৭)।[৫]

অন্য বর্ণনায় আছে—আবু হুরাইরা বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন বস্তু তৈরি করে রেখেছি যা কোন চক্ষু কক্ষনো দেখেনি, কোন কর্ণ কক্ষনো শুনেনি এবং কোন অন্তঃকরণ যা কক্ষনো চিন্তাও করেনি। এসব নিয়ামত আমি জমা রেখে দিয়েছি। তবে আল্লাহ তোমাদেরকে যা অবগত করিয়েছেন তা অবগত হয়েছেন।[৬]

নবিজির বর্ণনায় জান্নাত

[৫] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! কোন কোন জিনিষের মাধ্যমে জান্নাতকে নির্মাণ করা হয়েছে? জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

---

[৪] সহিহ মুসলিম: ৪/২১৭৫; আল মুসনাদ, আহমাদ ইবনু হাম্বল: ৫/৩৩৪।

[৫] সহিহ মুসলিম: ৭০২৪।

[৬] সহিহ মুসলিম: ৭০২৫।

لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ مَنْ يَدْخُلْهَا يَنْعَمْ لَا يَبْؤُسُ وَيُخَلَّدُ لَا يَمُوتُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ.

(জান্নাতকে স্বর্ণ-রৌপ্যের ইট দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে।) একটি রূপার ইট তারপর একটি স্বর্ণের ইট দিয়ে গাঁথা হয়েছে। আর সুগন্ধিযুক্ত মৃগনাভি এবং মণি-মুক্তার কঙ্করসমূহ দ্বারা প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে অত্যন্ত সুখে জীবন-যাপন করবে। কোনো প্রকার দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটন তাকে স্পর্শ করবে না। সেখানে সে (জান্নাতী) অনন্তকাল বাস করবে; কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। জান্নাতীর পরনের পোযাক কখনো পুরাতন হবে না। তাদের যৌবনকাল কোনো কালেও শেষ হবে না। (সে অনন্তযৌবনা হবে।)[৭]

জান্নাতের প্রাঙ্গণে মাটির বিবরণ

[৬] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—জান্নাতের মাটি জাফরান ও ওয়ারসের (এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত ঘাস) হবে।[৮]

[৭] জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জান্নাতের প্রাঙ্গণ সমতল হবে। সজ্জিত হবে দাগবিহীন চাদরের ন্যায়। চারদিক ঝকঝক করতে থাকবে। জান্নাতীরা এমন প্রাঙ্গণ দেখলে মন খুশিতে পাগলপারা হয়ে যাবে।[৯]

---

[৭] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ২৫২৬; আল মুসনাদ, আহমাদ ইবনু হাম্বাল: ২/৩০৫।
[৮] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ২৫২৬; আল মুসনাদ, আহমাদ ইবনু হাম্বাল: ২/৩০৫।
[৯] সিফাতুল জান্নাহ, আবু নুআইম: ১৫২।

ওপারেতে সর্বসুখ

[৮] আল্লাহ তাআলার বাণী:

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا

সেদিন দয়াময় রবের কাছে মুত্তাকীনদেরকে অতিথিরূপে সমবেত করব।

আলি ইবনু আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বললাম—ইয়া রাসুলুল্লাহ! তাদের সকলকে কি পায়দল হেঁটে সমবেত করা হবে?

জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তারা কবর থেকে উত্থিত হবে, তাদেরকে শুভ্র উট দিয়ে অভিবাদন জানানো হবে। তাদেরকে শুভ্র উটের উপর আরোহন করিয়ে সমবেত করা হবে। উটের অনেকগুলো ডানা থাকবে। ডানাগুলো হবে স্বর্ণের। সেগুলোর পায়ের নল থেকে আলো ঝলমল করে বিচ্ছুরিত হবে। তার প্রতি কদমের দূরত্ব হবে দৃষ্টিসীমার শেষ পরিধি পর্যন্ত। তাদেরকে জান্নাতের দরজায় নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে (সিদরাতুল মুনতাহা) তার গোড়া থেকে দুটি ঝর্ণা প্রবাহিত হবে। যখন তারা দুটির একটি থেকে পান করবে তাদের চেহারায় স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা প্রকাশ পাবে। অপরটি থেকে যখন অজু করবে, তখন তাদের কেশগুচ্ছ কখনো এলোমেলো হবে না। অতঃপর তারা দরজা খোলার জন্য কড়া নাড়বে। হে আলি! যদি তুমি কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে! প্রত্যেক হুরের নিকট সংবাদ পৌঁছবে যে, তার স্বামী এসে পড়েছে। (তার সাথে সাক্ষাতের জন্য) দ্রুতপ্রবণতা ও আনন্দ লুকিয়ে রাখবে।

(হুর স্ত্রী) সে তার দায়িত্বে নিয়োজিত খাদিমদেরকে তার স্বামীর জন্য দরজা খুলে দেওয়ার জন্য পাঠাবে। যদি আল্লাহ তাআলা তার সাথে তার পরিচয় না করিয়ে দেন তবে সে অবশ্যই তার আলো ও জ্যোতি দেখে তার সামনেই সিজদায় লুটে পড়বে। সে বলবে, আমি আপনার সেবক। আমাকে আপনার সেবার জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে। খাদেম জান্নাতী ব্যক্তিকে হুরের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য চলতে থাকবে। সেও তার পদচিহ্ন অনুসরণ করে তার পিছে পিছে চলতে থাকবে। ঐ দিকে জান্নাতী ব্যক্তির জন্য হুর রমণী পথপানে তাকিয়ে

থাকবে। হুর রমণীর কাছাকাছি চলে আসলে সে তাঁবু থেকে বের হবে এবং তাকে ধরে আলিঙ্গন করবে আর বলতে থাকবে,

> তুমি আমার ভালবাসা, তুমি আমার প্রেম। তুমি আমার মনের মানুষ। আমি তোমার ভালবাসা। আমি চির সন্তুষ্ট; আমি কখনো অসন্তুষ্ট হব না। আমি তো তোমার আনন্দ-উল্লাসের জন্যই; আমার আর দুঃখ-কষ্ট নেই। আমি চিরদিনের জন্য, আমার আমার প্রস্থান নেই।

অতঃপর একটি ঘরে প্রবেশ করবে যার ভিত্তি থেকে ছাদ পর্যন্ত এক লক্ষ গজ দূরত্ব হবে। এবং তার নির্মাণ মণি-মুক্তার পাথর দ্বারা হবে। তার রাস্তা হবে (তিন বর্ণের) রক্তিম বর্ণের, সবুজ শ্যামল ও স্বর্ণ বা হলদে বর্ণের। সেখানকার রাস্তাগুলো একটি অপরটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ থাকবে না।

জান্নাতী ব্যক্তি বিছানার নিকট আসবে, তাতে শয্যার উপর শয্যা থাকবে। এভাবে সত্তরটি শয্যা থাকবে এবং সত্তরজন হুরও থাকবে। প্রত্যেক স্ত্রীর পরনে সত্তর জোড়া কাপড় থাকবে; জোড়া কাপড়সমূহের ভিতর দিয়েও উভয় পায়ের নলার মগজ দেখা যাবে।

জান্নাতী ব্যক্তি হুর রমণীর সাথে রোমান্স করতে থাকবে। তাদের তলদেশ দিয়ে দুর্গন্ধহীন পঙ্কিলতামুক্ত স্বচ্ছ নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। তাতে রয়েছে পরিশোধিত মধুর নহরসমূহ, যা মধুমক্ষিকার পেট থেকে নির্গত নয়। সেখানে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহরসমূহও রয়েছে, যা মানুষদের পা দিয়ে নিংড়িত নয়। তাতে আরো থাকবে নির্মল দুধের নহর; যার স্বাদ অপরিবর্তনীয় যা গৃহপালিত পশুর পেট থেকে নিষ্কাশিত নয়। বরং সবগুলো জান্নাত থেকে সৃষ্টি করা হবে।

যখন জান্নাতীদের খাবারের ইচ্ছা জাগবে, তখন একটি সাদা পাখি উড়ে চলে আসবে, তারা তার যে পার্শ্বসমূহ থেকে যত ইচ্ছা আহার করবে। অতঃপর সেটি যখন উড়ে যেয়ে আবার আসবে, তখন তাদের কাছে বিভিন্ন রকম ফলমূলসমূহ থাকবে। জান্নাতীরা যখন কোনো ফল আহার করার ইচ্ছা করবে, তখন ফলগুলো হাতের মুঠোয় এসে যাবে। তারা সেখান থেকে মনঃপুতভাবে—(শুয়ে, বসে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই) সেই ফলগুলোকে আহার করতে পারবে। এটাই হলো রাব্বে কারিমের ওয়াদার প্রমাণ:

وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ

উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকট ঝুলবে।[১০]

সুরক্ষিত মোতিসাদৃশ সেবকগণ তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে। এইসব সেবকগণ জান্নাতীদের বিভিন্ন খিদমতে লিপ্ত থাকবে। এইসব সুখগুলোর মাধ্যমে জান্নাতীরা এপারে দুঃখগুলো ভুলে যাবে।[১১]

সেই সুখ থাকবে জনম জনম

[৯] আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—দুনিয়াতে যারা মহান রবকে ভয় করত, আখিরাতে তাদেরকে দলে-দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা জান্নাতের প্রথম দরজার নিকটে পৌঁছে সেখানে একটি বৃক্ষ দেখতে পাবে, যার তলদেশ দিয়ে দু'টি ঝর্ণা বয়ে চলেছে। তারা দু'টির একটির দিকে যাবে, যেন তাদেরকে এর প্রতি আদেশ করা হয়েছে। জান্নাতীরা সেখান থেকে পান করবে যা তাদের অভ্যন্তরীণ অপরিচ্ছন্নতা, সবধরণের ভয় কষ্ট অপসারিত করে দিবে।

অতঃপর তারা অপরটির দিকে গিয়ে পরিশুদ্ধ হবে; ফলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা তাদেরকে ঘিরে নিবে, এতে তাদের ত্বক কখনো পরিবর্তিত হবে না। চুলগুলোও কখনো এলোমেলো হবে না। মনে হবে যেন তেল দ্বারা চুলে তৈলাক্ত করা হয়েছে। সেসময় নিজেদেরকে অনেক সুখী মনে হবে। অতঃপর তারা জান্নাতের রক্ষীদের নিকট পৌঁছলে তারা তাদেরকে এ বলে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলতে থাকবে,

> তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাকো, অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর।

জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশকালে তাদের চারদিকে চির কিশোরেরা ঘোরাফেরা করবে, যেভাবে দুনিয়াতে কিশোরেরা অন্তরঙ্গ প্রিয়দের কাছে ঘুরাফেরা করে থাকে। কিশোর-কিশোরীরা মনের আনন্দে বলতে থাকবে,

> আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য যেসব সম্মান প্রস্তুত করে রেখেছেন তার জন্য তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো।

---

[১০] সুরা আর রহমান: ৫৪।

[১১] সিফাতুল জান্নাহ, আবু নুআইম: ২৮০- ২৮১।

অতঃপর সেসব কিশোরদের থেকে একজন তার আনতলোচনা স্ত্রী হুরের নিকট যেয়ে বলবে—এক ব্যক্তি এসেছে, যাকে দুনিয়াতে এ নামে ডাকা হত। সে বলবে, তুমি কি তাকে নিজ চোখে দেখেছো? সে বলবে, আমি নিজ চোখে দেখেছি—এই তো সে আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আসছে। তাদের একজন আনন্দে লুকিয়ে দরজার চৌকাঠে এসে দাঁড়াবে।

অতঃপর মাথা নিচু করে তার (হুর রমণী) স্ত্রীদের দিকে তাকাবে। সেখানে থাকবে সংরক্ষিত পানপাত্র এবং সারি সারি গালিচা ও বিস্তৃত বিছানো কার্পেট। সে ঐসব নিয়ামাহগুলো লক্ষ্য করতে থাকবে ও হেলান দিয়ে বসে বলবে,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ

> আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। আমরা কখনও পথ পেতাম না যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন।[১২]

জান্নাতীদেরকে ডেকে-ডেকে বলা হবে—তোমরা এখানে সুখের সাথে জীবন-যাপন করবে, তোমাদের এই সুখ জনম জনম থাকবে। তোমরা কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। তোমরা এখানেই বসবাস করবে, কখনো প্রস্থান করবে না। তোমরা এখানে সুস্থ থাকবে, কখনো অসুস্থ হবে না। তোমরা সুখী হবে, কখনো দুঃখী হবে না।[১৩]

---

[১২] সুরা আরাফ: ৪৩।

[১৩] সিফাতুল জান্নাহ, আবু নুআইম: ২৮০; তাফসিরে তাবারি: ১০/ ৩৪।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির মাঝে তিন বিষয়ের কোনো একটি থাকবে তার সঙ্গে জান্নাতের হুর বিবাহ দেওয়া হবে, সে যেভাবে ইচ্ছা করবে।

১. যে ব্যক্তির কাছে গোপন আগ্রহের কোনো বস্তু আমানত রাখার পর সে আল্লাহর ভয়ে তা যথাযথভাবে আদায় করবে।

২. যে ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) তার হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিবে।

৩. যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পর ১০ বার সুরা ইখলাস পড়বে।[১৩]

তোমরা এখানে সুখে থাকো

[১০] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, জান্নাতীদেরকে ডেকে বলা হবে—তোমরা এখানে সুস্থ থাকবে, কখনো অসুস্থ হবে না। তোমরা এখানে অনেক সুখে থাকবে। তোমরা সর্বদা পরিতৃপ্ত থাকবে, কখনো ক্ষুধার্ত হবে না। তোমরা চিরযৌবনা হয়ে বসবাস করবে, কখনো বয়োবৃদ্ধ হবে না। তোমাদের কেশগুচ্ছ কখনো এলোমেলো হবে না; সবসময় সিঁথি করা থাকবে। তোমাদের শরীরের অবকাঠামো সর্বদা সুন্দর থাকবে, কখনো চামড়াগুলোও পরিবর্তন হবে না। তোমরা সারাজীবন সুখে থাকবে, কখনো দুঃখ তোমাদের স্পর্শ করবে না।[১৪]

জান্নাতে কোনো দুঃখ নেই

[১১] আবু বকর রাহিমাহুল্লাহু জান্নাতীদের ব্যাপারে বলেন—হে জান্নাতের অধিবাসীগণ, তোমরা সর্বদা সুস্থ থাকবে, কখনো অসুস্থ হবে না। পূর্ণ যৌবনের অধিকারী হবে, কখনো বয়োবৃদ্ধ হবে না। তোমরা সর্বদা জীবিত থাকবে, কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। তোমরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে, কখনো কষ্ট অনুভব করবে না। আর এটিই হল আল্লাহর এ বাণীর মর্ম, যেখানে মহান রব বলেছেন,

وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تعلمون

---

[১৪] অন্য বর্ণনায় আছে—আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কিয়ামাত দিবসে মৃত্যুকে একটি ধূসর রঙের মেষের আকারে আনা হবে। তখন একজন সম্বোধনকারী ডাক দিয়ে বলবেন, হে জান্নাতবাসী! তখন তাঁরা ঘাড় মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে। সম্বোধনকারী বলবে, তোমরা কি একে চিন? তারা বলবেন হ্যাঁ, এ হল মৃত্যু। কেননা সকলেই তাকে দেখেছে। তারপর সম্বোধনকারী আবার ডেকে বলবেন, হে জাহান্নামবাসী! জাহান্নামীরা মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে, তখন সম্বোধনকারী বলবে তোমরা কি একে চিন? তারা বলবে, হ্যাঁ, এ তো মৃত্যু। কেননা তারা সকলেই তাকে দেখেছে। তারপর (সেটি) যবেহ করা হবে। আর ঘোষক বলবেন, হে জান্নাতবাসী! স্থায়ীভাবে (এখানে) থাক। তোমাদের আর কোন মৃত্যু নেই। আর হে জাহান্নামবাসী! চিরদিন (এখানে) থাক। তোমাদের আর মৃত্যু নেই। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করলেন—"তাদের সতর্ক করে দাও পরিতাপের দিবস সম্বন্ধে যখন সকল ফয়সালা হয়ে যাবে অথচ এখন তারা গাফিল, তারা অসতর্ক দুনিয়াবাসী-অবিশ্বাসী।"(সুরা মারইয়াম: ১৯; মুসলিম ২৮৪৯।)—অনুবাদক।

এটি জান্নাত। তোমরা এর উত্তরাধিকারী হলে তোমাদের কর্মের প্রতিদানে।[১৫]

জান্নাতে কোনো কষ্ট নেই

[১২] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে আল্লাহকে ভয় করে (তাকওয়া অবলম্বন করে, জান্নাতে) সে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে, দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটন তাকে স্পর্শ করবে না। জান্নাতে অনেক আরামে জীবন-যাপন করবে, কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। পরনের পোষাকও পুরাতন হবে না, যৌবনকালও কখনো শেষ হবে না (সে হবে অনন্তযৌবনা)।[১৬]

[১৩] ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জান্নাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—যে জান্নাতে প্রবেশ করবে সে সেখানে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন-যাপন করবে, মৃত্যুবরণ করবে না। সেখানে কোনো দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটন তাকে স্পর্শ করবে না। না তার পরনের কাপড় ময়লা হবে আর না তার যৌবনকাল শেষ হবে (সে হবে অনন্তযৌবনা)। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, জান্নাতকে কোন বস্তু দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে? জবাবে তিনি বললেন—সোনা-রুপার ইটের গাঁথুনি দিয়ে জান্নাতকে নির্মাণ করা হয়েছে। একটি রুপার ইট, তারপর একটি সোনার ইট, এভাবে গাঁথা হয়েছে। এর গাঁথুনির উপকরণ হল, সুগন্ধিযুক্ত মৃগনাভি এবং কঙ্করসমূহ মণি-মুক্তার আর মাটি হল জাফরানের।[১৭]

[১৪] আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কোন আহ্বানকারী জান্নাতী লোকদেরকে আহবান করে বলবে, এখানে সর্বদা তোমরা সুস্থ থাকবে, কক্ষনো অসুস্থ হবে না। তোমরা স্থায়ী জীবন লাভ করবে, কখনো তোমরা মরবে না। তোমরা যুবক থাকবে,

---

[১৫] সুরা আল আরাফ: ৪৩।

[১৬] সহিহ মুসলিম: ৪/২১৮১; আস সুনান, তিরমিযি: ২৫২৬।

[১৭] সহিহ মুসলিম: ৪/৫২৮; আল মুসনাদ, আহমাদ ইবনু হাম্বাল: ২/২৭০।

কক্ষনো তোমরা বৃদ্ধ হবে না। তোমরা সর্বদা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে, কক্ষনো আর তোমরা কষ্ট-ক্লেশে পতিত হবে না। এটাই মহামহিম আল্লাহর বাণী:

> আর তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, তোমরা যে আমল করতে তারই বিনিময়ে তোমাদেরকে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে। (সুরা আরাফ : ৪৩) এর ব্যাখ্যা।[১৮]

জান্নাতীদের রূপ-লাবণ্য

[১৫] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—শপথ ঐ সত্ত্বার যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন! তাঁর শপথ করে বলছি, জান্নাতবাসীদের রূপ-লাবণ্য কোনোদিন কমবে না। জান্নাতবাসীদের রূপ-লাবণ্য বৃদ্ধি পেতে থাকবে। দুনিয়াতে (মানুষদের) যেভাবে কদর্যতা ও বার্ধক্যতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১৯]

জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য

[১৬] সাবিত আল-বুনানী রাহিমাহুল্লাহু বলেছেন, জান্নাতবাসীদেরকে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেয়া হবে, যদি এসব বৈশিষ্ট্য দেয়া না হত; তবে তারা জান্নাত থেকে উপকৃত হতে পারত না। সেসব বৈশিষ্ট্য হলো—তারা সেখানে চির যুবক থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না। পরিতৃপ্ত থাকবে, কখনো ক্ষুধার্ত হবে না। কাপড় পরিহিত থাকবে কখনো বিবস্ত্র হবে না। সুস্থ থাকবে, কখনো অসুস্থ হবে না।

---

[১৮] সহিহ মুসলিম : ৭০৪৯।

[১৯] সিফাতুল জান্নাহ, আবু নুআইম: ২৬৪।

এ হাদিসের উদ্দেশ্য অপর একটি হাদিসের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায় যেটি আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতে একটি বাজার হবে, যেখানে জান্নাত অধিবাসীগণ প্রত্যেক শুক্রবারে একত্রিত হবে। তখন উত্তর দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হবে, যা তাদের চেহারা ও কাপড়ে সুগন্ধ ছড়িয়ে দেবে। ফলে তাদের শোভা-সৌন্দর্য আরও বেড়ে যাবে। অতঃপর তারা রূপ-সৌন্দর্যের বৃদ্ধি নিয়ে তাদের স্ত্রীগণের কাছে ফিরবে। তখন তারা তাদেরকে দেখে বলবে, 'আল্লাহর কসম! আপনাদের রূপ-সৌন্দর্য বেড়ে গেছে!' তারাও বলে উঠবে—আল্লাহর শপথ, আমাদের যাবার পর তোমাদেরও রূপ-সৌন্দর্য বেড়ে গেছে। [সহিহ মুসলিম: ২৮৩৩।—অনুবাদক।

আল্লাহ তাআলা তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। তাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকবে না; পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষও থাকবে না। তাদের সকলের অন্তর এক অন্তরের ন্যায় হবে। তারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করতে থাকবে।[২০]

[১৭] মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً

জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশের সময় তাদের শরীরে লোম থাকবে না, দাড়ি-গোঁফও থাকবে না এবং চোখে সুরমা লাগানো থাকবে। তারা হবে ত্রিশ অথবা তেত্রিশ বছরের যুবক।[২১]

[১৮] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে দাড়ি-গোঁফহীন ও শরীরে লোমহীন, দাগবিহীন উজ্জল্যময়, কোঁকড়া চুলবিশিষ্ট এবং চোখে সুরমা লাগানো অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হবে ত্রিশ অথবা তেত্রিশ বছরের যুবক। আদম আলাইহিস সালামের ন্যায় দৈর্ঘ্য হবে। আর তাঁর দৈর্ঘ্য ছিল ষাট গজ প্রস্থে সাত গজ।[২২]

---

[২০] আস সুনান, তিরমিযি: ২৫৪৫|

[২১] হাসান। আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ২৫৪৫। আবু ঈসা বলেন, এই হাদিসটি হাসান গরীব। উক্ত হাদিসটি কাতাদার কোন কোন শিষ্য তার সুত্রে মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন, মুসনাদরূপে বর্ণনা করেননি।

[২২] সিফাতুল জান্নাহ, আবু নুআইম: ২৫৫।

সহিহ হাদিসে এসেছে—আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে তাঁর নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তার দৈর্ঘ্য হলো ষাট হাত। সৃষ্টির পর তিনি তাকে বললেন, যাও এদেরকে সালাম করো। সেখানে একদল ফেরেশতারা বসা ছিলেন। সালামের জবাবে তারা কি বলে তা খুব মনোযোগ সহকারে শুনো। কেননা তোমার এবং তোমার বংশধরদের অভিবাদন হবে এ-ই। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি এগিয়ে গেলেন ও বললেন, "আসসালামু আলাইকুম"। জবাবে তারা বললেন, "আসসালামু আলাইকা ওয়ারহমাতুল্লাহ"। তাঁরা ওয়ারহমাতুল্লাহ

জান্নাতীদের বিবরণ

[১৯] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—সর্বপ্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের মুখমন্ডল হবে পূর্ণিমা রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জল। অতঃপর যে দলটি তাদের অনুগামী হবে তাদের মুখমন্ডল আকাশের সর্বাধিক সুন্দরতম দীপ্তিমান উজ্জল তারকার ন্যায় হবে।[২৩]

[২০] মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা গর্ব প্রকাশ করে বলল—জান্নাতে পুরুষ অধিক হবে, না মহিলা? এ কথা শ্রবণে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আবুল কাসিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি বলেননি, যে দলটি জান্নাতে প্রথমে প্রবেশ করবে তাদের মুখাবয়ব পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল হবে। তাদের পর যারা জান্নাতে যাবে তাদের চেহারা হবে উর্দ্ধাকাশের আলোকিত নক্ষত্রের মতো। তাদের প্রত্যেকের জন্যই থাকবে দু'জন সহধর্মিণী। গোশতের এ পাশ হতে তাদের পায়ের নলার মগজ দৃশ্য হবে। জান্নাতের মাঝে কেউ (আর) অবিবাহিত থাকবে না।[২৪]

[২১] আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কম বয়সী হোক বা বেশী বয়সী যে মৃত্যুবরণ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদেরকে জান্নাতে তেত্রিশ বছর যৌবনতার দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে, কখনো এর চেয়ে বেশী (বয়স) আর বৃদ্ধি পাবে না; ঠিক জাহান্নামীদের (বয়স)ও অনুরূপ হবে।[২৫]

বাড়িয়ে বলেছেন। অবশেষে তিনি বললেন, যে লোক জান্নাতে যাবে সে আদম আলাইহিস সালামের আকৃতি বিশিষ্ট হবে। তার দৈর্ঘ্য হবে ষাট হাত। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন তারপর আদম আলাইহিস সালামের পর থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ ক্রমশই খাটো হয়ে আসছে। [সহিহ মুসলিম: ৭০৫৫]

[২৩] সহিহ, মুসলিম: ৪/২১৭৫; আস সুনান, তিরমিযি: ২৫৩৫।

[২৪] সহিহ, মুসলিম: ৭০৩৯।

[২৫] আস সুনান, তিরমিযি: ২৫৬২; আয যুহদ, ইবনুল মুবারক: ৪২২।

জান্নাতের স্তর

[২২] উবাদা ইবনু সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতে একশ'টি স্তর রয়েছে। প্রতি দু'স্তরের মাঝখানে একশত বছরের ব্যবধান রয়েছে। আর ফেরদাউস হচ্ছে সবচেয়ে উঁচু স্তরের জান্নাত। সেখান থেকে জান্নাতের চারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হয়েছে। আর এর উপরই আল্লাহ তাআলার আরশ স্থাপিত। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা সময় জান্নাতুল ফিরদাউসের প্রার্থনা করবে।[২৬]

[২৩] ফুযাইল ইবনু ইয়ায রাহিমাহুল্লাহু বলেন, তোমরা কি জানো, জান্নাতকে কেন সুসজ্জিত ও সুন্দরতম করা হয়েছে? কেননা তার ছাদের উপর সকল সৃষ্টি জগতের রবের আরশ।

[২৪] ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জান্নাতবাসীগণ যখন জান্নাতে বসবাস করবে, রবের আরশের নূরে তাদের বাসস্থানের ছাদ ঝলমল করবে। জান্নাতীদের নুর চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়তে থাকবে।

[২৬] আস সুনান, তিরমিযি: ২৫৩১; আস সুনান, ইবনু মাজাহ: ৪৩৩১।

জান্নাতু আদনে'র নিয়ামাহ

জান্নাতু আদন: যেখানে আছে সর্বসুখ

[২৫] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আল্লাহ তাআলা 'জান্নাতে আদন'কে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। (তার নির্মাণ) একটি শুভ্র মণি-মুক্তার ইট; অপর একটি ইট রক্তিম বর্ণের ইয়াকুত পাথরের। অপর একটি ইট সবুজ বর্ণের যমরুদ পাথরের। এর গাঁথুনির উপকরণ হল—সুগন্ধিযুক্ত মৃগনাভী। তার ঘাস হবে জাফরানের; কঙ্করসমূহ হবে মণিমুক্তার; মাটি হবে আম্বরের। কিয়ামতের দিন মহান রাব্বে কারিম 'জান্নাতু আদন'কে বলবেন—তুমি কথা বলো। তখন সে বলবে,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে।[২৭]

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলবেন—আমার বড়ত্ব ও মহত্ত্বের শপথ! কোন কৃপণ আমাকে অতিক্রম করা ছাড়া তোমার কাছে যেতে পারবে না। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করলেন,

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।[২৮] [২৯]

---

[২৭] সুরা মুমিনীন: ১।

[২৮] সুরা হাশর: ৯।

[২৯] আল মুসতাদরাক, হাকিম: ২/৩৯২।

'জান্নাতু আদন' নাম রাখার কারণ

[২৬] হাসান আল বসরি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন—'জান্নাতু আদন'-কে 'আদন' নামে নামকরণ করা হয়েছে এজন্য যে, আল্লাহর আরশ এই জান্নাতের উপরে রয়েছে। এখান থেকেই জান্নাতের নহরগুলো প্রবাহিত হবে। 'জান্নাতু আদন'-এর নিয়ামাহ্ এবং সেখানের হুরদের সৌন্দর্যতা অন্যান্য সকল হুরদের উপরে থাকবে।[৩০]

[২৭] হুমাইদ ইবনু হিলাল রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন—লোকেরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে শুভ্র এবং ভিআইপি পোষাক পরিধান করানো হবে এবং অলঙ্কারে সজ্জিত করা হবে। অতঃপর তাকে তার [হুর] স্ত্রীগণ ও সেবকদেরকে দেখানো হবে। জান্নাতের এসব নিয়ামাহ্ দেখে জান্নাতী ব্যক্তি অনেক আনন্দিত হবে। এত আনন্দ হবে যে, আনন্দের অতিশয্যে যদি মৃত্যুবরণ সম্ভব হত, তবে মৃত্যুবরণই করত। তাকে বলা হবে, তুমি যেসব নিয়ামাহ্ এবং সুখ তোমার সামনে দেখতে পাচ্ছো, এগুলো সারাজীবন তোমার কাছে থাকবে, এগুলো কখনো নিঃশ্বেস হবে না।[৩১]

জান্নাতীদের সেবক

[২৮] আব্দুর রহমান আল-হাবালি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন—বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করার সময় প্রথমেই সত্তর হাজার সেবকের সাথে সাক্ষাত হবে, তারা সবাই মণিমুক্তার ন্যায় উজ্জল হবে।

[২৯] আব্দুর রহমান আল মাআফিরী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন—জান্নাতবাসীদের থেকে একজনের জন্য সেবকদের দু'টি সারি থাকবে; উভয় সারির পার্শ্বদেশ

[৩০] **নোট:** ব্যাখ্যাকারীগণ বলেছেন—'আদন' হল জান্নাতের ভিতর বা মাঝের অংশকে বলা হয়। কেউ কেউ বলেছেন—'আদন' শব্দের অর্থ হল বসবাস করা অর্থাৎ যে জান্নাতে তারা বসবাস করবে, তাদের যে বাসস্থান হবে তাকে আদন বলা হয়। আত তাফসির, মাতুরিদী: ৬/৩৩৩।—অনুবাদক।

[৩১] আয যুহদ, ইবনুল মুবারক: ৪২৯।

দেখা যাবে না। একজন সেবক চলতে থাকলে তার পিছনে আরো অনেক সেবক চলতে থাকবে।[৩২]

[৩০] দাহহাক রাহিমাহুল্লাহু বলেন—মুমিন বান্দা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন একজন ফেরেশতা তার সম্মুখভাগে থাকবে। সে তার অনুসরণ করে জান্নাতের অলি-গলি পথগুলো দেখতে থাকবে। সে বলবে, তুমি যে সব জিনিস দেখছো তা কি লক্ষ্য করছো? সে বলবে, আমি স্বর্ণ-রুপার অনেক প্রাসাদসমূহ দেখছি এবং অন্তরঙ্গ অনেক জিনিসসমূহ দেখছি। ফেরেশতা তাকে বলবে, এই সবগুলোই তোমার। যখন এসবগুলো তাকে প্রদান করা হবে; তখন জান্নাতের শাহী মহলের প্রতিটি দরজা থেকে হুর রমণীরা তাকে অভ্যর্থনা জানাতে থাকবে আর বলতে থাকবে,

আমরা তোমার জন্য, আমরা তোমার জন্য। তুমি আমাদের জন্য।

জান্নাতের উপাদানসমূহ

[৩১] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَرْضُ الْجَنَّةِ بَيْضَاءُ عُرْصَتُهَا صُخُورُ الْكَافُورِ وَقَدْ أَحَاطَ بِهِ الْمِسْكُ مِثْلَ كُثْبَانِ الرَّمْلِ فِيهَا أَنْهَارٌ مُطَّرِدَةٌ فيجتمع فِيهَا أَهْلُ الْجَنَّةِ أَدْنَاهُمْ وَآخِرُهُمْ فَيَتَعَارَفُونَ فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بريح الرَّحْمَةِ فَتُهِيجُ عَلَيْهِمْ رِيحَ ذَلِكَ الْمِسْكِ فَيَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى زَوْجَتِهِ

---

[৩২] আয-যুহদ, ইবনুল মুবারক: ৪২৭।

এ হাদিসের উদ্দেশ্য অপর একটি হাদিসের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায়। আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—মুমিন বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা একটি সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। আর তার নিকট সেবকদের দু'টি সারি থাকবে। উভয় সারির প্রান্তে দু'টি বিন্যস্ত দরজা থাকবে। আল্লাহর ফেরেশতাগণ থেকে একজন ফেরেশতা দরজার নিকটতম সেবকের নিকট সাক্ষাত করার জন্য অনুমতি চাইবে।

মুমিন বান্দা বলবে, তোমরা তাকে আসতে দরজা খুলে দাও। অনুমতি পেয়ে ফেরেশতা প্রবেশ করে জান্নাতীকে বিনীত সুরে সালাম দিয়ে কথাবার্তা বলে ফিরে আসবে। [আয-যুহদ, ইবনুল মুবারক: ২/৬৮]—অনুবাদক।

وَقَدِ ازْدَادَ طِيبًا وَحُسْنًا فَتَقُولُ لَهُ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِي وأنا بك معجبة وأن بِكَ الْآنَ أَشَدُّ عُجْبًا.

জান্নাতের মাটি হবে শুভ্র। তার আঙ্গিনা হবে কাপূরের। আঙ্গিনাকে মিশকের ঘ্রাণের মাধ্যমে সুগন্ধিময় করে রাখা হবে। যেমন বালুর স্তুপ কোথাও জমা করে রাখা হয়। তাতে থাকবে প্রবাহিত নহরসমূহ। সেখানে তাদের মধ্যকার সবচে' নিম্নস্তর জান্নাতী ও (জান্নাতে প্রবেশকারী) শেষ ব্যক্তি সকলেই একত্রিত হবে। তারা একজন অপরজনকে চিনতে পারবে।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের কাছে রহমতের নিলুয়া বাতাস প্রেরণ করবেন। (এ অবস্থায় হঠাৎ তাদের উপর একখন্ড মেঘ এসে তাদেরকে ছেয়ে ফেলবে এবং) তা থেকে তাদের উপর সুগন্ধিযুক্ত মৃগনাভির ন্যায় সুঘ্রাণের বৃষ্টি-বাতাস বর্ষিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই আকর্ষণীয় রূপ-সৌন্দর্য নিয়ে নিজ নিজ স্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করবে। স্ত্রী তাকে বলবে, তুমি আমার নিকট থেকে যাওয়ার সময়ও তোমার প্রতি আমার গভীর ভালবাসা ছিল আর এখন তোমার প্রতি আমার গভীর ভালবাসা আরো মজবুত হয়েছে।[৩৩]

সকালের নরম বাতাসের উৎস

[৩২] মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহু বলেন, আল্লাহ তাআলা 'জান্নাতু আদন'-কে নিজ হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কোনো একদিন তিনি তাতে দৃষ্টি দিবেন এবং বলবেন,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গিয়েছে।[৩৪]

অতঃপর জান্নাতু আদন-কে তালাবদ্ধ করে দেয়া হবে; আল্লাহ তাআলা যাকে চান, সে ব্যতীত অন্য কেউ তাতে প্রবেশ করতে পারবে না। জান্নাতু আদন

[৩৩] হাদিউল আরওয়াহ: ১০৫। এ হাদিসের বিষয় বস্তু আরো স্পষ্টত বর্ণিত হয়েছে আস সুনান ইবনু মাজাহ: ৪৩৩৬।

[৩৪] সুরা আল মুমিনুন: ১।

প্রতিদিন সকাল বেলায় খোলা হয়। আর দুনিয়াতে আমরা ভোরের যে বাতাস এবং মিষ্টান্নতা দেখতে পাই, তা সেই জান্নাত থেকে আসে।[৩৫]

জান্নাতু আদনের স্থান

[৩৩] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জান্নাতে আদনের স্থান হল—অন্যান্য জান্নাতের একেবারে গভীরে। নিঝুম নীরব কোনো এক জায়গাতে।

আখিরাতের অবস্থা এবং সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি

[৩৪] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আখিরাতে আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে একত্রিত করবেন। সেখানে তারা চল্লিশ বৎসর অবস্থান করবে। তারা আসমানের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে চূড়ান্ত বিচারের অপেক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা মেঘের আড়াল থেকে তাদের সামনে অবতরণ করবেন।

এরপরে আসমান থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা দিবে—হে লোকসকল, তোমরা কি তোমাদের রবের প্রতি সন্তুষ্ট (!) যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন? যিনি তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছেন ও তোমাদেরকে তাঁর ইবাদত করতে আদেশ করেছেন। তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরিক করতে নিষেধ করেছেন?.. শুনে রাখো, দুনিয়াতে যে যার উপাসনা করেছে; আজ সেই তার অভিভাবক হবে। এটা কি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সুষম ও ন্যায্য বিচার নয়? তারা বলবে—হ্যাঁ অবশ্যই, এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত। তারা যেসব বস্তুর ইবাদত করত, তার আকৃতি স্থাপন করা হবে। অতঃপর প্রত্যেকে নিজ নিজ পূজনীয় বস্তুর দিকে ফিরে যাবে; তাদের মাঝে কেউ সূর্যের দিকে যাবে, কেউ চন্দ্রের দিকে যাবে, কেউ পাথরের মূর্তির দিকে যাবে। তথা ক্রুশের পূজারীরা ক্রুশের দিকে যাবে।

---

[৩৫] আদ দুররুল মানসুর, ইমাম সুয়ূতী: ৫/২।

তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উম্মতগণ দাঁড়িয়ে থাকবে। সে সময় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন—কি হয়েছে তোমাদের (!) তোমরা ঐ সকল লোকদের মত তোমাদের রবের দিকে যাচ্ছো না কেন (!) তারা বলবে—আমাদের একজন ইলাহ রয়েছে, যাকে আমরা ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি। তিনি বলবেন, যদি তোমরা তাকে দেখো তবে কি তাকে চিনতে পারবে? তারা বলবে, আমাদের ও তার মাঝে একটি নিদর্শন রয়েছে, আমরা সে নিদর্শন দেখে তাকে চিনতে পারব। তিনি বলবেন, সে নিদর্শন কি? তারা বলবে, পায়ের নলা। তখন তিনি পায়ের নলা উম্মোচিত করে দিবেন।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর যাদের পিঠ সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে তারা সকলেই সিজদায় লুটে পড়বে। কিন্তু একটি দল থাকবে যাদের পিঠ হবে ষাঁড়ের শিংয়ের ন্যায় (অর্থাৎ মেরুদন্ড কাঠের ন্যায় শক্ত হয়ে যাবে)। তারা সেজদা করতে চাইবে কিন্তু তারা সক্ষম হবে না।

অথচ যখন তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল, তখন তাদেরকে সেজদা করতে আহবান জানানো হত।

অতঃপর তিনি বলবেন, তোমরা তোমাদের মাথা উত্তোলন করো, তারা তাদের মাথা উঠাবে। তিনি তাদের আমল অনুপাতে প্রত্যেককে নূরে আলোকিত করবেন। তাদের মাঝে কারো নূর পাহাড়ের ন্যায় বড় হবে। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে। তাদের মাঝে কারো নূর হবে তার চেয়ে কম। কারো নূর হবে তার চেয়েও কম এমনকি তাদের শেষ ব্যক্তির নূর হবে তার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির ন্যায়। যা একবার আলো দিবে একবার নিভতে থাকবে। যখন তার পা আলো দিবে, তখন সে চলবে। আবার যখন নিভে যাবে, তখন পুলসিরাতে দাঁড়িয়ে থাকবে।

বর্ণনাকারী বলেন—তখন আল্লাহ তাআলা তাদের সামনে থাকবে। তারা ধারালো তরবারির ন্যায় তীক্ষ্ণ দুর্গম পিচ্ছিল পুলসিরাতের পথ অতিক্রম করতে থাকবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন—তোমরা অতিক্রম করো, তারা তাদের নূর অনুপাতে অতিক্রম করবে। তাদের মাঝে কেউ অতিক্রম করবে চোখের পলকের ন্যায়, কেউ পার হবে বিদ্যুৎ গতিতে, কেউ পার হবে মেঘের ন্যায়, কেউ বাতাসের ন্যায়, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার ন্যায়, কেউ পার হবে ব্যক্তির চলার ন্যায়, এমনকি যার নূর হবে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির ন্যায়—সেও উভয় হাত-পা ও মুখ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে হেঁচড়িয়ে যাবে; একহাতে ঝুলে থাকবে এক

হাতে টেনে নিবে। এক পা ঝুলে থাকবে, আরেক পা টেনে-টেনে যাবে। জাহান্নামের আগুন তাদের খুব কাছাকাছি চলে আসবে। কিন্তু তাদেরকে স্পর্শ করবে না। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিষ্কৃতি দিবেন। তারা নিষ্কৃতি পেয়ে সেখানেই অবস্থান করবে এবং বলবে—'সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাকে জাহান্নামের বীভৎস ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখার পরও মুক্তি দিয়েছেন। অবশ্যই তিনি আমাদেরকে এমন সুখ দান করেছেন, যা অন্য কাউকে তিনি দান করেননি।'

অতঃপর জান্নাতের দরজার নিকট নহরে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে তারা স্বচ্ছ পানি দিয়ে গোসল করবে। এমন সময় তাদের নিকট জান্নাতবাসীদের সুঘ্রাণ আসতে থাকবে। জান্নাতী ব্যক্তি যখন জান্নাতে ছড়িয়ে থাকা রং-বেরঙের বস্তুসমূহ এবং জান্নাতের দরজা দিয়ে জান্নাতের অভ্যন্তরীণ সুখ-শান্তি, অনাবিল সৌন্দর্য ও আনন্দঘন পরিবেশ সবকিছু দেখবে, তখন বলতে থাকবে—হে রব! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি জান্নাত চাচ্ছো অথচ আমি তোমাকে স্ববেমাত্র জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছি। হে আল্লাহ! আমার ও জাহান্নামের মাঝে আবরণ সৃষ্টি করে দিন; যেন আমি তার ক্ষীণতম শব্দও না শুনতে পাই। অতঃপর (একসময়) তাকে জান্নাত দেখানো হবে।

তখন সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে ঐ বিশ্রামস্থল দান করুন।

আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি তোমাকে এটি দান করলে হয়ত তুমি অন্যটিরও আবেদন করবে। সে বলবে, কখনো না, আপনার ইজ্জতের শপথ! আমি (এটি ব্যতীত) অন্যটির আবেদন করবো না; আর এ গৃহের চেয়ে উত্তম আর কোন গৃহ হতে পারে (!) সুতরাং তা তাকে দেওয়া হবে; সে তাতে অবস্থান করবে। এরই সামনে উঁচু করে আরেকটি বাসস্থান তাকে দেখানো হবে, সেটির আকাঙ্খা করে সে আবার বলবে—হে আল্লাহ! অমুক বাসস্থানটি আমাকে দান করুন। আল্লাহ তাআলা বলবেন—আমি তো তোমাকে সেটি দিলে তুমি আবার আবেদন করবে(!) সে বলবে, না, আপনার ইজ্জতের শপথ! এরপর আমি আর আবেদন করবো না; এটা থেকে উত্তম বাসস্থান আর কোনটি হতে পারে (!) অতঃপর এটিও তাকে দান করা হবে। সে সেখানে অবতরণ করবে।

বর্ণনাকারী বলেন—সে তার সামনে আরেকটি সৌন্দর্যময় বাসস্থান দেখে বলবে, হে রব! আমাকে সে বাসস্থানটি দান করুন। আল্লাহ তাআলা বলবেন—আমি

যদি এটা তোমাকে দান করি তবে তুমি আরেকটিরও আবেদন করবে। সে বলবে, আপনার ইজ্জতের শপথ! আমি আর আবেদন করবো না; তার থেকে উত্তম বাসস্থান আর কোনটি হতে পারে (!) অতঃপর তাকে এটি দান করা হবে সে তাতে অবতরণ করে চুপ করে থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমার কি হয়েছে, তুমি যে আর আবেদন করছো না। সে বলবে, হে রব! আমি বার বার আবেদন ও শপথ ভঙ্গ করে এখন আপনার সামনে আমি লজ্জিত। আল্লাহ তাআলা বলবেন—তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, দুনিয়া সৃষ্টির শুরুলগ্ন থেকে শেষলগ্ন পর্যন্ত দশগুণ তোমাকে দান করি? সে বলবে, আপনি সকল সৃষ্টিজগতের রব হয়েও কি আমার সাথে উপহাস করছেন?

বর্ণনাকারী বলেন, তার এ কথা শোনে আল্লাহ তাআলা হাসবেন। রাবী বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখলাম তিনি হাদিস শুনিয়ে এ স্থানে এসে তিনিও হেসে দিলেন।

একজন বলল, ইয়া আবা আব্দির রহমান! (আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদের উপনাম) আমি এ হাদিস আপনার থেকে কয়েকবার শুনেছি আপনি প্রতিবারই এ স্থানে এসে হেসে দেন কেন?

ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি এ হাদিস প্রিয়তম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কয়েকবার শুনেছি, তিনিও প্রতিবার এ স্থানে এসে এমনভাবে হেসে উঠলেন যে, তাঁর সম্মুখের দাঁত মুবারক পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে যেত।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলবেন, এর উপর আমি ক্ষমতাবান। সে বলবে, হে রব! আমাকে মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দাও। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মানুষের সাথে মিলিত হও। অতঃপর সে চলতে শুরু করবে ও জান্নাতে প্রবেশ করবে। যখন সে মানুষের নিকটে পৌঁছবে একটি গুণসম্পন্ন মোতির প্রাসাদ তার জন্য উঁচু করা হবে, এই আল্লাহর বান্দা সেটি দেখে সিজদায় লুটে পড়বে। তাকে বলা হবে, তোমার মাথা উঠাও; কি হয়েছে তোমার? সে বলবে, হে রব! আপনি আমাকে এত কিছু দেখিয়েছেন (!) তখন তাকে বলা হবে, এটা তো তোমার প্রাসাদসমূহ থেকে কেবল একটি প্রাসাদ মাত্র।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর এই জান্নাতীর সাথে লোকের সাক্ষাত হবে। লোকটি তার সামনে নত হতে শুরু করবে। এমন সময় সে বলবে, থামুন! কি

করছেন! কি হয়েছে আপনার? সে বলবে, আমার নিকট মনে হচ্ছে আপনি ফেরেশতাসমূহ থেকে একজন সম্মানিত ফেরেশতা। সে বলবে, আমি তো আপনার প্রহরী বা সেবকসমূহ থেকে একজন প্রহরী বা সেবক মাত্র। আমার অধীনে এক হাজার গৃহ-পরিচালক রয়েছে।

সে সামনে চলতে থাকবে। অনেকখানি চলার পরে প্রাসাদের নিকট পৌঁছবে। অতঃপর তার জন্য প্রাসাদের দরজা খোলা হবে। সে প্রাসাদটির ছাদ দরজা তালা ও চাবিসমূহও হবে খাঁটি মুক্তার। তার সামনের অংশ সবুজ মণি যা রক্তিমবর্ণ দিয়ে আচ্ছাদিত থাকবে। প্রতিটি মণিই অন্য মণির দিকে ঝুঁকে থাকবে ও প্রতিটি মণির রঙও হবে রং-বেরঙের।

প্রত্যেক স্ত্রীর সত্তর জোড়া কাপড় থাকবে। এই জামার ভিতর দিয়েও তার পায়ের অস্থিমজ্জা দেখা যাবে। হুর রমণীর কলিজা হবে তার দর্পণের মত স্বচ্ছ। যখন সে তার পাশ দিয়ে একবার অতিক্রম করবে পূর্বের চেয়ে সত্তর গুণ চোখের তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। জান্নাতী ব্যক্তি হুর রমণীকে বলবে—আল্লাহর শপথ, তুমি আমার চোখে সত্তরগুণ আলো বৃদ্ধি করে দিয়েছো।

অতঃপর তাকে বলা হবে সামনে অগ্রসর হও, সে সামনে অগ্রসর হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, তোমার রাজত্ব হবে একশত বছরের দূরত্ব পর্যন্ত হবে, যেখানে তোমার দৃষ্টিসীমা নিঃশেষ হয়ে যায়।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলল, হে কাব! যদি নিম্নতর জান্নাতী ব্যক্তির এ অবস্থা হয়, তবে উঁচুস্তরের জান্নাতীদের কি অবস্থা হবে?

কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন, জান্নাত তো এমন হবে, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোন কানও শোনেনি।

আল্লাহ তাআলা একটি মহল সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাতে হুর স্ত্রীগণ ও ফলমূলসমূহ এবং বিভিন্ন রকমের পানীয় তাতে রেখেছেন। অতঃপর তিনি তা বন্ধ করে দিয়েছেন। তাঁর সৃষ্টিজীব থেকে কেউ তা আজও অবলোকন করেনি; জিবরিলও নয়, অন্য কোন ফেরেশতাও নয়। অতঃপর কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তিলাওয়াত করলেন,

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

কেউ জানে না তার জন্যে কৃতকর্মের কি কি নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুকায়িত রয়েছে।[৩৬]

কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! কিয়ামতের দিন জাহান্নামের দীর্ঘশ্বাস রয়েছে। যত নৈকট্যশীল ও প্রেরিত নবি রয়েছেন, প্রত্যেকেই হাঁটু গেড়ে নতজানু হয়ে যাবে। এমনকি রহমানের অন্তরঙ্গ বন্ধু ইবরাহিম আলাইহিস সালামও বলতে থাকবে,

হে রব! আমাকে রক্ষা করো।[৩৭]

সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি

[৩৫] ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—'সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে (তার অবস্থা হবে এমন)—একবার হাঁটবে, একবার পড়বে, আরেকবার আগুন তাকে ঝলসে দেবে। যখন সে জাহান্নাম পার হয়ে যাবে, তখন সেদিকে তাকিয়ে বলবে—সেই সত্তা কত বরকতময়, যিনি আমাকে তোমার থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি আমাকে এমন কিছু দিয়েছেন—যা পূর্বাপর আর কাউকেই দেননি।

তখন তার সামনে একটি বৃক্ষ উদ্গত হবে। (গাছটি দেখে) সে বলবে, হে আমার রব, আমাকে এই গাছটির নিকটবর্তী করুন, যেন আমি তার ছায়া গ্রহণ করতে পারি এবং তার রস পান করতে পারি। আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে আদমসন্তান! যদি গাছটি আমি তোমাকে দিয়ে দিই, তাহলে আমার কাছে অন্যকিছু চাইবে? সে বলবে, হে আমার রব, আর কিছু চাইব না।

সুতরাং সে আল্লাহর কাছে আর কিছু না চাওয়ার প্রতিজ্ঞা করবে। আল্লাহ তাআলাকে মাজুর সাব্যস্ত করবেন। কারণ, সে এমন কিছু দেখেছে, যার ওপর

---

[৩৬] সুরা সাজদা: ১৭।

[৩৭] আত তারগিব ওয়াত তারহিব, ইমাম ইবনুল মুনযির: ৪/৩৯১, ৫০৩।

ধৈর্যধারণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং তাকে গাছটির নিকটবর্তী করে দেবেন। অতঃপর সে গাছের ছায়া গ্রহণ করবে এবং তার রস পান করবে। তারপর তার সামনে আরেকটি বৃক্ষ উদ্গত হবে। (গাছটি দেখে) সে বলবে, হে আমার রব, আমাকে এই গাছটির নিকটবর্তী করুন, যেন আমি তার ছায়া গ্রহণ করতে পারি এবং তার রস পান করতে পারি।

আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে আদমসন্তান! যদি গাছটি আমি তোমাকে দিয়ে দিই, তাহলে আমার কাছে অন্যকিছু চাইবে? সে বলবে, হে আমার রব, আর কিছু চাইব না। সুতরাং সে আল্লাহর কাছে আর কিছু না চাওয়ার প্রতিজ্ঞা করবে। আল্লাহ তাআলাকে মাজুর সাব্যস্ত করবেন, কারণ, সে এমন কিছু দেখেছে, যার ওপর ধৈর্যধারণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং তাকে গাছটির নিকটবর্তী করে দেবেন। হঠাৎ তখন জান্নাতের দরজার কাছে পূর্বের দুটির চেয়ে আরও বেশি সুন্দর বৃক্ষ উদ্গত হবে। গাছটি দেখে সে পূর্বেই মতোই বলবে। সুতরাং তাকে গাছটির নিকটবর্তী করা হবে। গাছের নিকট গিয়েই সে জান্নাতীদের আওয়াজ শুনতে পাবে। তখন বলবে, হে আমার রব, আমাকে জান্নাতের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ বলবেন, হে আদমসন্তান! কোন বস্তু তোমাকে আমার পিছু ছাড়াবে? আমি কি তোমাকে দুনিয়া এবং তার সমান আরেকটি পৃথিবী দিলে খুশি হবে? সে বলবে, হে আমার রব, আপনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক হয়ে আমার সাথে ঠাট্টা করছেন? ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হাসলেন। তারপর বললেন, তোমরা কি জিজ্ঞেস করবে না, আপনি কেন হাসলেন? তারা বললেন, আপনি কেন হাসলেন? ইবনু মাসউদ বললেন, এভাবেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসেছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কেন হাসলেন? জবাব নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলার হাসার কারণে। তখন আল্লাহ বলবেন, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না, বরং আমি যা চাই তাই করতে পারি।[৩৮]

---

[৩৮] আস সুনান, তিরমিযি: ৪৪৮২; সহিহ মুসলিম: ১/১৭৪,১৭৫।

অন্য বর্ণনায় আছে—আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ رَجُلٌ يَخْرُجُ
مِنَ النَّارِ حَبْوًا فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ

[৩৬] আবু সাইদ আল খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ الَّذِي لَهُ ثَمَانُونَ أَلْفَ خَادِمٍ وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ زَوْجَةً وَتُنْصَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ وَيَاقُوتٍ كَمَا بَيْنَ الْجَابِيَةِ إِلَى صَنْعَاءَ

إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ عَشَرَةَ أَمْثَالِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَقُولُ أَتَسْخَرُ بِي أَوْ أَتَضْحَكُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ فَكَانَ يُقَالُ ذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً.

আমি খুব ভালোভাবেই জানি সর্বশেষ জাহান্নাম থেকে মুক্ত এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট ব্যক্তি কে হবে। একজন মানুষ জাহান্নাম থেকে উবু হয়ে বের হবে। তখন আল্লাহ বলবেন—জান্নাতে যাও। জান্নাতে প্রবেশ করে সে ভাববে, হয়তো তার সাথে উপহাস করা হচ্ছে। যার কারণে সে ফিরে আল্লাহর কাছে এসে বলবে—ইয়া রব, আমার সাথে উপহাস করা হচ্ছে! আল্লাহ বলবেন—যাও জান্নাতে প্রবেশ করো। সে জান্নাতে প্রবেশ করে আবার মনে করবে, তার সাথে উপহাস করা হচ্ছে। সুতরাং সে আল্লাহর কাছে ফিরে এসে বলবে, ইয়া রব, আমার সাথে উপহাস করা হচ্ছে! আল্লাহ বলবেন—যাও জান্নাতে প্রবেশ করো। কেননা, তোমার জন্য বরাদ্দ দুনিয়াসম এবং দুনিয়ার দশগুন জান্নাত, অথবা তোমার জন্য বরাদ্দ দুনিয়ার দশগুণ জান্নাত। তখন সে আল্লাহকে বলবে—আপনি কি মালিক হয়েও আমার সাথে ঠাট্টা করছেন? বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমনভাবে হাসতে দেখেছি যে, তার মাড়ির দাঁত বের হয়ে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—এটাই হবে সর্বনিম্ন জান্নাতীর মর্যাদা। (সহিহ মুসলিম : ২৭২।)

অন্য বর্ণনায় আছে—আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—সর্বশেষ জান্নাতে প্রবিষ্ট এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে হামাগুড়ি হয়ে বের হবে। তখন তার রব তাকে বলবেন—জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বলবে—আমার রব, জান্নাত তো পরিপূর্ণ। কথাটি আল্লাহ তাআলা তিনবার বলবেন, সেও তিনবারই বলবে—আমার রব, জান্নাত তো পরিপূর্ণ। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন—তোমার জন্য দুনিয়ার দশগুণ বড় জান্নাত রয়েছে। (সহিহ বুখারি : হাদিস : ৬৯৫৭।)—অনুবাদক।

"অতি সাধারণ মর্যাদাসম্পন্ন একজন জান্নাতীরও আশি হাজার খাদিম ও বাহাত্তর জন হূর থাকবে। আর তার জন্য মণিমুক্তা, যমরূদ ও ইয়াকুতের তাঁবু নির্মাণ করা হবে। সেটা এত বড় হবে যে, তা সিরিয়ার অন্তর্গত 'জাবিয়া' হতে ইয়ামানের 'সানআ' পর্যন্ত সমান জায়গা জুড়ে বিস্তৃত হবে।"[৩৯]

[৩৭] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতবাসীদের থেকে নিম্নস্তরের বাসস্থান ঐ ব্যক্তির হবে, যে আল্লাহর নিকট অনেক কিছু আকাঙ্ক্ষা করবে, অতঃপর তাকে বলা হবে, এসবই তোমার এবং এর সাথে আরো সমপরিমাণ দেওয়া হলো। (এমনকি তার সাথী-সঙ্গীরা স্মরণ করিয়ে দিবে, তুমি অমুক অমুক জিনিস চাও। অতঃপর তাকে বলা হবে, এসবই তোমার, এসবই তোমার এবং এর সাথে আরো সমপরিমাণও তোমার।)[৪০]

[৩৮] আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—সর্বনিম্ন জান্নাতী ব্যক্তির জন্য প্রায় এক হাজার প্রাসাদ থাকবে; প্রতি দু'প্রাসাদের মাঝে এক বৎসর পরিমাণ দূরত্ব হবে। সে এই প্রাসাদগুলোর এক পার্শ্ব থেকে অপর পার্শ্বের সবকিছু একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাবে। প্রতি প্রাসাদেই ডাগর ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হূর ও উত্তম স্ত্রীগণ থাকবে। সেখানে থাকবে আরো সুন্দরী কিশোরীরা। জান্নাতী ব্যক্তি যখন যা কামনা করবে, তখন তাকে তা-ই দেওয়া হবে।

[৩৯] মুগিরা ইবনু শুবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার মুসা আলাইহিস সালাম রবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, জান্নাতে সবচেয়ে নিম্নস্তরের লোক কে হবে? আল্লাহ তাআলা বললেন, সে হলো এমন এক ব্যক্তি, যে জান্নাতীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর পর আসবে। তাকে বলা হবে, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলবে, হে রব! তা কী রূপে হবে? জান্নাতীগণ তো নিজ নিজ আবাসের অধিকারী হয়ে গেছেন। তারা তাদের প্রাপ্য নিয়েছেন। তাকে বলা হবে, পৃথিবীর কোন সম্রাটের সাম্রাজ্যের সমপরিমাণ সম্পদ নিয়ে তুমি সন্তুষ্ট হবে? সে বলবে, হে রব! আমি এতেই সন্তুষ্ট ও সফলকাম। আল্লাহ বলবেন, তোমাকে উক্ত পরিমাণ সম্পদ দেয়া হলো। সাথে দেয়া হলো আরো এর সমপরিমাণ, আরো সমপরিমাণ, আরো সমপরিমাণ। পঞ্চমবারে সে বলে উঠবে, হে আমার রব!

---

[৩৯] মিশকাত: ৫৬৪৮; যয়িফ জামি সগির: ২৬৬।

[৪০] আল মুসনাদ, আহমাদ ইবনু হাম্বাল: ২/৪৫০।

আমি সন্তুষ্ট, তিনি বলবেন, এটা তোমার জন্য এবং আরো দশগুণ দেয়া হলো। তা ছাড়া তোমার জন্য রয়েছে এমন জিনিস যা দ্বারা মন তৃপ্ত হয় এবং চোখ জুড়ায়। সে বলবে, হে আমার রব! আমি পরিতৃপ্ত। মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, জান্নাতীদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী কে হবে? আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'তারা ঐ সব লোক, যাদের মর্যাদা আমি চূড়ান্তভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছি।' তিনি আরো বলবেন, 'ওরা তারাই যাদের জন্য আমি নিজ হস্তে তাদের মর্যাদা উন্নীত করেছি ও তার উপর মোহর মেরে দিয়েছি। এমন জিনিস তাদের জন্য রেখেছি যা কোন চক্ষু কখনো দেখেনি, কোন কান কখনো শুনেনি, কারো অন্তরে কখনো কল্পনায়ও উদয় হয়নি।'[৪১]

[৪০] ইবনু সিরিন রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, জান্নাতীদের মাঝে সবচেয়ে নিম্নস্তরের ঐ ব্যক্তি হবে, যাকে বলা হবে, 'তুমি চাও' জান্নাতী ব্যক্তি আদেশ পেয়ে ইচ্ছামত আল্লাহর কাছে অনেক কিছু আবেদন করবে। পরিশেষে তাকে বলা হবে, এসব তোমার এবং এর সাথে আরো অনেকগুণ তোমার জন্য দেওয়া হলো।

ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তাকে বলা হবে, এসব কিছু তোমার এবং এর সাথে আরো দশগুণ তোমাকে বৃদ্ধি করে দেওয়া হলো। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে আরও অধিক।

সুসংবাদ জান্নাতীদের জন্য

[৪১] কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন আল্লাহ তাআলা জান্নাতের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলবেন, তোমার অধিবাসীদের সুসংবাদ। তখন তাদের সৌন্দর্য বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।[৪২]

[৪২] সাদ আত তাঈ রাহিমাহুল্লাহ বলেন—আমার কাছে এই বর্ণনা পৌঁছেছে যে, আল্লাহ তাআলা জান্নাতকে বলবেন, তুমি সুসজ্জিত হও। ফলে জান্নাত সুসজ্জিত হবে। অতঃপর তিনি বলবেন, 'তুমি কথা বলো' জান্নাত এ কথা বলবে, সুসংবাদ ওই ব্যক্তির জন্য যার প্রতি আপনি সন্তুষ্ট।[৪৩]

---

[৪১] সহিহ মুসলিম: ১৮৯।

[৪২] হিলইয়াতুল আউলিয়া, আবু নুআইম: ৫/৩৭৯।

[৪৩] আয যুহদ, ইবনুল মুবারক: ৫২৪।

[৪৩] কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন—আল্লাহ তাআলা জান্নাত সৃষ্টি করে তাকে বললেন, 'তুমি কথা বলো', জান্নাত বলল, মুত্তাকীনদের জন্য সুসংবাদ। সুসংবাদ সৎকর্মশীলদের জন্য।

জান্নাতের নরম বাতাস

[৪৪] ইবনু কায়েস রাহিমাহুল্লাহ বলেন—জান্নাতের বাতাস হবে অত্যন্ত সুখময়। তীব্র ঠান্ডা কিংবা প্রচন্ড উত্তাপিত হবে না। জান্নাতীরা যা চাইবে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তা দিয়ে-ই সন্তুষ্ট করবেন।[৪৪]

জান্নাতুল ফেরদাউস

[৪৫] আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

خَلَقَ اللّٰهُ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ بِيَدِهِ خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ وَكَتَبَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ وَغَرَسَ الْفِرْدَوْسَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا يَدْخُلُهَا مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلَا الدَّيُّوثُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَدْ عَرَفْنَا مُدْمِنَ الْخَمْرِ فَمَا الدَّيُّوثُ قَالَ الَّذِي يُقِرُّ السُّوءَ فِي أَهْلِهِ.

আল্লাহ তাআলা তিনটি জিনিস নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। (১) আদম আলাইহিস সালামকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। (২) তাওরাত কিতাব নিজ হাতে লিখেছেন। (৩) জান্নাতুল ফেরদাউসকে নিজ হাতে সজ্জিত করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন, আমার বড়ত্ব ও মহত্বের শপথ, নেশাদার দ্রব্য পানকারী ও দাইয়ুস ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা নেশাদার দ্রব্য পান করার বিষয়টি বুঝেছি, কিন্তু দাইউস বিষয়টি কি? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পরিবারে বেহায়াপনার সুযোগ দেয়।[৪৫]

[৪৪] আয যুহদ, ইবনুল মুবারক: ১৫২৫।

[৪৫] সিফাতুল জান্নাহ, আবু নুআইম: ১২৭।

জান্নাতের বৃক্ষসমূহ

জান্নাতের বৃক্ষ

[৪৬] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ فِي الجنة شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا سبعون سَنَةً.

জান্নাতে এমন একটি গাছ রয়েছে, যার ছায়ায় কোন আরোহী সত্তর বছর পর্যন্ত চলবে। (এরপরেও তা অতিক্রম করতে পারবে না।)[৪৬]

[৪৭] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ রয়েছে, যার ছায়ায় কোন আরোহী শত বছর পর্যন্ত চলবে। (তবুও তা অতিক্রম করতে পারবে না) সে গাছটির নাম হল 'শাজারাতুল খুলদ' (চিরস্থায়ী গাছ)।[৪৭]

[৪৮] আবু সাইদ আল খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতের মাঝে এমন একটি গাছ রয়েছে, যা দ্রুতগামী শক্তিশালী অশ্বারোহী একশ বছর পর্যন্ত চলার পরও তা সে অতিক্রম করতে পারবে না।[৪৮]

[৪৯] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—জান্নাতে এমন একটি গাছ রয়েছে, যার ছায়ায় কোন আরোহী শত বছর পর্যন্ত চলতে পারবে। আর তোমরা চাইলে নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করতে পারো:

---

[৪৬] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ২৫২৩; সহিহ, মুসলিম: ৪/২১৭৫।

[৪৭] আল মুসনাদ, আহমাদ ইবনু হাম্বাল: ২/৪০৪।

[৪৮] সহিহ মুসলিম: ৭০৩১।

وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ

এবং সম্প্রসারিত ছায়া।[৪৯]

এ বর্ণনাটি কাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, তিনি সত্য বলেছেন। শপথ ঐ সত্তার, যিনি মুসা আলাইহিস সালামের ভাষায় তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায় ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন। একজন আরোহী দু'বছরের উটের উপর আরোহন করে ঐ গাছের শিকড়ের পাশ দিয়ে প্রদক্ষিণ করে করে বয়োবৃদ্ধ হয়ে যাবে, তবুও তার শেষ প্রান্তে পৌঁছতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে সেই গাছটি রোপণ করেছেন এবং তিনি তাতে ফুঁক দিয়েছেন। আর তার ঘন শাখা-পাতা-পল্লবগুলো জান্নাতের প্রাচীরের নেপথ্য। জান্নাতের নহরগুলো ঐ গাছের তলদেশ দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে।[৫০]

[৫০] আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ

এবং সম্প্রসারিত ছায়া।[৫১]

উপরোক্ত আয়াতের তাফসিরে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—সম্প্রসারিত ছায়াদানকারী বৃক্ষটি জান্নাতের একটি কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পরিমাপ হল, সে বৃক্ষটির ছায়ার চারপাশে একজন পরিশ্রমী আরোহী শত বছর পর্যন্ত চললেও সে পথ পথ কখনো শেষ হবে না। জান্নাতীরা এসব গাছের নিচে বসে বসে নিলুয়া বাতাস গ্রহণ করতে থাকবে।[৫২]

---

[৪৯] সুরা ওয়াকিয়া: ৩০।

[৫০] আয যুহদ, ইবনুল মুবারক: ২৬৭।

[৫১] সুরা ওয়াকিয়া: ৩০।

[৫২] সিফাতুল জান্নাহ, আবু নুআইম: ৪৪০।

[৫১] সাহল ইবনু সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতের মাঝে এমন একটি গাছ রয়েছে, যার ছায়ায় একজন আরোহী একশ বছর ভ্রমণ করেও তা শেষ করতে পারবে না।[৫৩]

মনোমুগ্ধকর আওয়াজ

[৫২] আবদাহ ইবনু আবি লুবাবা রাহিমাহুল্লাহ বলেন—জান্নাতে একটি বৃক্ষ আছে, যার ফল হবে নীল ও পদ্মরাগমণি, যমরূদ ও মণিমুক্তার। অতঃপর আল্লাহ তাআলা একটি বাতাস প্রেরণ করবেন, তাতে এক ধরণের আওয়াজ সৃষ্টি হবে। সে আওয়াজ এতই মুগ্ধকর ও শ্রুতিমধুর হবে, যা ইতিপূর্বে কেউ কখনো কোনোদিন শোনেনি।

[৫৩] আব্দুল্লাহ ইবনু আবি হুযাইল রাহিমাহুল্লাহু বলেন—আমরা আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে শাম অথবা আম্মানে ছিলাম। আমরা পরস্পর জান্নাতের আলোচনা করলে তিনি বললেন, জান্নাতের আঙ্গুর অথবা অন্যান্য ফলের একটি গুচ্ছ হবে মদিনা থেকে সানআ (একটি জায়গার নাম) পর্যন্ত।[৫৪]

জান্নাতের গাছগুলো হবে স্বর্ণের

[৫৪] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতের প্রতিটি গাছের কাণ্ডই স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত।[৫৫]

[৫৫] আবু উবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—জান্নাতের খেজুর বৃক্ষগুলো সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকবে। জান্নাতের বাগানের ফলগুলো বড় বড় মটকার ন্যায় হবে। বাগানের তলদেশ দিয়ে নহর বয়ে যাবে। সে বৃক্ষের একটি গুচ্ছর পরিমাণ হবে দশ গজ লম্বা।

---

[৫৩] সহিহ মুসলিম: ৭০৩০।

[৫৪] আদ দুররুল মানসুর, সুয়ুতী: ৬/১৫৭।

[৫৫] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ২৫২৫।

জান্নাতে খেজুর বৃক্ষ

[৫৬] আতা ইবনু ইয়াসার রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতে একটি স্বর্ণের খেজুর বৃক্ষ রয়েছে, তার কাণ্ডগুলো হবে স্বর্ণের। কাঁচা খেজুরের ছড়া ও তার কাঁদিগুলো শুকনো ও স্বর্ণের হবে। ফলগুলো বড় মটকার ন্যায় হবে; রং হবে দুধ ও রূপার চেয়েও অধিক শুভ্র। তার ঘ্রাণ মিশকের সুঘ্রাণের চেয়েও অধিক সুগন্ধযুক্ত হবে। তার স্বাদ চিনির চেয়েও মিষ্ট এবং মাখন ও ঘির চেয়েও অধিকতর নরম হবে।[৫৬]

[৫৭] আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—জান্নাতে খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডগুলো হবে সবুজ মণি-মুক্তার, তার কাঁদি হবে লাল স্বর্ণের। তার ফল হবে বড় মটকা অথবা বড় বালতির ন্যায়। তার ফলগুলো দুধের চেয়েও অধিক শুভ্র হবে; মধুর চেয়েও হবে অধিক মিষ্ট। মাখনের চেয়েও হবে অধিক নরম। তাতে কোন আটি থাকবে না।[৫৭]

জান্নাতের ফলের বর্ণনা

[৫৮] মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতের জমিন হবে রূপার। মাটি হবে মিশকের; গাছসমূহের শিকড়গুলো হবে স্বর্ণের; পাতা-পল্লবগুলো হবে ইয়াকুত ও মণি-মুক্তার। তার ফলগুলো হবে অনেক মিষ্টি। জান্নাতীরা দাঁড়িয়ে, বসে যেভাবে ইচ্ছে ফল খেতে পারবে। যে দাঁড়িয়ে খেতে চাইবে, তারও কোনো কষ্ট হবে না। আর যে বসে খেতে চাইবে, তারও কোন কষ্ট হবে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا

এবং তার ফলসমূহ তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে।[৫৮]

---

[৫৬] আয যুহদ, ইবনুল মুবারক: ২২৯।

[৫৭] আয যুহদ, ইবনুল মুবারক: ২২৯।

[৫৮] সুরা আল-ইনসান: ১৪।

[৫৯] আল্লাহ তাআলার বাণী:

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ

তার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে।[৫৯]

বারা ইবনু আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—জান্নাতীদের কেউ কেউ জান্নাতের ফলকে ঘুমন্ত অবস্থায়ও ধরবে।[৬০]

তুবা বৃক্ষের বর্ণনা

[৬০] আলি ইবনু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতে তুবা নামক একটি বৃক্ষ রয়েছে, সে বৃক্ষ ছায়ায় উৎকৃষ্ট অশ্বের একজন আরোহী একশ বছর পর্যন্ত চলতে পারবে। [তবু তার ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না] তার পাতা ও অপক্ক খেজুর সবুজ বর্ণের প্রশমিত।

তার পুষ্প মসৃণ ও হলুদ বর্ণের। তার ঘণ শাখা পল্লব বিশিষ্ট হবে চিকন ও মোটা [সবুজ] রেশমের। আর তার ফল হবে রেশমী জোড়া। তার আঠা হবে মধু ও যানজাবিল। তার সমতল ভূমি লাল ইয়াকুত পাথরের ও সবুজ মণি-মুক্তার এবং তার মাটি সুগন্ধযুক্ত মিশক এ আম্বরের। তার কর্পূর হলুদ বর্ণের।

তুবা বৃক্ষ

[৬১] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, জান্নাতে তুবা নামক একটি বৃক্ষ রয়েছে, আল্লাহ তাআলা সে বৃক্ষটিকে বলবেন—আজ আমার বান্দার জন্য বিদীর্ণ হয়ে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো। সেই গাছটি বিদীর্ণ হয়ে একটি ঘোড়া তার লাগাম ও জিনসহ বের করে দিবে এবং তার দেহ-কাঠামো তার ইচ্ছানুযায়ী হবে। সে বৃক্ষটি আরো একটি উষ্ট্রী তার জিন ও লাগামসহ বের করে দিবে।

---

[৫৯] সুরা আল-হাক্বা: ২৩।

[৬০] আয যুহদ, হান্নাদ: ১১।

আর তার দেহ-কাঠামো হবে তার ইচ্ছানুযায়ী। পোষাকও হবে তা থেকেই। জান্নাতী ব্যক্তি এগুলো দেখে অবাক হয়ে যাবে।[৬১]

[৬২] মুগিস ইবনু সুমাই রাহিমাহুল্লাহু বলেন—'তুবা' হলো জান্নাতের একটি বৃক্ষ। তার ছায়া হবে অনেক দীর্ঘ। অভিজ্ঞ আরোহী ব্যক্তি পাঁচ বছর অথবা দু'বছর পযন্ত ও যদি উটের উপর আরোহন করে ঘুরতে থাকে, তবুও সে বৃক্ষটির ছায়া চলে শেষ করতে পারবে না। এমনকি চলতে চলতে বয়োবৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করলেও তার ছায়ায় শেষ অবদি পৌঁছতে পারবে না।

জান্নাতের প্রতিটি বালাখানায় তুবা বৃক্ষের ডাল ঝুলে থাকবে। যখন জান্নাতীরা ফল খাওয়ার ইচ্ছা করবে, সে ডালগুলো আরো ঝুলে তাদের সামনে চলে আসবে। পাখি উড়ে গেলে যখন তাদের খেতে ইচ্ছে হবে, তখন তা টুকরো টুকরো গোশতের ভূনা হয়ে সামনে এসে যাবে। জান্নাতীরা তাদের ইচ্ছামত আহার করতে পারবে।[৬২]

[৬৩] মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহু বলেন, 'তুবা' হলো জান্নাতের একটি বৃক্ষের নাম। এ বৃক্ষ থেকেই জান্নাতীদের জেন্য রঙ বে-রঙের পোযাক তৈরী করা হবে।[৬৩]

[৬৪] হুমাইদ ইবনু হিলাল রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতে খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড হবে ইয়াকুতের (নীল কান্তমণীর)। তার তৃণাচ্ছাদিত ভূমি হবে স্বর্ণের। তার ফল বরফ অপেক্ষা অধিকতর শুভ্র হবে, মাখন অপেক্ষা অধিকতর নরম হবে। মধু অপেক্ষা অধিকতর মিষ্ট হবে। সেই গাছ থেকেও জান্নাতীদের জন্য পোষাক তৈরী করা হবে।[৬৪]

তুবা বৃক্ষের ছায়া হলো শ্রেষ্ঠ মিলনমেলা

[৬৫] মালিক ইবনু দিনার রাহিমাহুল্লাহু বলেন, অনেক ভাই-বন্ধু রয়েছে যারা তাদের ভাই-বন্ধুর সাথে সাক্ষাত ও খোশগল্প করতে পছন্দ করেন, কিন্তু এই দুনিয়ার কর্ম ব্যস্ততা তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, অচিরেই আল্লাহ তাআলা

[৬১] আয যুহদ, ইবনুল মুবারক: ২৬৫।

[৬২] আয যুহদ, ইবনুল মুবারক: ২৬৮।

[৬৩] আত তাফসির, মুজাহিদ:১/৩২৮, সিফাতুল জান্নাহ, আবু নুআইম: ৪১০।

[৬৪] আয যুহদ, ইবনুল মুবারক: ২২৮।

তাদের উভয়জনকে এমন এক বালাখানায় একত্রিত করবেন; যেখানে তাদের মাঝে কোন আড়াল থাকবে না।

মালিক ইবনু দিনার বলেন, হে আমার ভাই, আমিও আল্লাহর নিকট আবেদন করবো—তিনি যেন আমাকে ও তোমাদেরকে একটি বালাখানায় তুবা বৃক্ষের নিচে একত্রিত করেন। সেটা হবে বান্দাদের শ্রেষ্ঠ মিলন মেলা।

[৬৬] ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'তুবা' হাবশী ভাষায় একটি বিশেষ জান্নাতের নাম।

[৬৭] মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতের জমিন হবে রূপার। মাটি হবে মিশকের; গাছসমূহের শিকড়গুলো হবে স্বর্ণের; পাতা-পল্লবগুলো হবে ইয়াকুত ও মণি-মুক্তার। তার ফলগুলো হবে অনেক মিষ্টি। জান্নাতীরা দাঁড়িয়ে, বসে যেভাবে ইচ্ছে ফল খেতে পারবে। যে দাঁড়িয়ে খেতে চাইবে, তারও কোনো কষ্ট হবে না। আর যে বসে খেতে চাইবে, তারও কোন কষ্ট হবে না।[৬৫]

জান্নাত সংক্রান্ত কিছু আয়াতের তাফসির

[৬৮] আল্লাহ তাআলার বাণী:

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ

যেদিন পরিবর্তিত করা হবে এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে।[৬৬]

এর ব্যাখ্যায় আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—জান্নাতের জমিন হবে রূপার। এবং জান্নাত হবে স্বর্ণের।

[৬৯] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতে একটি বৃক্ষ রয়েছে, যার ছায়ায় আরোহী ব্যক্তি শত বছর অথবা সত্তর বছর পর্যন্ত চলবে। (তবুও তা অতিক্রম করতে পারবে না।)

---

[৬৫] আয যুহদ, ইবনুল মুবারক: ২২৯।

[৬৬] সুরা ইবরাহিম: ৪৮।

এ সংখ্যা নির্দিষ্ট করণের বিষয়ে শুবা রাহিমাহুল্লাহুর সন্দেহ রয়েছে। তার নাম হল 'শাজারাতুল খুলদ' (চিরস্থায়ী সম্প্রসারিত ছায়াদানকারী বৃক্ষ)।[৬৭]

[৭০] আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ

তারা থাকবে সারিবদ্ধ কাঁদি কাঁদি কলায়।

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'তলহিন' দ্বারা বিভিন্ন রঙের বাদাম উদ্দেশ্য।

[৭১] আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ

সম্প্রসারিত ছায়া।[৬৮]

এর ব্যাখ্যায় আমর ইবনু মাইমুন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সে ছায়ার পরিমাণ হবে এক হাজার বছরের দূরত্ব।[৬৯]

---

[৬৭] আত তাফসির, তাবারি: ২৭/১৮৩; সিফাতুল জান্নাহ, আবু নুআইম: ৩/২৪৪।

[৬৮] সুরা আল ওয়াকিয়া: ৩০।

[৬৯] আত তাফসির, তাবারি: ২৭/১৮৩।

সুমিষ্ট পানী হাউযে কাউসার

হাউযে কাউসারের বর্ণনা

[৭২] আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি জান্নাতে ভ্রমন করছিলাম, এমন সময় এক ঝর্ণার কাছে এসে দেখি, তার দুই পাড় ফাঁপা মুক্তার গম্বুজ দিয়ে খচিত; আমি পানির স্রোতে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে তাতে সুগন্ধিযুক্ত মিশক (আযফার সুগন্ধি মৃগনাভী) দেখতে পেলাম। আমি বললাম, হে জিবরিল, এটা কি? তিনি বললেন, এটা ঐ হাউযে কাউসার, যা আপনার প্রতিপালক আপনাকে দান করেছেন।[৭০]

[৭৩] আল্লাহ তাআলার বাণী:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি।[৭১]

প্রসঙ্গে ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—কাউসার জান্নাতের একটি নহর, তার উভয় তীর স্বর্ণ দিয়ে খচিত। তার নালা মণিমুক্তা ও ইয়াকুত পাথর দিয়ে তৈরী, যা বরফের চেয়েও অধিক শুভ্র; মধুর চেয়েও অধিক মিষ্ট; তার মাটি মিশকের সুঘ্রাণের চেয়েও অধিক সুগন্ধযুক্ত।[৭২]

---

[৭০] আস সুনান, তিরমিযি: ৩৩৫৯।

[৭১] সুরা আল কাউসার: ১।

[৭২] আয যুহদ, হান্নাদ: ১৪।

হাউযে কাউসার

[৭৪] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—'হাউযে কাউসার' জান্নাতের একটি নহর, সুতরাং যে তার কুলকুল শব্দ শুনতে ভালবাসে, সে যেন অজুতে তার কান সুন্দর কান মাসেহ করে।[৭৩]

[৭৫] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ هَلُمَّ فَقُلْتُ أَيْنَ قَالَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ قُلْتُ وَمَا شَأْنُهُمْ قَالَ إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمْ الْقَهْقَرَى ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ هَلُمَّ قُلْتُ أَيْنَ قَالَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهِ قُلْتُ مَا شَأْنُهُمْ قَالَ إِنَّهُمْ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمْ الْقَهْقَرَى فَلَا أُرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَمِ.

আমি (হাউজের পার্শ্বে) দাঁড়িয়ে থাকব। ইতোমধ্যেই একদল মানুষ আসবে, আমি তাদেরকে চিনতে পারব। হঠাৎ আমার ও তাদের মাঝে একজন লোক বের হয়ে তাদেরকে বলবে—চলো। আমি বলব কোথায়? সে বলবে জাহান্নামের দিকে। আল্লাহর কসম, আমি জিজ্ঞেস করব, তাদের দোষ কী? লোকটি বলবে, তারা দলে-দলে মুরতাদ হয়ে গেছে। তারপর আরেক দল মানুষ আসবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারব। হঠাৎ আমার ও তাদের মাঝ থেকে একজন লোক বের হবে। তারপর তাদেরকে বলবে—চলো। আমি জিজ্ঞেস করব, কোথায় যাবে? সে বলবে জাহান্নামের দিকে। আমি জানতে চাইব এদের দোষ কী? তারা বলবে তারা মুরতাদ হয়ে গেছে। আমি তাদের কাউকে মুক্ত হতে দেখব না, তবে দলছুট জন্তুর মতো (সামান্য কিছু কিছু) মানুষ মুক্ত হতে পারবে।[৭৪]

[৭৩] আত তাফসির, ইবনু কাসির: ৭/৩৮৬।

[৭৪] সহিহ বুখারি: ৬০৯৯।

[৭৬] আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবিজিকে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! হাউজের পাত্রগুলো কেমন হবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

> ওই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! (আমার) হাউযের পানপাত্র নিকশ কালো অন্ধকার রাতের আকাশের নক্ষত্র ও তারকারাজির চেয়েও বেশি হবে। পাত্রগুলো হবে জান্নাতের। যে ব্যক্তি সেই হাউজ থেকে পান করবে, কিয়ামতের শেষ পর্যন্ত সে পিপাসার্ত হবে না। এই হাউজে জান্নাতের দুটি নালা প্রবাহিত হবে। যে ব্যক্তি সেখান থেকে পান করবে, সে কখনো পিপাসার্ত হবে না। যার প্রস্থ হবে আম্মান থেকে আইলার দূরত্ব সমপরিমাণ। আর তার পানি হবে দুধের চেয়ে সাদা এবং মধুর চেয়ে মিষ্ট।[৭৫]

[৭৭] আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—তোমরা হয়ত ধারণা করছো জান্নাতের নহরগুলো জমিনের গর্ত থেকে প্রবাহিত হয়, আল্লাহর শপথ, বিষয়টি তোমাদের ধারণার মত নয়। বরং তার প্রবাহমান জমিনের উপর দিয়ে; তার এক পাড় মণিমুক্তা ও অপর পাড় ইয়াকুত দিয়ে খচিত। আর তার মাটি হল আযফার সুগন্ধির। আমি বললাম, 'আযফার' কি? তিনি বললেন, তা হল ঐ মিশক যাতে অন্য কিছুর সংমিশ্রণ নেই। যা একেবারেই নিরেট।[৭৬]

[৭৮] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কবরস্থানের দিকে গেলেন। (তথায় উপস্থিত হয়ে) তিনি বললেন,

> السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانِي الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَيْلُهُ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ فِي

[৭৫] সহিহ মুসলিম: ৪২৫৫।

[৭৬] সিফাতুল জান্নাহ, আবু নুআইম: ৩১৬।

خَيْلٍ بُهْمٍ دُهْمٍ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ

হে মুমিন সম্প্রদায়ের ঘরের অধিবাসী! তোমাদেরকে সালাম, আমরাও ইনশা আল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আমি আশা করি আমার ভ্রাতৃবৃন্দকে দেখতে পাব। উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন—ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমরা কি আপনার ভ্রাতা নই? তিনি বললেন—বরং তোমরা আমার আসহাব। আর আমার ভ্রাতৃবৃন্দ হল যারা পরবর্তীকালে আসবে, আর আমি হাউযে কাউসারে তাদের সাথে মিলিত হবো। তাঁরা বললেন—ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনার যে সকল উম্মত পরবর্তীকালে আগমন করবে, আপনি তাঁদের কিভাবে চিনবেন? জবাবে তিনি বললেন—তোমরা বল তো, যদি কোন ব্যক্তির একদল কালো ঘোড়ার মধ্যে সাদা চেহারা ও সাদা পদবিশিষ্ট ঘোড়া থাকে, তবে কি সে ব্যক্তি তার ঘোড়া চিনে নিতে পারবে না? তাঁরা বলেন, নিশ্চয়ই। তিনি বললেন—কিয়ামতের দিন অজুর দরুণ তাদের হস্তপদ উজ্জ্বল হবে। আর আমি হাউযে কাউসারে তাদের আগে গিয়ে অপেক্ষা করব।[৭৭]

‘বাইদাখ’ নামক মনোরম জায়গা

[৭৯] ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন—জান্নাতে ‘বাইদাখ’ নামক একটি নহর রয়েছে, তার উপর ইয়াকুতের তাঁবু রয়েছে, তাতে চির কুমারী বাঁদীগণ থাকবে। চারদিকে থাকবে মনোরম বাতাস। সাদা মেঘ তাদের ঠিক কাছাকাছি থাকবে।

জান্নাতবাসীরা বলবে—(হে ফেরেশতারা কিংবা খাদিমরা!) আমাদেরকে ‘বাইদাখ’ নামক স্থানে নিয়ে চল, সে স্থানে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে, তারা সে স্থানে এসে সকল বাঁদীদেরকে গভীর ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখতে থাকবে।

[৭৭] সহিহ। আস সুনান, নাসাঈ: ১৫০।

কারো প্রতি মুগ্ধ হলে তাকে স্পর্শও করবে; সে বাঁদীও তার সাথে চলতে থাকবে। দু'জনে মুনোমুগ্ধকর সময় পার করবে।[৭৮]

[৮০] আল্লাহ্ তাআলার বাণী:

فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ

সেখানে আছে উদ্বেলিত দুই প্রস্রবণ।[৭৯]

এর ব্যাখ্যায় আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জান্নাতবাসীদের ঘরসমূহের উপর দিয়ে মিশক ও আম্বর প্রবাহিত হবে, যেভাবে দুনিয়াতে ঘরসমূহের উপর দিয়ে বৃষ্টি প্রবাহিত হয়।[৮০]

[৮১] আল্লাহ তাআলার বাণী:

فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ

সেখানে আছে উদ্বেলিত দুই প্রস্রবণ।[৮১]

এর ব্যাখ্যা সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, এ প্রস্রবন হবে পানি ও ফলসমূহের।

[৮২] বারা ইবনু আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে দু'টি নহর প্রবাহিত রয়েছে, তা [নাদ্দাখাতান তথা] দু'প্রস্রবন থেকে অধিক উত্তম।

[৮৩] আল্লাহ তাআলার বাণী:

يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا

এটা একটা ঝর্ণা। যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে—তারা একে প্রবাহিত করবে।[৮২]

---

[৭৮] সিফাতুল জান্নাহ, আবু নুআইম: ৩২৪।

[৭৯] সুরা আর রহমান: ৬৬।

[৮০] আত তাফসির, কুরতুবি: ১৭/১৮৫।

[৮১] সুরা আর রহমান: ৬৬।

[৮২] সুরা ইনসাফ: ৬।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বসরার একজন শাইখ বলেন—তাদের সাথে স্বর্ণের পানশালা থাকবে, তারা যেদিকে ঝুঁকবে সেটিও তাদের সাথে তাদের সুবিধা মত সেদিকেই ঝুঁকবে।[৮৩]

হাউযে কাউসার সম্পর্কে আরো কয়েকটি বর্ণনা

[৮৪] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু পাঠ করলেন,

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি।[৮৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আমাকে হাউযে কাউসার দান করা হয়েছে, সেটা প্রবাহমান, তাতে কোন ফাটল নেই। তার উভয় তীরে মণিমুক্তার তাঁবু রয়েছে।

আমি তার গভীরে হাত দিয়ে আযফার মিশক নিরেট সুগন্ধযুক্ত মৃগনাভি দেখতে পেলাম; তার কঙ্করগুলো হলো মণিমুক্তার।[৮৫]

[৮৫] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝেই ছিলেন। হঠাৎ তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন। তারপর মুচকি হেসে মাথা উত্তোলন করলেন। আমরা জানতে চাইলাম, আপনি হাসলেন কেন? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার ওপর এই মুহূর্তে একটি সুরা অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তিনি পড়লেন,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ{ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ }ثُمَّ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ فَقُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ

---

[৮৩] আদ দুররুল মানসুর, সুয়ুতী: ৬/১৯৮।

[৮৪] সুরা আল কাউসার: ১।

[৮৫] আল মুসনাদ, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল: ৩/১৫২।

فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي فَيَقُولُ مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَتْ بَعْدَكَ.

শুরু করছি অতিশয় দয়ালু পরম করুণাময় আল্লাহর নামে। আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি। অতএব, তুমি তোমার রবের জন্য নামাজ পড়ো এবং কুরবানি করো। নিশ্চয় তোমার শত্রুই নির্বংশ হবে।' তারপর বললেন—তোমরা কি জানো কাউসার কী? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলই ভালো জানেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেটি একটি নদী। যার প্রতিশ্রুতি আমার রব আমাকে দিয়েছেন। তাতে রয়েছে অনেক কল্যাণ। সেটি এমন একটি হাউজ, যার পাত্রসংখ্যা তারকারাজির সমান। কিয়ামতের দিন আমার উম্মত সেখান থেকে পান করার জন্য আসবে। তাদের মধ্য থেকে কিছু বান্দাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলব—হে আমার রব! সে তো আমার উম্মত। তখন আল্লাহ বলবেন—তুমি জানো না, তোমার অবর্তমানে তারা (দীনের মধ্যে) নতুন কী আবিষ্কার করেছে![৮৬]

[৮৬] আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আমি জান্নাতে ভ্রমন করছিলাম, এমন সময় এক ঝর্ণার কাছে এসে দেখি, তার দু'ধারে মুক্তার গম্বুজ রয়েছে। আমি বললাম, হে জিবরিল! এটা কি? তিনি বললেন, এটা ঐ কাউসার যা আপনার রব আপনাকে দান করেছেন। তার ঘ্রাণে অথবা মাটিতে ছিল উত্তম মানের মিশক এর সুগন্ধি।[৮৭]

---

[৮৬] সহিহ মুসলিম: ৬০৭।

[৮৭] আস সুনান, তিরমিযি: ৩৩৬।

অন্য বর্ণনায় আছে—আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কাউসার কী? তিনি বললেন—সেটি একটি নদী, যা আল্লাহ আমাকে জান্নাতে দান করেছেন। যার পানি হবে দুধের চেয়ে শুভ্র, মধুর চেয়ে মিষ্ট। সেখানে এমন পাখি থাকবে, যার গর্দানগুলো হবে উটের মতো।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এটা তো অবশ্যই উটপাখি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—এটা খাওয়া জান্নাতের অনেক সুন্দর নিয়ামত। [আস-সুনান, ইমাম তিরমিযি: ২৪৬৫]

[৮৭] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا.

আমার হাউজের আয়তন হবে একমাসের দূরত্বের সমপরিমাণ। তার কোণগুলো সমান। তার পানি রূপার চেয়ে সাদা, তার গন্ধ মিশকের চেয়ে বেশি সুঘ্রাণযুক্ত, তার পাত্রগুলো আকাশের তারকারাজিসম। যে ব্যক্তি সেখান থেকে পান করবে, সে পরবর্তী সময়ে কখনো পিপাসার্ত হবে না।[৮৮]

[৮৮] আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

الْكَوْثَرُ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافَّتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَبْيَضُ مِنَ الثَّلْجِ.

কাউসার জান্নাতে অবস্থিত একটি নদী। তার কিনারাগুলো স্বর্ণের। এটি প্রবাহিত হবে মুক্তা ও ইয়াকুত পাথরের ওপর দিয়ে। তার মৃত্তিকা হবে মিশকের চেয়েও সুগন্ধিময়। তার পানি হবে মধুর চেয়ে মিষ্ট এবং বরফের চেয়ে সাদা।[৮৯]

[৮৯] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

---

[৮৮] সহিহ বুখারি: ৪২৪৪।

[৮৯] আস-সুনান, ইমাম তিরমিযি: ৩২৮৪।

بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ قُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ فَإِذَا طِينُهُ أَوْ طِيبُهُ مِسْكٌ أَذْفَرُ.

আমি জান্নাতের মধ্যে ভ্রমণ করতে করতে হঠাৎ একটি নদীর কাছে পৌঁছে গেলাম। যার কিনারে মুক্তার তৈরি পাত্র ছিল। আমি বললাম, জিবরিল এটা কী? তিনি বললেন, এটাই সেই কাউসার—আপনার রব আপনাকে যা দান করেছেন। এর মাটি বা সুঘ্রাণ হলো অজস্র মিশক।[৯০]

[৯০] আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

কাউসার জান্নাতে অবস্থিত একটি নদী। তার কিনারাগুলো স্বর্ণের। এটি প্রবাহিত হবে মুক্তা ও ইয়াকুত পাথরের ওপর দিয়ে। তার মৃত্তিকা হবে মিশকের চেয়েও সুগন্ধিময়। তার পানি হবে মধুর চেয়ে মিষ্ট এবং বরফের চেয়ে সাদা।[৯১]

[৯১] মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا وَفَوْقَ ذَلِكَ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ

জান্নাতে একশ'টি স্তর আছে। প্রত্যেক দুই স্তরের মাঝে আকাশ-জমিনসম দূরত্ব। জান্নাতুল ফিরদাউস উচ্চতায় জান্নাতের সর্বোচ্চ

---

[৯০] সহিহ বুখারি: ৬০৯৫।

[৯১] হাসান। আস-সুনান, ইমাম তিরমিযি: ৩২৮৪।

স্তরে আছে এবং অবস্থানগতভাবে সমস্ত জান্নাতের মাঝামাঝি আছে। এর ওপরেই আল্লাহর আরশ। আরশ থেকেই জান্নাতের নহরগুলো প্রবাহিত হবে। অতএব, যখন তোমরা আল্লাহর কাছে চাও, তার কাছে ফিরদাউস চাও।[১২]

[৯২] উবাদা ইবনু সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতের একশতটি স্তর রয়েছে। প্রতি দুই স্তরের মাঝে আসমান-জমিনের সমান ব্যবধান বিদ্যমান। ফিরদাউস হচ্ছে সবচেয়ে উঁচু স্তরের জান্নাত, সেখান থেকেই জান্নাতের চারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হয় এবং এর উপরেই আল্লাহ্ তাআলার আরশ স্থাপিত। তোমরা আল্লাহ্ তাআলার নিকট প্রার্থনা করার সময় ফিরদাউসের প্রার্থনা করবে। [১৩]

[৯৩] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কাউসার কী? তিনি বললেন—সেটি একটি নদী, যা আল্লাহ্ আমাকে জান্নাতে দান করেছেন। যার পানি হবে দুধের চেয়ে শুভ্র, মধুর চেয়ে মিষ্ট। সেখানে এমন পাখি থাকবে, যার গর্দানগুলো হবে উটের মতো।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এটা তো অবশ্যই উটপাখি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—এটা খাওয়ার জন্য, যা জান্নাতের অনেক সুন্দর নিয়ামত।[১৪]

[৯৪] মুতামির রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন—জান্নাতে একটি নহর রয়েছে, যাতে চির কুমারী বাঁদী থাকবে।[১৫]

---

[১২] আস-সুনান, ইমাম তিরমিযি: ২৪৫৩।
ইমাম তিরমিযি রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন—হজরত আতা ইবনু ইয়াসার রহমাতুল্লাহি আলাইহি হজরত মুয়াজ ইবনু জাবাল [রাদিয়াল্লাহু আনহু]র সাক্ষাৎ পাননি।

[১৩] আস-সুনান, ইমাম তিরমিযি : ২৪৬৫।

[১৪] সহিহ মুসলিম: ১/৩০০; আস সুনান, তিরমিযি: ২৫৪২।

[১৫] সিফাতুল জান্নাহ, আবু নুআইম: ৩১২।

চারটি নহর

[৯৫] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ فُجِّرَتْ مِنَ الْجَنَّةِ، نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ، النِّيلُ وَالْفُرَاتُ، وَسَيْحَانُ وَجَيْحَانُ

চারটি নহর জান্নাত থেকে প্রবাহিত হয়েছে, তন্মধ্যে দু'টি নহর প্রকাশ্য ও দু'টি নহর অপ্রকাশ্য। প্রকাশ্য নহরদ্বয় হল নীল ও ফুরাত আর অপ্রকাশ্য নহরদ্বয় হল—'সাইহান ও জাইহান।'[৯৬]

অন্য বর্ণনায় আছে—তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—সাইহান, জাইহান (দু'টি নদ) এবং ফুরাত ও নীল (দু'টি নদ) এসবের প্রত্যেকটিই জান্নাতের নহরসমূহেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।[৯৭]

জান্নাতের স্তর

[৯৬] উবায়দা ইবনুল জাররা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতে একশত স্তর রয়েছে, প্রত্যেক দু'স্তরের মাঝে আসমান-জমিন সমান ব্যবধান। সর্বোচ্চ জান্নাত হচ্ছে—জান্নাতুল ফেরদাউস। আর ফেরদাউসের উপরই আরশ রয়েছে। তা থেকেই জান্নাতের নহরগুলো প্রবাহিত হয়, সুতরাং তোমরা প্রার্থনা করার সময় আল্লাহ তাআলার নিকট ফেরদাউসের প্রার্থনা করবে।[৯৮]

পানি, মদ ও শরাবের সমুদ্র

[৯৭] হাকিম ইবনু মুআবিয়া তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

---

[৯৬] সহিহ মুসলিম: ৪/২১৮৩।

[৯৭] সহিহ মুসলিম : ৭০৫৩।

[৯৮] তুলনীয় হাদিস নং: ১৮, ৭৭।

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ وَبَحْرَ الْعَسَلِ وَبَحْرَ اللَّبَنِ وَبَحْرَ الْخَمْرِ ثُمَّ تُشَقَّقُ الأَنْهَارُ بَعْدُ

জান্নাতের মধ্যে পানি, মধু, দুধ ও মদের সমুদ্র আছে। এগুলো থেকে আরো ঝর্ণা বা নদীসমূহ প্রবাহিত হবে।[৯৯]

জান্নাতের বাসন-পত্র

[৯৮] আবদুল্লাহ ইবনু কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—ফেরদাউস জান্নাত চারটি, দু'টি জান্নাত এমন যে, এগুলোর বাসনপত্র ও সমুদয় সামগ্রী স্বর্ণের তৈরী। অন্য দু'টি জান্নাত এমন, যেগুলোর পাত্রাদি ও সমুদয় সামগ্রী রূপার তৈরি। 'আদন' নামক জান্নাতে জান্নাতীগণ আল্লাহর দর্শন লাভ করবেন। এ সময় তাঁদের ও আল্লাহর মাঝে তাঁর মহিমার চাদর ব্যতীত আর কোন অন্তরায় থাকবে না। এই নহরগুলোর প্রবাহমান জান্নাতে 'আদন' থেকেই, এরপর এগুলো ছড়িয়ে নহরে রূপান্তরিত হয়।[১০০]

[৯৯] ইয়াহইয়া ইবনু আবি কাসির রাহিমাহুল্লাহু বলেন—প্রত্যেক জান্নাতী ব্যক্তির জন্য দু'জন অনুগত গায়িকা থাকবে, যারা রহমানের পবিত্রতা ও প্রশংসা এমন সুরেলা স্বরে শোনাবেন। যে স্বর সৃষ্টি জগতের কেউ ইতিপূর্বে শোনেনি। তারা বলবে, আমরা চির কুমার শ্রেষ্ঠ রমণী, সম্মানিত ব্যক্তির স্ত্রী। তারা স্ত্রীদের ডাগর ডাগর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকবে। হুর রমণীরা বলতে থাকবে—সুসংবাদ তাদের জন্য, আমরা যাদের জন্য। আর তারা আমাদের জন্য।[১০১]

[১০০] সামুরা ইবনু জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—ফিরদাউস হল সর্বোচ্চ (জান্নাত) ও জান্নাতের কেন্দ্রভূমি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্যান।[১০২]

[৯৯] সহিহ। মিশকাত তাহকিক সানী (৫৬৫০)।

[১০০] সহিহ মুসলিম: ১/১৬৩।

[১০১] এ হাদিসের সনদে ইসমাঈল ইবনু মুসলিম যয়িফ।

[১০২] আস সুনান, তিরমিযি: ২৫৩১।

রবের সাথে সাক্ষাত

রবের সাথে বান্দারা জান্নাতে খুব কাছ থেকে কথা বলবে

[১০১] জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা এক পূর্ণিমার রাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেই ছিলাম, তিনি হঠাৎ চাঁদের দিকে তাকালেন,

فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ { وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ }

তারপর বললেন—তোমরা যেভাবে চাঁদ দেখছ এবং দেখতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না, ঠিক এমনিভাবে তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পারবে। যদি তোমরা এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত না হতে চাও, তাহলে ফজর এবং আসরের নামাজ পড়ো। তারপর এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন 'এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার পালনকর্তার প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণা করুন (ফজর ও আসরের নামাজ পড়ুন)।' [সুরা কফ : ৩৯][১০৩]

[১০২] আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আল্লাহ জান্নাতবাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন—হে জান্নাতবাসীগণ, তারা বলবে, হে রব! আমরা হাযির, আপনার দরবারে উপস্থিত। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ? তারা বলবে, কেন

[১০৩] সহিহ বুখারি: ৫২১; সহিহ মুসলিম: ১০০২।

সন্তুষ্ট হব না, আপনি আমাদেরকে এমন বস্তু দান করেছেন; যা আপনার সৃষ্টি জগতের কাউকেই দান করেননি। তিনি বলবেন, আমি এর চেয়ে উত্তম বস্তু তোমাদেরকে দান করব। তারা বলবে—হে রব, এর চেয়েও উত্তম সেটি কোন বস্তু? আল্লাহ বলবেন—তোমাদের উপর আমি আমার সন্তুষ্ট অবধারিত করব। অতঃপর আমি আর কখনো তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হব না।[১০৪]

[১০৩] জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা জান্নাতবাসীদের নিকট একজন ঘোষক প্রেরণ করবেন, সে জান্নাতবাসীদেরকে উঁচু আওয়াজে বলবে—হে স্থায়ী রাজ্যের অধিকারী, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে অবস্থানকারী, চিরস্থায়ী জীবনের অধিকারী! তোমরা সকলে সমবেত হও। সকলে সমবেত হলে সে বলবে—তোমাদের রব জিজ্ঞাসা করেছেন, তোমরা কি তার প্রতি সন্তুষ্ট? তারা সকলে বলবে, হে রব, আপনি পুত পবিত্র; আমরা আমাদের রবের প্রতি পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট। সে ঘোষক বলবে, হে জান্নাতবাসী! তোমাদের রব জিজ্ঞাসা করেছেন—তোমাদের কোন প্রয়োজন আছে কি না? তারা বলবে, হে রব, আপনি অতি পুত-পবিত্র, আমাদের রব আমাদেরকে সকল বস্তুই দান করেছেন। সে আবার বলবে, হে জান্নাতবাসী, তোমাদের রব বলেছেন, অচিরেই এর চেয়ে উত্তম বস্তু তিনি তোমাদেরকে দান করবেন। তারা বলবে, আমাদের রব পুত-পবিত্র। তিনি আমাদেরকে যা দিয়েছেন এর চেয়ে উত্তম বস্তু আর কি হতে পারে? সে বলবে, তোমাদের রব বলেছেন—তোমাদের উপর আমি আমার সন্তুষ্ট অবধারিত করব; আর আমার সন্তুষ্টই অতি উৎকৃষ্ট ও উত্তম বস্তু। জান্নাতবাসীরা এটাকে অনেক বড় পুরস্কার মনে করবে। অতঃপর প্রত্যেক বস্তুকেই বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেয়া হবে।

[১০৪] সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন,

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ

[১০৪] সহিহ বুখারি: ৬০৬৭।

وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ قَالَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ.

যখন জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমরা কিছু চাও—যা আমি বাড়িয়ে দেব? তারা বলবে, আপনি কি আমাদের মুখাবয়ব শুভ্র করে দেননি? আমাদেরকে কি জান্নাতে প্রবেশ করাননি? জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—তখন আল্লাহ তাআলা (নিজের ও জান্নাতীদের মাঝ থেকে) পর্দা সরিয়ে দেবেন। (তখন তারা আল্লাহর দিদার লাভে ধন্য হবে।) জান্নাতীদেরকে আল্লাহর দিদারের চেয়ে প্রিয় কোনো বস্তু প্রদান করা হয়নি।[১০৫]

সেদিন জান্নাতীদের জন্য রবের পক্ষ থেকে সালাম দেওয়া হবে

[১০৫] নযর ইবনু আরাবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, জিবরিল আলাইহিস সালাম জান্নাতবাসীদের নিকট এসে ইয়াকুত পাথরসমূহ থেকে একটি পাথরে দাঁড়িয়ে বলবেন—হে জান্নাতবাসীগণ! তোমাদের রব তোমাদেরকে সালাম জানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছেন তোমরা যে কোন অলংকার ও কাপড় দিয়ে সজ্জিত হতে পার। তারা তাকে বলবে, আমাদের রবকেও আমাদের পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছিয়ে দিও এবং আল্লাহ তাআলাকে জানিয়ে দিও, আমরা তার পুরস্কারের উপর সন্তুষ্ট; আর আমরা একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টই কামনা করি।[১০৬]

[১০৬] শাকিক ইবনু সাউর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَيُّ نَعِيمِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَفْضَلُ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: النَّظَرُ إِلَى ذِي الْعِزَّةِ

---

[১০৫] সহিহ মুসলিম: ২৬৬।

[১০৬] মুরসাল, হাসান।

জান্নাতবাসীদের নিয়ামতসমূহ থেকে কোন নিয়ামতটি অধিক উত্তম? সাহাবারা রাদিয়াল্লাহু আনহুম বলল—আল্লাহ ও তার রাসুলই অধিক ভাল জানেন। তিনি বললেন—সম্মানের অধিকারী আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভ করা।[১০৭]

দিদারে রাব্ব

[১০৭] আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—'জান্নাতী লোকদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে জান্নাতীগণ! তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আপনার আনুগত্যের জন্য উপস্থিত আছি। যাবতীয় কল্যাণ আপনারই হাতে। তারপর তিনি বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছো? তারা জবাব দিবে, হে আমাদের রব! কেন আমরা সন্তুষ্ট হব না? অথচ আপনি আমাদেরকে এমন বস্তু দান করেছেন যা আপনার সৃষ্টিজগতের অন্য কাউকে দান করেননি। তিনি বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এর থেকে উত্তম বস্তু দান করব না? তারা বলবে, হে পালনকর্তা! এর চাইতে উত্তম বস্তু আর কি হতে পারে? এরপর আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি নাযিল করব। অতঃপর তোমাদের উপর আমি আর কক্ষনো অসন্তুষ্ট হব না।'[১০৮]

[১০৮] আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—একদিন জিবরিল তার হাতে শুভ্র আয়নার ন্যায় একটি সাদা আয়না নিয়ে আমার নিকট এসেছিল, তাতে কালো একটি ফোঁটা ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার হাতে এটা কি? সে বলল, জুমআ। আমি বললাম, জুমআ কি? সে বলল, তাতে তোমাদের কল্যাণ রয়েছে। আমি বললাম, তাতে আমাদের কি কল্যাণ রয়েছে? সে বলল, এটা আপনার জন্য ঈদের দিন এবং আপনার পরবর্তীতে আপনার উম্মতের জন্যও ঈদের দিন। ইহুদি নাসারাগণও আপনার অনুগত হবে। (অর্থাৎ ইহুদি খ্রিষ্টানদের সাপ্তাহিক ঈদের দিন আপনার ঈদের দিনের পরে) তোমাদের জন্য তাতে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে সে সময়ে বান্দা আল্লাহ তাআলার নিকট যে কোন কল্যাণ প্রার্থনা করবে, তবে অবশ্যই তিনি তা দান করবেন। এর মাধ্যমে

---

[১০৭] মুরসাল। মাযমাউয যাওয়ায়েদ।

[১০৮] সহিহ মুসলিম: ৭০৩২।

যে পানাহ চাইবে, যে অনিষ্ট তার ভাগ্যে লিখা রয়েছে তার চেয়েও বড় অনিষ্ট ও বিপদাপদ থেকে তিনি তাকে নিষ্কৃতি দান করবেন। তিনি বললেন, এ দিনটি আমাদের নিকট সকল দিনের সরদার; আমরা তার নাম রেখেছি, 'ইয়াওমুল মাযিদ ও ইয়াওমুল কিয়ামাহ।'

তিনি বলেন, (ইয়াওমুল মাযিদ) এটি কেন জানো? কেননা পবিত্র ও মহিমান্বিত রব জান্নাতে একটি উপত্যকা বানিয়েছেন। (অর্থাৎ প্রশস্ত ময়দান তৈরী করেছেন) সেখানে তিনি সাদা মশকের স্তূপ রেখেছেন, যখন জুমআর দিন হয়, তিনি তাঁর কুরসী অথবা ইল্লিয়্যিন থেকে তাঁর কুরসীতে অবতরণ করেন।

কুরসীটিকে স্বর্ণের মিম্বার দিয়ে বেষ্টন করে দেয়া হয়, যাতে মণিমুক্তা খচিত থাকে। সেখানে নবিদের জন্যও স্বর্ণের মিম্বার রাখা হবে, তারা এসে সেখানে উপবেশন করবেন, তাদের আসনগুলোও নূর দিয়ে বেষ্টন করে দেয়া হবে। এরপরে সিদ্দিক ও শহীদগণও এসে তাদের আসনে উপবেশন করবেন। অতঃপর বালাখানার অধিবাসীগণও মিশকের স্তূপের উপর আসন গ্রহণ করবেন।

এর কিছুক্ষণ পর তাদের সামনে নিজের নূরের তাজাল্লি প্রকাশ করে বলবেন— আমিই সেই যে তোমাদের প্রতি দেয়া অঙ্গিকার সত্যে পরিণত করেছি ও তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিয়েছি। এটা আমার মহানুভবতার স্থান সুতরাং তোমাদের যা ইচ্ছা আমার কাছে চাও। তারা আল্লাহর কাছে তাঁর সন্তুষ্টি চাইবে। তিনি তাদেরকে সাক্ষ্য রেখে বলবেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। অতঃপর তারা তাদের সবকিছু চেয়ে ফেলবে; চাওয়ার মত আর কোন জিনিস খুঁজে পাবে না।

এরপরে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য জান্নাতে যা প্রস্তুত করে রেখেছে, তাদেরকে তা দেখাবেন। জান্নাতের সুখ এবং বিভিন্ন রকম শান্তি দেখে তারা অবাক হয়ে যাবে। জান্নাত তো এমন, যা কোন মানুষের কল্পনাতে আসেনি, কোন কানও শ্রবণ করেনি, কোন চোখও তার দর্শন লাভ করেনি।

আল্লাহ তাআলা জান্নাতীদের মনকে খুশি করার পর তাঁর কুরসী থেকে উঠবেন এবং তাঁর সাথে নবিগণ সিদ্দিকগণ ও শহীদগণও উঠবেন। বালাখানার অধিবাসীরাও তাদের বালাখানায় ফিরে যাবে।[১০৯]

[১০৯] আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—একদিন জিবরিল তার হাতে শুভ্র আয়নার ন্যায় একটি সাদা আয়না নিয়ে আমার নিকট এসেছিল, তাতে কালো একটি ফোঁটা ছিল।[১১০]

জুমআর ফযিলত

[১১০] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তোমরা দ্রুত জুমআর দিকে ছুটে যাও, কেননা আল্লাহ তাআলা প্রতি জুমআয় জান্নাতবাসীদেরকে কর্পুরের সাদা (বস্তুটি) একটি উঁচু স্থানে প্রকাশ করেন। তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন যা ইতিপূর্বে কখনো হয়নি।[১১১]

[১১১] আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ

আর আমার কাছে রয়েছে আরও অধিক।[১১২]

এ আয়াত প্রসঙ্গে আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ তাআলা জান্নাতবাসীদের সামনে প্রতি জুমআয় নিজ নুরের তাজাল্লি প্রকাশ করবেন।

---

[১০৯] আল মুসান্নাফ, ইবনু আবি শায়বা: ২/২৫০।

[১১০] আল মুসান্নাফ, ইবনু আবি শায়বা: ২/২৫১।

[১১১] আয যুহদ, ইবনুল মুবারক: ৫৪।

[১১২] সুরা ক্বফ: ৩৫।

রাব্বে কারিমের দিদার হবে সেরা উপহার

[১১২] আবু তামিমা আল-হুজাইমী রাহিমাহুল্লাহু বলেন, আমি আবু মুসা আল-আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বসরার মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবায় এ কথা বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা জান্নাতবাসীদের নিকট একজন ফেরেশতা পাঠাবেন। সে এসে বলবে, হে জান্নাতবাসীগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার দেয়া প্রতিশ্রুতি তিনি কি পূর্ণ করেছেন? তারা সব দিকে দৃষ্টি দিয়ে স্বর্ণ-অলংকার কাপড়-চোপড় ফলমূল ও নহরসমূহ এবং পুতপবিত্র কুমারী স্ত্রীগণ এসব পুরস্কার দেখে বলবে—হ্যাঁ, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছেন তা পূর্ণ করেছেন। পুনরায় ফেরেশতা বলবে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি কি পূর্ণ করেছেন? এভাবে তিনবার বলবে। তারা আর কোন প্রতিশ্রুতি খুঁজে না পেয়ে বলবে অবশ্যই তিনি পূর্ণ করেছেন। অতঃপর ফেরেশতা বলবে—এখনো তোমাদের জন্য বিশেষ একটি প্রতিশ্রুতি অবশিষ্ট রয়েছে। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে,

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ

> যারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তারও চেয়ে বেশী।[১১৩]

'হুসনা' দ্বারা জান্নাত উদ্দেশ্য। আর 'যিয়াদাহ' দ্বারা আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভ উদ্দেশ্য।[১১৪]

[১১৩] আল্লাহ তাআলার বাণী:

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ

> যারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তারও চেয়ে বেশী।[১১৫]

---

[১১৩] সুরা ইউনুস: ২৬।

[১১৪] আয যুহদ, ইবনুল মুবারক: ২৮২।

[১১৫] সুরা ইউনুস: ২৬।

এ আয়াত প্রসঙ্গে ইবনু আবি লায়লা রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশের পর তাদেরকে সব রকমের পুরস্কার ও মর্যাদা দেয়া হবে। তাদেরকে ডেকে বলা হবে, হে জান্নাতবাসীগণ! আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে 'যিয়াদার' প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সুতরাং আজ তিনি নিজ নুরের তাজাল্লি প্রকাশ করবেন।

[১১৪] ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতবাসীদের মাঝে মর্যাদাগতভাবে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি সেই হবে, যে প্রতিদিন দু'বার আল্লাহর দর্শন লাভ করবে।

[১১৫] জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

بَيْنَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ، إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ، فَرَفَعُوا رُءُوسَهُمْ، فَإِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ قَالَ: وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ: سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ، قَالَ فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النَّعِيمِ، مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، حَتَّى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ، وَيَبْقَى نُورُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِي دِيَارِهِمْ

জান্নাতবাসীরা তাদের ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকবে, এমতাবস্থায় তাদের সামনে একটি নূরের আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হবে। তারা তাদের মাথা তুলে দেখতে পাবে যে, তাদের মহান প্রভু তাদের উপর দিক থেকে উদ্ভাসিত হয়েছেন। তিনি বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! আসসালাম আলাইকুম (তোমাদের উপর অনন্ত শান্তি বর্ষিত হোক।) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এটাই হলো আল্লাহর বাণীর প্রমাণ। সালাম (অনন্ত শান্তি) পরম দয়ালু প্রভুর পক্ষ থেকে সম্ভাষণ।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি তাকাবেন এবং তারাও তাঁর প্রতি অপলক দৃষ্টিতে তাকাবে। জান্নাতীরা যতক্ষণ আল্লাহর দীদারে থাকবে ততক্ষণ তারা অন্য কোন ভোগ-বিলাসের প্রতি ফিরেও তাকাবে না। অবশেষে তিনি

তার দৃষ্টি থেকে অন্তর্নিহিত হবেন এবং তাঁর নূর ও বারাকাহ তাদের জন্য তাদের আবাসে অবারিত থাকবে।[১১৬]

[[১১৬]] যয়িফ। এ সনদে আবু আসিম আল আব্বাদানী ও ফযল ইবনু ঈসা তারা দু'জন যয়িফ।

সহিহ বর্ণনায় হাদিস রয়েছে। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, কিছু মানুষ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পারব? জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا فَيَأْتِيهِمْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمْ السَّعْدَانَ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ الْمُؤْمِنُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ الْمُجَازَى حَتَّى يُنَجَّى.

পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে কি তোমাদের সমস্যা হয়? তারা বলবে, হে আল্লাহর রাসুল! সমস্যা হয় না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমাদের সমস্যা হয়? তারা বলল—হে আল্লাহর রাসুল! না। (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন) তোমরা এভাবেই আল্লাহকে দেখবে। তিনি কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে জমায়েত করে বলবেন—যে যার ইবাদত করতে, সে তার অনুগামী হও! সুতরাং সূর্যপূজারীরা তার অনুগামী হবে, চন্দ্রপূজারীরা তার অনুগামী হবে, প্রতিমাপূজারীরা সেগুলোর অনুগামী হবে। বাকি থাকবে এই উম্মত

[১১৬] আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—বস্তুতঃ জান্নাতবাসীরা মলমূত্র ত্যাগ করবে না, নাক ঝাড়বে না, দেহ কাঠামোও বৃদ্ধি পাবে না। তারা ভোগবিলাসে লিপ্ত থাকবে, তাদের দেহ থেকে ঘাম মুক্তাদানার ন্যায় মিশকের সুগন্ধযুক্ত হয়ে ঝরবে। প্রতি জুমআয় কস্তুরীর স্তুপের উপর দু'বার আল্লাহর যিয়ারত লাভ করবে। স্বর্ণে এবং মণিমুক্তা ইয়াকুত ও যাবারযাদ দিয়ে খচিত কুরসীতে তারা আসন গ্রহণ করবে। তারা আল্লাহর দিকে তাকিয়ে থাকবে। তিনিও তাদের দিকে তাকিয়ে থাকবেন। যখন তারা বালাখানার দিকে ফিরে যাবে, প্রতি বালাখানায় মণিমুক্তা ও ইয়াকুত পাথর দিয়ে খচিত সত্তর হাজার দরজা থাকবে। সেই দরজা দিয়ে তারা উঁকি মেরে তাকাবে। [১১৭]

[১১৭] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—জান্নাতীদের মুখমণ্ডল পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল হবে। তাদের পর যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের মুখমণ্ডল আকাশে উদিত আলোকজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো হবে। তারা প্রস্রাব-পায়খানা করবে না, থু-থু ফেলবে না এবং নাক ঝাড়বে না। তাদের চিরুনী হবে স্বর্ণের। তাদের গায়ের ঘাম হতে মিশকের ঘ্রাণ আসবে এবং তাদের ধূপদানী হবে 'আলুওয়াহ্' নামে এক ধরণের সুগন্ধি কাঠের তৈরি। তাদের স্ত্রীগণ হবে ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট। তাদের চরিত্র হবে একই লোকের চরিত্রের মতো। আদি পিতা আদম আলাইহিস

এবং তার মুনাফিকরা। তখন আল্লাহ তাআলা তার পরিচিতরূপ ভিন্ন অন্যরূপে আসবেন এবং বলবেন—আমি তোমাদের রব। তখন তারা বলবে, তোমার থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। এটাই আমাদের অবস্থান—আমাদের রব আসা পর্যন্ত। অতঃপর যখন আমাদের রব আসবেন, আমরা তাকে চিনতে পারব। তখন আল্লাহ তাআলা পরিচিতরূপে আসবেন এবং বলবেন—আমি তোমাদের রব। তখন তারা বলবে, আপনি আমাদের রব, অতঃপর তার অনুগামী হবে। জাহান্নামের ওপর পুলসিরাত লাগানো হবে। তখন আমি এবং আমার উম্মত সর্বপ্রথম তা অতিক্রম করব। সেদিন কেবল রাসুলগণই কথা বলতে পারবে। সেদিন রাসুলগণের দুআ হবে—হে আল্লাহ! নিরাপদ রাখো, হে আল্লাহ! নিরাপদ রাখো। জাহান্নামে কাঁটাযুক্ত গাছের মতো পেরেক থাকবে। তোমরা কাঁটাযুক্ত গাছ দেখেছ? সাহাবায়ে কেরাম বললেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ! হাঁ, দেখেছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—জাহান্নামের পেরেকগুলো হবে কাঁটাযুক্ত গাছের[১১১] মতো। তবে সেগুলোর ভয়াবহতা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। সেগুলো মানুষের আমলের কারণে তাদেরকে খুলে নেবে। তাদের মাঝে কেউ আমলের কারণে ধ্বংস হবে, এবং কেউ অতিক্রম করে মুক্তি পাবে।

[১১৭] আয যুহদ, ইবনুল মুবারক: ২৪২।

সালামের আকৃতির মতো হবে তাদের আকৃতি। যা ষাট হাত দীর্ঘ আকৃতি বিশিষ্ট।[১১৮]

[১১৮] জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ: هَلْ تَشْتَاقُونَ شَيْئًا؟ قَالُوا: يَا رَبُّ فَمَا خَيْرٌ مَا أَعْطَيْتَنَا؟ قَالَ: رِضْوَانِي أَكْبَرُ

জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর তিনি বলবেন, তোমরা কি (আরো) কিছু কামনা করো যে, আমি তোমাদেরকে বৃদ্ধি করে দিবো (!) তারা (জান্নাতীরা) বলবে, হে রব, আমাদেরকে যা দিয়েছেন এরপরও কি কল্যাণ রয়েছে? তিনি বলবেন, আমার সন্তুষ্ট, আর আমার সন্তুষ্টই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ পুরস্কার।[১১৯]

[১১৮] সহিহ মুসলিম: ৭০৪১।

[১১৯] আল মুজামুল কাবির, তাবরানি: ৪/২১৪।

জান্নাতবাসীদের পানাহারের বর্ণনা

মাছের কলিজা সর্বপ্রথম আহার করবে

[১১৯] আনাস ইবনু মালেক বলেন—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, জান্নাত অধিবাসীগণ সর্বপ্রথম কোন জিনিস আহার করবে? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, জান্নাতবাসীগণ সর্বপ্রথম মাছের কলিজার টুকরো আহার করবে।[১২০]

[১২০] সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপবিষ্ট ছিলাম। ইত্যবসরে জনৈক ইহুদি পাদ্রী তার কাছে এসে বলল, আসসালামু আলাইকা ইয়া মুহাম্মদ! তৎক্ষণাৎ আমি তাকে এত জোরে ধাক্কা দিলাম যে, সে আঁছড়ে পড়ল। পাদ্রী আমাকে বলল, আমাকে ধাক্কা দিলে কেন? আমি বললাম, তুমি বলতে পারলে না—ইয়া রাসুলাল্লাহ? ইহুদি জবাব দিল, আমি তাকে সেই নামেই ডেকেছি, তার পরিবারের লোকজন তাকে যে নামে ডাকে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي

নিশ্চয় আমার নাম মুহাম্মদ। আমার পরিবার আমার এই নামই রেখেছে।

তখন ইহুদি বলল, আমি আপনার কাছে একটি বিষয় জিজ্ঞেস করতে এসেছি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

أَيَنْفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ

[১২০] সহিহ মুসলিম: ১/২৫২।

আমি তোমার সাথে কথা বললে কি তোমার কোনো উপকার হবে?

পাদ্রী বলল, আমি মনোযোগসহ শুনব। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতে থাকা একটি কাঠি দিয়ে আঁক দিলেন। তারপর বললেন—জিজ্ঞেস করো! এরপরে প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হলো :

ইহুদি : যেদিন আকাশ ও জমিনগুলোকে অন্য আকাশ ও জমিনের দ্বারা পরিবর্তন করা হবে, সেদিন মানুষ কোথায় অবস্থা করবে?

নবিজি : পুলসিরাতের কাছে আঁধারের মাঝে।

ইহুদি : সর্বাগ্রে কাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হবে?

নবিজি : গরিব মুহাজিরদেরকে।

ইহুদি : জান্নাতে প্রবেশ করার সময় তাদের উপঢৌকন কী হবে?

নবিজি : মাছের কলিজার ভূনা।

ইহুদি : এরপর তাদের খাবার কী হবে?

নবিজি : তাদের সৌজন্যে আশপাশে আহাররত জান্নাতী গরুগুলো তাদের জন্য জবাই করা হবে।

ইহুদি : এগুলোর শুরবা-ঝোল কী হবে?

নবিজি : সালসাবিল নামক সেখানকার ঝরনার পানি।

ইহুদি : আপনি সত্য বলেছেন।[১২১]

[১২১] আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—সমস্ত ভূখণ্ড কিয়ামাতের দিন একটি রুটির মতো হয়ে যাবে। আল্লাহ সেটি নিজ হাতে এপাশ-ওপাশ করবেন, যেমন তোমাদের মাঝে কেউ সফরের সময় নিজ রুটি এপাশ-ওপাশ করে। এ দিয়ে হবে জান্নাতবাসীর জন্য আতিথেয়তা।

---

[১২১] সহিহ মুসলিম: ৪৭৩।

এমন সময় এক ইহুদি লোক এসে বলল, হে আবুল কাসিম! রব আপনার প্রতি বারাকাহ দান করুন। কিয়ামতের দিন জান্নাতবাসীদের আতিথেয়তা সম্পর্কে আপনাকে জানাব কী?

তিনি বললেন, হ্যাঁ। ইহুদি বলল, এ পৃথিবীটি একটি রুটির রূপ ধারণ করবে, যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন।

রাবী বলেন, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে লক্ষ্য করে এমনভাবে হেসে দিলেন যে, তাঁর মাড়ির মুবারক দাঁত প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। ইহুদি বলল, তাদের তরকারি কি হবে তা কি আপনাকে বলল? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে বলল, বালাম এবং নুন। সহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, তা কি? সে বলল ষাঁড় এবং মাছ—যাদের কলিজার বাড়তি অংশ থেকে সত্তর হাজার লোক আহার করতে পারবে।[১২২]

জান্নাতীদের খাবার-দাবারের অবস্থা

[১২২] উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কয়েকজন ইহুদি রাসুল ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! জান্নাতে কী ফল থাকবে? জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ

সেখানে আছে ফল-মূল, খেজুর ও আনার।[১২৩]

সাহাবিরা জিজ্ঞেস করল, জান্নাতবাসীগণ কি দুনিয়ার ন্যায় আহার করবে? জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—হ্যাঁ, অবশ্যই। বরং এর চেয়েও দ্বীগুণ আহার করবে। সাহাবিরা আবার জিজ্ঞেস করল—তাদের কি প্রাকৃতিক প্রয়োজন হবে?

জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা ঢেকুর দিবে ও লোমকূপ থেকে হালকা ঘাম নির্গত হবে। এর মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলা তাদের পেট থেকে কষ্টজাতীয় জিনিস দূর করে দিবেন।[১২৪]

---

[১২২] সহিহ মুসলিম: ৬৯৫০।

[১২৩] সুরা আর রহমান: ১১।

পাখির ভূনা গোস্ত

[১২৩] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতে তুমি উড়ন্ত পাখির দিকে তাকিয়ে যদি তা খাওয়ার ইচ্ছা করো, তাহলে সাথে সাথে তা ভূনা হয়ে তোমার সামনে এসে যাবে (তুমি ইচ্ছে মত সেখান থেকে আহার করতে পারবে)।[১২৫]

পাখির গোস্ত হবে অনেক সু-স্বাদু

[১২৪] মুগিস ইবনু সুমাই রাহিমাহুল্লাহু বলেন—ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখি উড়ে এসে জান্নাতের গাছে বসবে। ফলে ফলযুক্ত গাছগুলো জান্নাতীদের সম্মুখে চলে আসবে। তারা তার এক পাশ থেকে ভূনা গোশত আহার করবে, আর অন্য পাশ থেকে টুকরো টুকরো গোশত আহার করবে। পরবর্তীতে তারা সুস্বাদু ফল আহার করবে। (আহা!)[১২৬]

[১২৫] বাকর ইবনু আব্দিল্লাহ আল-মুযানি রাহিমাহুল্লাহু বলেন—বান্দা যখন জান্নাতে গোশত আহারের আকাঙ্খা করবে, তখন একটি পাখি তার সম্মুখে এসে বলবে—হে আল্লাহর বন্ধু! আমি যানজাবিল থেকে আহার করে এবং সালসাবিল থেকে পান করে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছি; আরশ ও কুরসীর মধ্যবর্তী স্থানে চরে বেড়িয়েছি, সুতরাং তুমি আমাকে আহার করো। আমরা তোমার জন্য সৃষ্টি হয়েছি।[১২৭]

[১২৬] আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে একটি পাখি রয়েছে তার সত্তর হাজার পালক থাকবে। পাখিটি এসে জান্নাতবাসীদের সম্মুখে পড়বে। অতঃপর সে পাখি নিজ শরীর নাড়া দিবে, ফলে প্রতিপালক থেকে বিভিন্ন রংয়ের গোশত খসে পড়বে, যা বরফের চেয়েও অধিক শুভ্র, মাখনের চেয়েও অধিক নরম, মধুর চেয়েও

---

[১২৪] সিফাতুল জান্নাহ, আবু নুআইম: ৩৩৫।

[১২৫] সিফাতুল জান্নাহ, আবু নুআইম: ৩৪১

[১২৬] আয যুহদ, ইবনুল মুবারক: ২৬৮।

[১২৭] সিফাতুল জান্নাহ, আবু নুআইম: ৫৭৬

অধিক মিষ্টি হবে। তার কোনোটি অপরটির সাথে সাদৃশ্য থাকবে না। অতঃপর সে পাখিটি দিগন্তে আবার উড়ে যাবে।[১২৮]

[১২৭] সালিহ ইবনু মালিক রাহিমাহুমাল্লাহু বলেন—নিম্নস্তরের সকল জান্নাতীদের জন্য একটি সম্মাননা এই হবে যে, প্রতিজনের দায়িত্বে দশ হাজার খাদেম নিয়োজিত থাকবে, প্রতি খাদেমের সাথে দু'টি পাত্র থাকবে, একটি স্বর্ণের অপরটি রূপার। প্রতি পাত্রেই এমন জিনিস থাকবে যার সদৃশ অন্যটিতে নেই। তারা তার শুরু অংশ থেকে যেভাবে আহার করবে শেষ অংশ থেকেও সেভাবেই আহার করবে। শেষ অংশের স্বাদ উপভোগ শুরু অংশের ন্যায় হবে না [প্রতি স্থানের স্বাদ হবে ভিন্ন ভিন্ন।] অতঃপর তা কস্তুরীর ঘাম ও কস্তুরীর ঢেকুর হবে।[১২৯]

[১২৮] সালিম ইবনু আমের রাহিমাহুল্লাহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ বলতেন—আল্লাহ তাআলা আরবের বেদুঈন ও তাদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে আমাদেরকে অনেক উপকৃত করেছেন। তিনি বলেন, একদিন এক বেদুঈন এসে বলল—ইয়া রাসুলুল্লাহ! আল্লাহ তাআলা জান্নাতে কষ্টদায়ক বৃক্ষের কথা আলোচনা করেছেন আর আমি তো জান্নাতে এমন কোন বৃক্ষ দেখছি না, যা জান্নাতবাসীদেরকে কষ্ট দিবে, তাহলে সে কষ্টদায়ক জিনিসটি কী?

জবাবে তিনি বললেন—তা হল বদরিকা বৃক্ষ, যাতে কষ্টদায়ক কাঁটা রয়েছে। তিনি আরো বলেন, তুমি কি শোননি আল্লাহ তাআলার বাণী:

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ

তারা থাকবে কাঁটাবিহীন বদরিকা বৃক্ষে।[১৩০]

আল্লাহ তাআলা সে বৃক্ষের কাঁটা দূর করে প্রতি কাঁটার স্থলে ফল দিবেন। সে ফলে বাহাত্তর ধরণের রং ও স্বাদ হবে; যার একটির স্বাদ অন্যটির সদৃশ হবে না।[১৩১]

---

[১২৮] আয যুহদ, হান্নাদ: ১১৯।
[১২৯] এ হাদিসের সনদটি হাসান।
[১৩০] সুরা আল ওয়াকিয়া: ২৮।

[১২৯] আবু উমামা আল-বাহিলী বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—সাহাবাগণ বলতেন, আল্লাহ তাআলা আরবের বেদুঈন ও তাদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে আমাদেরকে অনেক উপকৃত করেছেন। তিনি বলেন, একদিন এক বেদুঈন এসে বলল—ইয়া রাসুলুল্লাহ! আল্লাহ তাআলা জান্নাতে কষ্টদায়ক বৃক্ষের কথা আলোচনা করেছেন আর আমি তো জান্নাতে এমন কোন বৃক্ষ দেখছি না, যা জান্নাতবাসীদেরকে কষ্ট দিবে, তাহলে সে কষ্টদায়ক জিনিসটি কী?

জবাবে তিনি বললেন—তা হল বদরিকা বৃক্ষ, যাতে কষ্টদায়ক কাঁটা রয়েছে। তিনি আরো বলেন, তুমি কি শোননি আল্লাহ তাআলার বাণী:

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ

তারা থাকবে কাঁটাবিহীন বদরিকা বৃক্ষে।[১৩২]

আল্লাহ তাআলা সে বৃক্ষের কাঁটা দূর করে প্রতি কাঁটার স্থলে ফল দিবেন। সে ফলে বাহাত্তর ধরণের রং ও স্বাদ হবে; যার একটির স্বাদ অন্যটির সদৃশ হবে না।[১৩৩]

আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে আহার করাবেন

[১৩০] কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহ তাআলা জান্নাত অধিবাসীদেরকে বলবেন—আজ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো। নিশ্চয় আজকের মেহমানদের জন্য রয়েছে যবেহকৃত উট; আমি আজ তোমাদের জন্য নিজ হাতে উট যবেহ করবো। অতঃপর বড় মাছ নিয়ে আসা হবে, আল্লাহ তাআলা জান্নাতীদেরকে কেটে কেটে দিবেন।[১৩৪]

---

[১৩১] আত তারগিব, মুনযিরী: ২৮।
[১৩২] সুরা আল ওয়াকিয়া: ২৮।
[১৩৩] আত তারগিব, মুনযিরী: ২৮।
[১৩৪] আয যুহদ, ইবনুল মুবারক: ৪৩২।

জান্নাতীদের আহারের ব্যাপারে একজন ইহুদির প্রশ্ন

[১৩১] যায়দ ইবনু আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একজন ইহুদি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আবুল কাসিম! বলুন তো জান্নাতবাসীরা জান্নাতে পানাহার করবে? সে সাহাবাগণকেও বলল, যদি তিনি এটা আমার সাথে স্বীকার করে, তবে আমি তাঁর সাথে বিতর্কে যাবো। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—অবশ্যই, ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমি মুহাম্মাদের প্রাণ! জান্নাতের প্রতি একজনকেই পানীয় খাদ্যে উত্তেজনায় ও মিলনে একশত জনের শক্তি দেয়া হবে।

জান্নাতের ফলমূলের অবস্থা

[১৩২] আবু মুসা আল-আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যখন আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে জান্নাত থেকে বের করলেন, তখন পাথেয় হিসাবে জান্নাতের ফলমূল দিয়ে দিলেন। বর্তমান তোমাদের এ ফলমূল জান্নাতের ফলমূল থেকেই। দুনিয়ার ফলসমূহে পরিবর্তন সাধিত হয়, কিন্তু জান্নাতের ফলসমূহে কোন পরিবর্তন নেই।

[১৩৩] খালিদ ইবনু মাদান রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জামির ও আনার জান্নাতের ফলসমূহ থেকে দু'টি ফল। জান্নাতী ব্যক্তি সেখান থেকে জামির ও আনার যত ইচ্ছা আহার করবে।

বৃক্ষগুলো জান্নাতীদের নিকট ঝুঁকে থাকবে

[১৩৪] আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا

এবং তার ফলসমূহ তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে।[১৩৫]

---

[১৩৫] সুরা ইনসান: ১৪।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহু বলেন—যখন দাঁড়াবে তা উঁচু হয়ে যাবে, যখন বসবে তা এতটুকু ঝুঁকে যাবে যে, জান্নাতীরা তা ধরতে পারবে। যখন শয়ন করবে সেটাও ঝুঁকে যাবে। এটাই সেই তাযলিল, অর্থাৎ তখন তাও অবনত হবে।

[১৩৫] আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا

তার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং তার ফলসমূহ তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে।[১৩৬]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বারা ইবনু আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—জান্নাতবাসীগণ জান্নাত বৃক্ষের ফলসমূহ বসে শয়ন করে দাঁড়িয়ে যেভাবেই ইচ্ছা সেভাবেই ভক্ষণ করতে পারবে।[১৩৭]

[১৩৬] আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ

উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকট ঝুলবে।[১৩৮]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় দাহহাক রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতের ফলগুলো ঝুলে তাদের নিকটেই থাকবে। তারা সেখান থেকে যত ইচ্ছে ফলমূল আহার করতে পারবে।[১৩৯]

---

[১৩৬] সুরা ইনসান: ১৪।

[১৩৭] আত তাফসির, মুজাহিদ: ২/৭১২।

[১৩৮] সুরা আর রহমান: ৫৪।

[১৩৯] আত তাফসির, তাবরানি: ২৭/১৫০।

জান্নাতীদের আহারের অবস্থা

[১৩৭] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলাম, এমন সময় একজন ইহুদি ধর্মযাজক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল—হে মুহাম্মাদ, জান্নাতীগণ যেদিন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদেরকে কোন জিনিষ দ্বারা আহার করানো হবে?

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—মাছের কলিজার টুকরো দিয়ে।

সে বলল—এর পরবর্তী খাবার কি হবে?

তিনি বললেন—তাদের জন্য জান্নাতের ষাঁড় যবেহ করা হবে, যা জান্নাতের আশ-পাশে চড়ে বেড়িয়েছে।

সে বলল—এরপর তাদের পানীয় কি হবে?

তিনি বললেন—জান্নাতের একটি ঝর্ণা থেকে পান করবে, যার নাম সালসাবিল।

সে বলল—আপনি সত্য বলেছেন।[১৪০]

[১৩৮] মুকাতিল ইবনু হায়্যান রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতবাসীদেরকে যখন খাবার আহারের জন্য আহবান করা হবে, তখন তারা বলবে— 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' পবিত্র তোমার সত্তা হে আল্লাহ!'

বর্ণনাকারী বলেন, প্রতিজনের দায়িত্বে দশ হাজার খাদেম নিয়োজিত থাকবে, প্রতি খাদেমের সাথেই স্বর্ণের পাত্র থাকবে। প্রত্যেক পাত্রে বিভিন্ন রকমের খাবার থাকবে।

[১৪০] সহিহ মুসলিম: ২৫২।

জান্নাতীদের পানাহারের বর্ণনা

[১৩৯] জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতবাসীরা জান্নাতে পানাহার করবে; কিন্তু মলমূত্র ত্যাগ করবে না, নাকও ঝাড়বে না, পেশাবও করবে না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে তাদের খাবার কি হবে?

তিনি বললেন, তাদের ঐ খাবার ঢেকুর ও কস্তুরীবৎ সুগন্ধময় ঘাম (হয়ে দেহ থেকে বের হয়ে যাবে)। তাদের মধ্যে তাসবিহ ও তাকবির পড়ার স্বয়ংক্রিয় শক্তি প্রক্ষিপ্ত হবে, যেমন শ্বাসক্রিয়ার শক্তি স্বয়ংক্রিয় করা হয়েছে।[১৪১]

[১৪০] জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَتْفُلُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ قَالُوا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ قَالَ جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفَسَ.

জান্নাতীরা সেখানে পানাহার করবে কিন্তু তারা থুতু ফেলবে না, পেশাব করবে না, পায়খানা করবে না এবং নাক হতে শ্লেষ্মাও ফেলবে না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, তাহলে খাবারগুলো কী হবে? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—ঢেকুর ও ঘাম হবে। যা হবে মিশকের সুঘ্রাণের মতো। তাদেরকে আল্লাহর তাসবিহ এবং তাহমিদ দান করা হবে, যেমন তোমাদেরকে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রদান করা হয়।[১৪২]

---

[১৪১] সহিহ মুসলিম: ২১৮০।

[১৪২] সহিহ মুসলিম: ৫০৬৬।

জান্নাতের ফলের বর্ণনা

[১৪১] ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন—জান্নাতের আনারসমূহ থেকে একটি আনারের পাশে অনেক লোকের সমাগম হবে। তারা তা থেকে আহার করবে। যদি তারা মনে-মনে কোনো জিনিস খাওয়ার আকাঙ্খা করে, সাথে-সাথে কাঙ্খিত ফল তার হাতে চলে আসবে।

[১৪২] ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন—জান্নাতের ফলসমূহ থেকে একটি ফলের দৈর্ঘ্য হবে বারো গজ, তাতে কোন আঁটি থাকবে না।[১৪৩]

[১৪৩] খালিদ ইবনু মাদান রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতী ব্যক্তি যখন ফল খেতে চাবে, তখন বৃক্ষ এসে তার জন্য নত হয়ে যাবে। সে তার মনঃপুতভাবে সেখান থেকে খেতে পারবে।

[১৪৪] মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতী ব্যক্তি যখন পাখি খাওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন তা খুরাসানী উটের ন্যায় তার দস্তরখানে এসে যাবে। তাতে কোনো ধোঁয়া এবং আগুন স্পর্শ করবে না। জান্নাতী ব্যক্তি সেখান থেকে পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আহার করতে থাকবে। আবার শেষ হওয়ার পর পাখিগুলো আবার উড়ে চলে যাবে।[১৪৪]

বিশুদ্ধ শরাবের বর্ণনা

[১৪৫] সাঈদ ইবনু যুবায়ের রাহিমাহুল্লাহু বলেন, 'মায়িন' দ্বারা খাঁটি মদ তথা বিশুদ্ধ শরাব উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলার বাণী:

لَا فِيهَا غَوْلٌ

তাতে ব্যথার উপাদান নেই। অর্থাৎ, তাতে কোন কষ্টদায়ক জিনিস থাকবে না।[১৪৫]

---

[১৪৩] আদ দুররুল মানসুর, সুয়ুতী: ৬/১৫০।

[১৪৪] যয়িফ।

[১৪৫] সুরা সাফফাত: ৪৭।

[১৪৬] আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ، عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ

তার মিশ্রণ হবে তাসনিমের পানি। এটা একটা ঝরণা, যার পানি পান করবে নৈকট্যশীলগণ।[১৪৬]

এই আয়াত প্রসঙ্গে আবু সালিহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন—নৈকট্যশীল বান্দাগণ বিশুদ্ধ পানীয় পান করবে। তার মিশ্রণ জান্নাতের সকল অধিবাসীদের জন্যই হবে।[১৪৭]

[১৪৭] আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ

তার মিশ্রণ হবে তাসনিমের পানি। এটা একটা ঝর্ণা, যার পানি পান করবে নৈকট্যশীলগণ।

এই আয়াত প্রসঙ্গে মালিক ইবনু হারিস রাহিমাহুল্লাহ বলেন—তা এমন একটি ঝর্ণা, যা থেকে নৈকট্যশীলগণ পান করবে। তার মিশ্রণ ডান পার্শ্বস্থদের জন্য হবে।[১৪৮]

[১৪৮] আল্লাহ তাআলা বাণী:

خِتَامُهُ مِسْكٌ

তার মোহর হবে কস্তুরী।[১৪৯]

এ আয়াত প্রসঙ্গে ইমাম দাহহাক রাহিমাহুল্লাহ বলেন—জান্নাতের পানীয় হবে রূপার ন্যায় শুভ্র এবং অনেক ঘ্রাণ। যদি দুনিয়াবাসীদের কেউ তাতে একবার

---

[১৪৬] সুরা আল মুতাফফিফীন: ২৭-২৮।

[১৪৭] সুরা আল মুতাফফিফীন: ২৭-২৮।

[১৪৮] আয যুহদ, ইবনুল মুবারক: ২৭৫।

[১৪৯] সুরা আল মুতাফফিফীন: ২৬।

হাত প্রবেশ করিয়ে বের করে ফেলে, এতে সৃষ্টিজগতের কেউ তার উত্তম সুঘ্রাণ পাওয়া থেকে অবশিষ্ট থাকবে না।[১৫০]

[১৪৯] আল্লাহ তাআলার বাণী:

خِتَامُهُ مِسْكٌ

তার মোহর হবে কস্তুরী।[১৫১]

এই আয়াত প্রসঙ্গে ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—এখানে মিশক দ্বারা মিশ্রিতকরণ উদ্দেশ্য, কোনো আংটি দিয়ে তার মোহর মেরে দেয়া উদ্দেশ্য নয়।

শারাবান তাহুরা

[১৫০] আবু কিলাবা রাহিমাহুল্লাহ বলেন—জান্নাতবাসীদের জন্য পানাহার বস্তু নিয়ে আসা হবে, এরপরে বিশুদ্ধ শরাব নিয়ে আসা হবে। জান্নাতীরা সেখান থেকে পান করবে, এতে তাদের পেট শুকিয়ে যাবে ও দেহের লোমকূপ থেকে কস্তুরীর সুঘ্রাণের ন্যায় ঘাম ঝরে পড়বে। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে,

وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا

এবং তাদের পালনকর্তা তাদেরকে পান করাবেন 'শরাবান-তহুরা'।[১৫২]

[১৫১] আল্লাহ তাআলার বাণী:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا

তোমরা তৃপ্ত হয়ে পানাহার করো।

---

[১৫০] আয যুহদ, ইবনুল মুবারক: ২৭৬।
[১৫১] সূরা আল মুতাফফিফীন: ২৬।
[১৫২] সূরা আল ইনসান: ২, আয যুহদ, ইবনুল মুবারক: ২৭৪।

এই আয়াত প্রসঙ্গে নযর ইবনু শুমাইল রাহিমাহুল্লাহু বলেন—তারা সেখানে মৃত্যুবরণ করবে না।[১৫৩]

[১৫২] আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—জান্নাতবাসীরা যখন শরাবের আকাঙ্খা করবে, তখন শরাবের পাত্র নিজে নিজেই তার হাতে চলে আসবে। অতঃপর তা আবার নিজ স্থানে ফিরে যাবে।[১৫৪]

তাসনিমের পানি

[১৫৩] আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ

তার মিশ্রণ হবে তাসনিমের পানি।[১৫৫]

এই আয়াত প্রসঙ্গে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—তা এমন একটি নহর যা বালাখানার উপর দিকেও উঠবে।

রাহিকুম মাখতুম

[১৫৪] আল্লাহ তাআলার বাণী:

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ

তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে।[১৫৬]

এ আয়াত প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'রহিক' হল শরাব তথা বিশুদ্ধ পানীয় আর মাখতুম হল, তাতে অতিথি ব্যক্তি মিশকের সুঘ্রাণ পাবে।

---

[১৫৩] সুরা আত তুর: ১৯।
[১৫৪] আদ দুররুল মানসুর, সুয়ুতী: ২/২৬৬।
[১৫৫] সুরা আল মুতাফফিফীন: ২৭।
[১৫৬] সুরা আল মুতাফফিফীন: ২৫।

বিশুদ্ধ শরাব

[১৫৫] আল্লাহ তাআলার বাণী:

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ

এটা একটা ঝর্ণা, যার পানি পান করবে নৈকট্যশীলগণ।[১৫৭]

এ আয়াত প্রসঙ্গে মালিক ইবনুল হারিস রাহিমাহুল্লাহ বলেন—জান্নাতের একটি ঝর্ণা, যা থেকে নৈকট্যশীলগণ বিশুদ্ধ শরাব পান করবে।[১৫৮]

শরাবের পানপাত্র

[১৫৬] আল্লাহ তাআলার বাণী:

كَأْسًا دِهَاقًا

এবং পূর্ণ পানপাত্র।

এ আয়াত প্রসঙ্গে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'দিহাকা' অর্থাৎ সে পাত্রটি শরাবে কানায় কানায় টইটম্বুর থাকবে।

[১৫৭] আল্লাহ তাআলার বাণী:

كَأْسًا دِهَاقًا

এবং পূর্ণ পানপাত্র।[১৫৯]

এ আয়াত প্রসঙ্গে আবু নুযাইহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন—সে পাত্রগুলো পর্যায়ক্রমে একের পর এক বিন্যস্তভাবে সজ্জিত থাকবে।

[১৫৮] আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—জান্নাতবাসীদের নিকট শরাবের পানপাত্র আনা হবে, তারা সেখান থেকে পান করবে। পান

---

[১৫৭] সুরা আল মুতাফফিফীন: ২৮।
[১৫৮] আয-যুহদ, ইবনুল মুবারক: ২৭৫।
[১৫৯] সুরা আন নাবা: ৩৪।

করার পরে জান্নাতীরা স্ত্রীর নিকট যেয়ে বলবে—তুমি তো অবশ্যই আমার চোখে সত্তর গুণ আলো ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দিয়েছো।

[১৫৯] আল্লাহ তাআলার বাণী:

كَانَتْ قَوَارِيرَا. قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ

এবং স্ফটিকের মত পানপাত্রে। রূপালী স্ফটিক পাত্রে।[১৬০]

এ আয়াত প্রসঙ্গে মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহু বলেন, এখানে রূপার শুভ্রতা ও কাঁচ পাত্রের স্বচ্ছতা বুঝানো উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

[১৬০] আল্লাহ তাআলার বাণী:

كَانَتْ قَوَارِيرَا. قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ

এবং স্ফটিকের মত পানপাত্রে। রূপালী স্ফটিক পাত্রে।[১৬১]

এ প্রসঙ্গে আবু সালিহ রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতের মাটি হবে রূপার। এবং তা হবে অনেক শুভ্র।

[১৬১] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুর স্ত্রী জান্নাতের পানপাত্র থেকে পান করবে। তখন হুরের দিকে তার স্বামী আনমনে তাকিয়ে থাকবে, ফলে তার চোখে সত্তরগুণ সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। তার স্বামীও পান পাত্র থেকে পান করবে, সেও তার দিকে তাকিয়ে থাকবে, ফলে তার চোখেও সত্তরগুণ সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। [উভয়ের মুখাবয়বে সত্তরগুণ সৌন্দর্যতা বৃদ্ধি পাবে।][১৬২]

[১৬২] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কাউসার কী? তিনি বললেন—সেটি একটি নদী, যা আল্লাহ আমাকে জান্নাতে দান করেছেন। যার পানি হবে

---

[১৬০] সুরা আল ইনসান: ১৫/১৬।

[১৬১] সুরা আল ইনসান: ১৫/১৬

[১৬২] হাসান।

দুধের চেয়ে শুভ্র, মধুর চেয়ে মিষ্ট। সেখানে এমন পাখি থাকবে, যার গর্দানগুলো হবে উটের মতো।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এটা তো অবশ্যই উটপাখি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—এটা খাওয়ার জন্য, যা জান্নাতের অনেক সুন্দর নিয়ামত।[১৬৩]

[১৬৩] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন—একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝেই ছিলেন। হঠাৎ তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন। তারপর মুচকি হেসে মাথা উত্তোলন করলেন। আমরা জানতে চাইলাম, আপনি হাসলেন কেন? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার ওপর এই মুহূর্তে একটি সুরা অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তিনি পড়লেন,

> শুরু করছি অতিশয় দয়ালু পরম করুণাময় আল্লাহর নামে। আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি। অতএব, তুমি তোমার রবের জন্য নামাজ পড়ো এবং কুরবানি করো। নিশ্চয় তোমার শত্রুই নির্বংশ হবে।

তারপর বললেন—তোমরা কি জানো কাউসার কী? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলই ভালো জানেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেটি একটি নদী। যার প্রতিশ্রুতি আমার রব আমাকে দিয়েছেন। তাতে রয়েছে অনেক কল্যাণ। সেটি এমন একটি হাউজ, যার পাত্রসংখ্যা তারকারাজির সমান। কিয়ামতের দিন আমার উম্মত সেখান থেকে পান করার জন্য আসবে। তাদের মধ্য থেকে কিছু বান্দাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলব—হে আমার রব! সে তো আমার উম্মত। তখন আল্লাহ বলবেন—তুমি জানো না, তোমার অবর্তমানে তারা (দীনের মধ্যে) নতুন কী আবিষ্কার করেছে![১৬৪]

[১৬৪] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

---

[১৬৩] আস-সুনান, ইমাম তিরমিযি: ২৪৬৫।
[১৬৪] সহিহ মুসলিম : ৬০৭। ইমাম তিরমিযি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—হাদিসটি হাসান।

حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا.

আমার হাউজের আয়তন হবে একমাসের দূরত্বের সমপরিমাণ। তার কোণগুলো সমান। তার পানি রূপার চেয়ে সাদা, তার গন্ধ মিশকের চেয়ে বেশি সুঘ্রাণযুক্ত, তার পাত্রগুলো আকাশের তারকারাজিসম। যে ব্যক্তি সেখান থেকে পান করবে, সে পরবর্তী সময়ে কখনো পিপাসার্ত হবে না।[১৬৫]

ইবনু আব্বাসের বর্ণনায় জান্নাতের মাটি ও পোষাক

[১৬৫] সাম্মাক রাহিমাহুল্লাহু বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে যাবার পর তার সাথে মদিনায় সাক্ষাত হলে তাকে জিজ্ঞেস করলাম—হে ইবনু আব্বাস, জান্নাতের মাটি কেমন হবে? জবাবে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বললেন—জান্নাতের মাটিগুলো শুভ্র রূপার-মরমর পাথরের মত হবে।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম—তার আলো কেমন হবে?

তিনি বললেন—তুমি কি সূর্য উদয় হওয়ার পূর্ব মূহুর্তটি দেখেছো? ঠিক তেমনি জান্নাতের আলো হবে। তবে সেখানে সূর্য ও তীব্র ঠাণ্ডা কোনটাই থাকবে না।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, জান্নাতের পোষাক-পরিচ্ছদ কেমন হবে?

তিনি বললেন—জান্নাতে সুগন্ধিময় গাছ থাকবে, যাতে আনারের ন্যায় ফল থাকবে। যখন আল্লাহ তাআলার কোন বন্ধু তা থেকে পোষাকের ইচ্ছা করবে, তখন গাছের ডালাপালা তার দিকে ঝুঁকে যাবে, অতঃপর তা বিদীর্ণ হয়ে সত্তর জোড়া কাপড় প্রস্তুত হবে। সেখানে হরেক রঙের কাপড় থাকবে। জান্নাতী ব্যক্তি

---

[১৬৫] সহিহ বুখারি: ৪২৪৪।

যেমন কাপড় পরিধান করার ইচ্ছা করবে, পড়তে পারবে। অতঃপর গাছটি আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে।[১৬৬]

হাউযে কাউসারের বর্ণনা

[১৬৬] আল্লাহ তাআলার বাণী:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন—তা হল জান্নাতের একটি নহর, যার গভীরতা হবে সত্তর হাজার ফরসাখ। তার পানি দুধের চেয়েও অধিক শুভ্র, মধুর চেয়েও অধিক মিষ্ট। তার উভয় পাশ মণিমুক্তা, যাবারযাদ ও ইয়াকুত পাথর দিয়ে নির্মিত থাকবে। যা আল্লাহ তাআলা শুধু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশেষভাবে দান করেছেন, এমন অধিকার অন্য কোনো নবি আলাইহিমুস সালামগণকে দান করেননি।[১৬৭]

[১৬৬] আত-তারগিব, আল-মুনযিরী: ৪/৫১৭।

[১৬৭] আত-তাফসির, তাবারি: ৩০/৩২০।

জান্নাতীদের পোষাকের বর্ণনা

জান্নাতীদের পোষাক-পরিচ্ছদ

[১৬৭] আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—তোমাদের কেউ জান্নাতে প্রবেশ করলে তাকে তুবা নামক একটি বৃক্ষের নিকট নিয়ে যাওয়া হবে। সে বৃক্ষ তার জন্য নিজ গুচ্ছ খুলে দিবে। সেগুলো থেকে জান্নাতী ব্যক্তি তাদের ইচ্ছানুযায়ী পোষাক নিবে। চাইলে সাদাও নিতে পারবে, লালও নিতে পারবে, সবুজও নিতে পারবে। পোষাকগুলো হবে অনেক নরম।[১৬৮]

[১৬৮] আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! সুসংবাদ যে আপনাকে দেখেছে ও আপনার প্রতি ঈমান এনেছে। একজন লোক বলল, সে সুসংবাদটি কি? জবাবে তিনি বললেন—জান্নাতে একটি বৃক্ষ হবে, যার দূরত্ব একশত বছরের সমপরিমান হবে, সে বৃক্ষের গুচ্ছ থেকেই জান্নাতবাসীদের কাপড় বের হবে।[১৬৯]

জান্নাতীদের পোষাক তৈরীর কারখানা

[১৬৯] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতে মুমিন ব্যক্তির অনেক অনেক সুন্দর আলিশান থাকবে। যেগুলো দেখলে মন ভরে যাবে। এবং অনেক সুন্দর সুন্দর বালাখানাও থাকবে। প্রতিটি বালাখানাতে সত্তর হাজার মনিমুক্তার ঘর থাকবে। বালাখানার

[১৬৮] হাদিউল আরওয়াহ, ইবনু কইয়ুম: ১৫০।

[১৬৯] আল মুসনাদ, আহমাদ ইবনু হাম্বাল: ৩/৭১।

সামনে সুগন্ধিময় গাছ থাকবে। সেই গাছ থেকেই জান্নাতীদের পোষাক তৈরী করা হবে।[১৭০]

জান্নাতীদের কাপড়সমূহের সৌন্দর্য

[১৭০] কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—জান্নাতবাসীদের কাপড়সমূহ হবে অনেক সুন্দর ও উজ্জল। যদি সেখান থেকে একটি কাপড় দুনিয়ায় বিছিয়ে দেয়া হয়, তাহলে দুনিয়ার সকল মানুষ জান্নাতের কাপড়ের দিকে তাকিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে।[১৭১]

[১৭১] ইকরিমা রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতী ব্যক্তি কাপড় পরিধান করার সাথে সাথে সেই কাপড়টি সত্তর রঙে রঙ্গায়িত হবে।

[১৭২] বাশির ইবনু কাব রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতী স্ত্রীদের একজনের শরীরে সত্তর জোড়া কাপড় থাকবে। তা তোমাদের পাতলা কাপড় থেকেও অধিক নরম পাতলা ও মিহিন হবে। এসব কাপড়ের সৌন্দর্যের কারণে গোশত ভেদ করে হুরদের পায়ের নলার মজ্জা পর্যন্ত দেখা যাবে।

[১৭৩] ইমাম শাবী রাহিমাহুল্লাহু বলেন—একজন গ্রাম্য ব্যক্তি এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! জান্নাতে কি আমরা আমাদের কাপড় নিজ হাতে বানাতে হবে? গ্রাম্য ব্যক্তির এমন প্রশ্ন শুনে অনেকেই হেসে দিল। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—তোমরা হাসছো কেন? একজন অজ্ঞ ব্যক্তি একজন আলিমকে জিজ্ঞাসা করছে তাই? (নবিজি গ্রাম্য ব্যক্তিকে বলল) তুমি যেমনটা বলছ তেমনটা নয়। বরং জান্নাতীদের পোষাক বৃক্ষসমূহের গুচ্ছ থেকে তৈরী করা হবে।[১৭২]

[১৭৪] আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উকাইদুর ইবনু দুমাহ নামক একজন ব্যক্তি একটি রেশমী জুব্বা হাদিয়া দিল (অথচ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী

---

[১৭০] আয যুহদ, ইবনুল মুবারক: ২৬২।
[১৭১] আয যুহদ, ইবনুল মুবারক: ৪১৭।
[১৭২] আল মুসনাদ, আহমাদ ইবনু হাম্বাল: ২/২০৩,২২৫; আস-সুনান, দারিমী: ২/৭৫।

কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন)। রেশিমী কাপড়টির সৌন্দর্য দেখে সাহাবারা অবাক হল। নবিজি তখন সাহাবাদেরকে বললেন,

لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْهَا

সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমি মুহাম্মাদের প্রাণ, জান্নাতে সাদ ইবনু মুআজের রুমালগুলো এর চেয়েও উৎকৃষ্ট হবে।[১৭৩]

[১৭৩] সহিহ মুসলিম: ১৯১৬।

জান্নাতীদের সুখের বিছানাসমূহ

জান্নাতের বিছানার উচ্চতা

[১৭৫] আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যেই সত্তার হাতে আমি মুহাম্মাদের জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি, জান্নাতীদের বিছানার উচ্চতা হবে আসমান এবং জমিনের মাঝামাঝি দুরত্ব পরিমান। আর আসমান এবং জমিনের মাঝে দুরত্ব হলো পাঁচশ বছর।[১৭৪]

[১৭৬] আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ

তারা থাকবে জান্নাতের উঁচু আসনে।[১৭৫]

এই আয়াতের ব্যাখ্যাতে আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—জান্নাতীরা এমন উঁচু আসনে উপবিষ্ট থাকবে, যদি সেই আসনটা ভেঙে পড়ে, তাহলে নিচে আসতে প্রায় চল্লিশ বছর পার হয়ে যাবে।[১৭৬]

[১৭৭] আল্লাহ তাআলার বাণী:

بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ

"(জান্নাতীরা জান্নাতে) রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় (বসবে।)"[১৭৭]

---

[১৭৪] গরিব হাদিস। আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ২৫৪০।

[১৭৫] সুরা ওয়াকিয়াহ: ৩৪।

[১৭৬] হাদিউল আরওয়াহ: ১৫২।

এই আয়াতের ব্যাখ্যাতে হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহু বলেন—মদিনাবাসীরা তাকে বিছানা বলে।

কবিতায় জান্নাতের সুখ

[১৭৮] আবদুল্লাহ ইবনু দিনার বলেন, কায়স ইবনু আদওয়ান জান্নাতের সুখকে কাব্যাকারে আবৃত্তি করে বলেন,

لِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَتَحْتَهُمْ ... أَرَائِكُ لَمْ يُوجَدْ لَهُمْ شَبَهُ

وَحُورٌ حِسَانٌ كُلُّهُنَّ عَقِيلَةٌ ... عَرُوبٌ إِذَا أَفْضَتْ إِلَى بَعْلِهَا بِكْرُ

وَمَاءٌ فُرَاتٌ طَعْمُهُ غَيْرُ آسِنٍ ... مَعَ الْمَاءِ شُرْبُ النَّحْلِ وَالْخَمْرُ

রঙের দুনিয়া ছেড়ে যখন জান্নাতে তুই যাবি,
ওপারেতে অনেক সুখ শুধু-রে তুই পাবি।

জান্নাতীদের পোষাকগুলো হবে রেশমের,
অনেক অনেক আসন হবে হরেক রকমের।

জান্নাতী হুরগুলোকে মুক্তার মত দেখা যাবে,
তারা হবে সোহাগিনী স্বামীদের সুখ দিতে থাকবে।

আলতো চোখে যখন তারা স্বামীদের দিক তাকিয়ে চাবে,
তখন তাদের মাঝে আরো ভালোবাসা বেড়ে যাবে।

পানীয় হবে অনেক সুমিষ্ট থাকবে না কোনো গন্ধ,
থাকবে সেথায় শরাব পানীয়-মধু আরো শত আনন্দ।

[১৭৭] সুরা আর রহমান: ৫৪।

পোষাকগুলো হবে রং-বেরঙের

[১৭৯] সাম্মাক ইবনুল ওয়ালিদ বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, জান্নাতীদেরকে কোন ধরণের পোষাক পরিধান করানো হবে? ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বললেন—জান্নাতে কিছু গাছ থাকবে, যার ফলগুলো হবে ডালিমের মত। যখন-ই আল্লাহ তাআলা তাঁর কোনো জান্নাতী বন্ধুকে পোষাক পরিধান করার ইচ্ছা করবেন, তখন এ গাছের ডাল জান্নাতীদের কাছে চলে আসবে। সে গাছ থেকে সত্তর জোড়া পোষাক সৃষ্টি হবে। পোষাকগুলো হবে বিভিন্ন রং-বেরঙয়ের।[১৭৮]

বিশাল প্রাসাদের বিবরণ

[১৮০] আবি রাওয়াহ আস শামী রাহিমাহুল্লাহু বলেন—একবার মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং জান্নাতের ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন। কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, জান্নাতে একটি বিশাল প্রাসাদ থাকবে। তাতে সত্তর হাজার ঘর থাকবে। এই প্রাসাদটি একটি ইয়াকুতের খুঁটির উপর থাকবে। সেখানে কোনো ফাটল এবং ত্রুটি থাকবে না। সেখানে পাঁচ শ্রেণীর লোক থাকবে। (তারা হলো) নবি, সিদ্দিক, শহীদ, ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ও প্রজ্ঞাময় ব্যক্তি। এগুলো বলে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতে লাগলেন। চোখের অশ্রুগুলো তাঁর গাল বেয়ে বেয়ে পড়ছিল।[১৭৯]

জান্নাতীদের পোষাকের বিবরণ

[১৮১] আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা একজন গ্রাম্য ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, জান্নাতীদের পোষাক কেমন হবে? জান্নাতের পোষাক কি সৃষ্টি করা হবে; নাকি পোষাককে বুনা হবে? গ্রাম্য ব্যক্তির এ কথা শুনে মজলিসে থাকা অনেকে হেসে দিল। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা হাসলে কেন? কোনো মূর্খ আলিমকে প্রশ্ন করেছে—তাই

---

[১৭৮] আল ইতহাফ: ১০/৫৩৬।
[১৭৯] হিলইয়াতুল আউলিয়া: ৫/৩৮০।

তোমরা এভাবে হাসছ? কিছু সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা নিচু করে হয়ে বসে থাকলেন। এর কিছুক্ষণ পরে বললেন, জান্নাতীদের পোষাকের ব্যাপারে প্রশ্নকারী কোথায়? তখন সে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, এই যে, আমি। বলুন তো, জান্নাতীদের পোযাক কেমন হবে? জান্নাতীদের পোযাক কি বুনন করা হবে? জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন— না জান্নাতীদের পোযাক বুনন করা হবে না বরং জান্নাতের ফল থেকে তা তৈরী হবে।[১৮০]

[১৮২] জাবের ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একজন গ্রাম্য নবিজির দরবারে এসে জিজ্ঞেস করে বললেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, জান্নাতে আমাদের পোষাক-পরিচ্ছদ কেমন হবে? আমরা কি জান্নাতে নিজ হাতে কাজ করতে পারবো? গ্রাম্য ব্যক্তির একথা শুনে মজলিসে থাকা অনেকে হেসে দিল। তখন গ্রাম্য ব্যক্তি আবার বলল, কি হল, আপনারা হাসছেন কেন? একজন মূর্খ ব্যক্তির প্রশ্নে তোমরা কি এভাবে হাসছো? নবিজি এসব চিত্রই দেখছিলেন এবং বললেন, সে সত্য বলেছে। জান্নাতে অনেক ফল হবে। (সেই ফল থেকে পোষাক তৈরী হবে)।[১৮১]

জান্নাতী নারীদের পোষাকের জোড়া হবে অনেক

[১৮৩] খালিদ ইবনু মাআদ রাহিমাহুল্লাহু বলেন, জান্নাতী নারীরা বাহাত্তর জোড়া কাপড় পরিধান করবে। সেগুলোর বাহাত্তর রঙের ডিজাইন থাকবে। তাতে সর্বনিম্ন ডিজাইনের রঙটা হবে বন্য ফুলের রঙের মত। যা দেখতে খুব খুব ভালো লাগবে। এই আনত নয়না নারীগুলো তোমার সামনেই থাকবে। সে তার স্বামীর বুকের লিখা পড়তে পারবে। তার স্বামীর বুকের মাঝে লিখা থাকবে, তুমি আমার প্রেম। তুমি আমার ভালোবাসা। স্বামীও হুরের বুকের উপর অংকিত লিখা পড়তে পারবে, সেখানে লিখা থাকবে—তুমি আমারে প্রেম, তুমি আমার ভালোবাসা। আমি তোমার সাথী। জনম জনমের সঙ্গী।[১৮২]

[১৮০] দুর্বল। হাদিসটি গরিব। মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১/৪১৫।

[১৮১] হাসান লি-গাইরিহি। প্রাগুক্ত: ১৩৯।

[১৮২] আদ দুররুল মানসুর: ২/৩৩০।
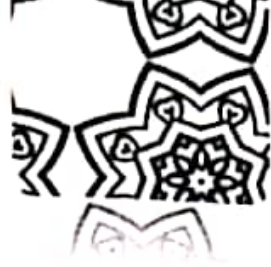
জান্নাতের অট্টালিকাসমূহ

হীরার বাড়ি

[১৮৪] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতে লুলুয়ূ হীরার একটি অট্টালিকা রয়েছে। যাতে কোনো প্রকার ফাটল এবং ক্লান্তি নেই। এই হীরার অট্টালিকাটি আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন।[১৮৩]

জান্নাতের সাদা প্রাসাদ

[১৮৫] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আমি একবার জান্নাতে প্রবেশ করে সাদা একটি প্রাসাদ দেখতে পেয়েছিলাম। আমি তখন জিবরিল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলাম, (হে জিবরিল) এই প্রাসাদটি কার জন্য? জিবরিল আলাইহিস সালাম জবাবে বলল, কুরাইশ গোত্রের একজন যুবকের জন্য। আমি (নবিজি) জিজ্ঞেস করলাম, 'কুরাইশের কোন যুবকের জন্য?' জিবরিল আলাইহিস সালাম বলল, উমর ইবনুল খাত্তাবের জন্য।[১৮৪]

[১৮৬] জাবের ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—"একবার আমি স্বপ্নে জান্নাত দেখেছিলাম। তাতে শুভ্র একটি প্রাসাদ দেখেছি। যার চারদিকে ছিল কুমারী নারী। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই প্রাসাদটি কার জন্য? বলা হলো—উমর ইবনুল খাত্তাবের জন্য। আমার খুব ইচ্ছে হলো, সেই প্রাসাদের ভেতরে প্রবেশ করে তার

[১৮৩] আদ দুররুল মানসুর: ২/২৩০।
[১৮৪] সহিহ। আল মুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ৩/৩৩৩।

ভেতরের অংশ দেখবো। (পরবর্তীতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে স্বপ্নের কথা বললে) উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—হে আল্লাহর রাসুল, আপনার উপর আমার মা-বাবা কুরবান হোক, আমি আপনার উপর অনেক গায়রাত (ঈর্ষা) করি।[১৮৫]

[১৮৭] মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহু বলেন, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু 'জান্নাতু আদন' সম্পর্কে বলেন—জান্নাতু আদন হলো অনেক সুন্দর একটি জান্নাত। যাতে রয়েছে স্বর্গের সুখ। তা চার হাজার গজ পরিমান লম্বা হবে। যার প্রতিটি দরজায় পঁচিশ হাজার হুরেইন থাকবে। সেখানে কেবল নবিরাই প্রবেশ করবে।

জান্নাতের স্বর্ণের অট্টালিকা

[১৮৮] হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতে স্বর্ণের একটি অট্টালিকা রয়েছে। যেখানে কেবল নবি, সিদ্দিক ও ন্যায়বিচারক বাদশাহ-ই প্রবেশ করবে।

[১৮৯] মালেক ইবনুল হারিস রাহিমাহুল্লাহু বলেন, জান্নাতে স্বর্ণের একটি প্রাসাদ থাকবে, রূপার একটি প্রাসাদ থাকবে এবং যাবারযাদেরও আরেকটি প্রাসাদ থাকবে। সেখানের পাহাড় হবে মিশক-আম্বরের। আর মাটি হবে ওয়ারাস এবং যাফরান সুগন্ধির।[১৮৬]

[১৯০] উবাইদ ইবনু উমায়ের রাহিমাহুল্লাহু বলেন, সর্বনিম্ন জান্নাতবাসীর জন্য লুলুয়ু মুক্তার একটি অট্টালিকা থাকবে। যার অনেকগুলো প্রাসাদ থাকবে। প্রাসাদগুলোও হবে মুক্তার। মুক্তাগুলোর উজ্জলতায় প্রাসাদগুলো আরো সুন্দর দেখাবে।[১৮৭]

---

[১৮৫] আল মুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ৩/৩৭২, ফাতহুল বারী: ৭/৪০।

[১৮৬] হিলইয়াতুল আউলিয়া: ৬/৬৮।

[১৮৭] অন্য বর্ণনায় আছে— মুগিরা ইবনু শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—মুসা আলাইহিস সালাম তার রবকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার রব! সর্বনিম্ন শ্রেণীর জান্নাতী কে? আল্লাহ তাআলা বললেন, ওই ব্যক্তি—যে সকল জান্নাতীর জান্নাতে প্রবেশ করার পর আসবে। তাকে বলা হবে জান্নাতে প্রবেশ করো!

জান্নাতু আদন

[১৯১] উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন, আপনি আমাকে জান্নাতু আদন সম্পর্কে একটু বলুন। জবাবে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জান্নাতু আদন স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত হবে। প্রাসাদগুলো অনেক সুন্দর হবে। বেলকনি ইয়াকুত মুক্তা দ্বারা খচিত হবে। সেখানে কেবল নবি, শহিদ, সিদ্দিক এবং ন্যায় বিচারক বাদশাহই প্রবেশ করবে।[১৮৮]

জান্নাতের সামান্য জায়গার মূল্য

[১৯২] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতে একটি চাবুক পরিমিত জায়গা সমস্ত দুনিয়ায় যা কিছু আছে তার থেকেও উত্তম। এবং জান্নাতের হুরের একটি উড়না সমস্ত দুনিয়া এবং তাতে যা কিছু আছে, তার থেকেও উত্তম ও অনেক দামী।[১৮৯]

সে বলবে—কীভাবে যাব, সকলেই তো নিজ-নিজ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাদের বস্তুগুলো হস্তগত করে নিয়েছে।

তখন তাকে বলা হবে—তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে যে, তোমাকে দুনিয়ার রাজাদের সমান একটি রাজ্য প্রদান করা হবে? সে বলবে, আমার রব, আমি রাজি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন—তুমি তো এতবড় রাজত্ব পাবেই, সাথে তার মতো আরেকটি, আরেকটি, আরেকটি এবং আরেকটি দেওয়া হলো। পঞ্চমবারে সে বলবে, হে আমার রব! আমি রাজি।

তখন আবার আল্লাহ তাআলা বলবেন, এগুলো তো তোমার জন্য রয়েছেই, সাথে তার দশগুণ তোমাকে প্রদান করা হলো। এমনকি তোমার মন যা কামনা করবে তাই পাবে এবং তোমার চোখ শীতল হয় এমন সবকিছু দেওয়া হবে। তখন সে আবারো বলবে, হে আমার রব! আমি রাজি। এবার মুসা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে সর্বোচ্চ শ্রেণির জান্নাতী কী পাবে? আল্লাহ তাআলা বললেন, তারা এমন যে—তাদের সম্মানজনক বিষয়গুলো আমি নিজ হাতে স্থাপন করে সেগুলোর ওপর মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছি। সুতরাং কোনো চোখ তা দেখেনি, কোনো কান তা শোনেনি এবং কোনো মানুষের হৃদয় তা কল্পনাও করেনি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কুরআন কারিমে এর মর্ম বর্ণিত হয়েছে এভাবে,

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ

কেউ জানে না তার জন্য কৃতকর্মের কী কী নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুকায়িত আছে।'[সুরা সিজদাহ, আয়াত :১৭] সহিহ মুসলিম : ২৭৬।

[১৮৮] হাসান। আয যুহদ, ইবনুল মুবারক: ১৫২৭।

[১৮৯] হাসান। আল মুসনাদ, ইমাম আহমাদ, আত তারগিব ওয়াত তারহিব: ৪/৫৫৯।

মুক্তার অট্টালিকা

[১৯৩] ইমরান ইবনু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতে লুলুয়ূ মুক্তার বিশাল একটি অট্টালিকা থাকবে। এই অট্টালিকার অধীনে ইয়াকুত এবং লাল পাথরে খচিত আরো সত্তরটি প্রাসাদ থাকবে। প্রতিটি প্রাসাদে হলুদ পাথর এবং মোতির আরো সত্তরটি বালাখানা থাকবে। প্রতিটি বালাখানায় সত্তরটি করে খাট থাকবে। প্রতিটি খাটে বিভিন্ন রঙের সত্তরটি বিছানা থাকবে। প্রতিটি বিছানায় একজন করে হুর থাকবে। এমনিভাবে প্রত্যেক বালাখানায় সত্তরটি দস্তরখানা থাকবে, প্রত্যেক দস্তরখানে সত্তর রকমের খাবারের ব্যবস্থা থাকবে। প্রত্যেক ঘরে খাবার পরিবেশনের জন্য সত্তর জন করে পরিচালক এবং পরিচালিকা থাকবে। মহান রাব্বুল আলামিন একজন মুমিনকে এসব এক সকালেই দান করবেন। (সুবহানাল্লাহিল আযিম)।[১১০]

জান্নাতের অট্টালিকার উপাদান

[১৯৪] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ, সৃষ্টিকে কি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে? জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতকে পানি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, জান্নাতকে কোন ধরণের বস্তু (পদার্থ) দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে? তিনি বললেন, একটি ইট রূপার এবং একটি ইট স্বর্ণের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার সিমেন্ট হলো—সুগন্ধিময় মিশক-আম্বরের। তার কংকর মোতি ও ইয়াকুতের। আর মাটি হবে জাফরানের। যে ব্যক্তি যেখানে প্রবেশ করবে, সে অনেক সুখে জীবন-যাপন করবে। কষ্ট কোনোদিন তাকে স্পর্শ করবে না। চিরকাল সেখানে সে জিবীত থাকবে, কোনো কালেও তাদের মৃত্যু হবে না। জান্নাতীদের কাপড়-চোপড় কখনো পুরাতন হবে না। তাদের যৌবনও কখনো বিনষ্ট হবে না।[১১১]

[১১০] যয়িফ। আত তারগিব ওয়াত তারহিব: ৪/৫১৬।

[১১১] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ২০৬৫০।

জান্নাতীদের স্তরসমূহ

জান্নাতের স্তর

[১৯৫] আবি সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতীদের সর্বোচ্চ স্তরের লোকদেরকে সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতীরা দেখতে পাবে, যেমন তোমরা আকাশের এক প্রান্ত থেকে উজ্জল নক্ষত্রকে দেখতে পাও। আর জেনে রাখো, আবু বকর এবং উমর হবে সর্বোচ্চস্তরের জান্নাতী। এবং তারা (অধিক নিয়ামত প্রাপ্তাদের কাতারে হবে)।[১১২]

[১৯৬] সাহাল ইবনু সাআদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ مِنْ الْأُفُقِ مِنْ الْمَشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ .

জান্নাতীরা প্রাসাদবাসীদেরকে তাদের ওপরে দেখতে পাবে, যেভাবে তোমরা পূর্ব ও পশ্চিমের উজ্জ্বল দিগন্তে মুক্তার ন্যায় ঝকমকে তারকা দেখতে পাও। কারণ, উভয়ের মাঝে মর্যাদার অনেক ব্যবধান থাকবে। সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসুল, সেগুলো কি

[১১২] সহিহ। সুনান, ইবনু মাজাহ, সুনান তিরমিযি: ২৫৫৬।

নবিগণের স্থান—যেখানে অন্যরা পৌঁছতে পারবে না? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই নয় বরং ওই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, তারা তো এমন মুমিন—যারা আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছে এবং রাসুলগণকে সত্যায়ন করেছে।[১১৩]

[১৯৭] আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতের বাসিন্দাগণ জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদসমূহ উপর দিকে দেখতে পাবে, যেমন দূরবর্তী উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহ তোমরা আকাশের পূর্ব বা পশ্চিম কোণে স্পষ্ট দেখতে পাও। কেননা তাদের পরস্পরের সম্মানের ক্ষেত্রে পার্থক্য সূচিত থাকবে। এ কথা শ্রবণে সহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! এ স্তরসমূহ তো নাবীদের জন্য নির্ধারিত। তাদের ছাড়া অন্যেরা তো এ স্তরে কক্ষনো পৌঁছতে পারবে না। জবাবে তিনি বললেন, কেন পারবে না, অবশ্যই পারবে। যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ আমি তাঁর শপথ করে বলছি! যে সকল লোক আল্লাহতে ঈমান আনয়ন করে এবং তাঁর রাসুলদের প্রতি আস্থা স্থাপন করে, তারা সকলেই এ মর্যাদাসম্পন্ন স্তরসমূহে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে।[১১৪]

জান্নাতে একশ'টি স্তর থাকবে

[১৯৮] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْجَنَّةُ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ

জান্নাতে একশ'টি স্তর রয়েছে। প্রতি দুই স্তরের মাঝে একশ বছরের ব্যবধান থাকবে।[১১৫]

[১৯৯] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—(কিয়ামতের দিন) বান্দাকে জান্নাতে স্তরে উন্নীত করা হবে। জান্নাতের বিশাল সুখগুলো দেখে জান্নাতী ব্যক্তি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করবে, হে আমার রব, এই স্তর কি আমার জন্য?

---

[১১৩] সহিহ মুসলিম: ৫০৫৯।

[১১৪] সহিহ মুসলিম : ৭০৩৬।

[১১৫] হাসান। সুনান, ইমাম তিরমিযি: ২৫২৯।

তাকে বলা হবে, হ্যাঁ, তোমার সন্তানের ইস্তেগফারের দরুণ তোমাকে এই স্তর দান করা হয়েছে।

জান্নাতীদের সেরা স্তরে অবস্থান

[২০০] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ فِي الْغُرَفِ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الشَّرْقِيَّ وَالْكَوْكَبَ الْغَرْبِيَّ فِي الْأُفُقِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُولَئِكَ النَّبِيُّونَ، قَالَ: «بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، وَأَقْوَامٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ

জান্নাতীদেরকে বালাখানার (ভেতর থেকেও) দেখা যাবে, যেমন তোমরা আকাশের এক প্রান্ত থেকে উজ্জল নক্ষত্রকে দেখতে পাও। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসুল, এ স্তরগুলো ত নবিদের জন্য নির্ধারিত। (তাদের ছাড়া এ স্তরে তো মনে আর কেউ পৌঁছতে পারবে না।) তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমি মুহাম্মাদের জীবন, যে সব মানুষ আল্লাহর উপর ঈমান আনবে এবং তাঁর রাসুলের প্রতি আস্থা স্থাপন করবে, তারা সবাই মর্যাদাসম্পন্ন স্তরগুলোতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে।[১১৬]

[২০১] আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرَفًا يُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا فَقَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هِيَ لِمَنْ أَطَابَ

[১১৬] সহিহ মুসলিম: ৬৮৮১।

الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ

জান্নাতে এমন অনেক প্রাসাদ আছে যেগুলোর ভেতর থেকে বাইরে এবং বাহির থেকে ভেতরে দেখা যাবে। তখন জনৈক গ্রাম্য লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! এমন প্রাসাদ কারা পাবে? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—যে সুন্দরভাবে কথা বলে, অসহায়কে খানা খাওয়ায়, নিয়মিত রোজা রাখে এবং রাতে নামাজ পড়ে—যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে।[১৯৭]

[২০২] আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতে একশ'টি স্তর রয়েছে। এমনকি যদি জান্নাতের একটি স্তরে পৃথিবীর সব মানুষকে জমা করা হয়, তাহলেও তা যথেষ্ট হবে।[১৯৮]

[২০৩] আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مِائَةُ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَأَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

জান্নাতে শত স্তর রয়েছে। প্রত্যেক স্তরের মাঝে দুরুত্ব হলো—আকাশ ও জমিনের দুরুত্ব সমান। এমনকি আকাশ ও জমিনের থেকেও অনেক দূরে হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, এমন জান্নাত কার জন্য হবে? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে তাদের জন্য হবে।[১৯৯]

[১৯৭] আস-সুনান, ইমাম তিরমিযি: ২৪৫০।

[১৯৮] গরিব। আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ২৫৩২।

[১৯৯] সহিহ। আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ২৫৩১।

[২০৪] ইবনু মুহাইরিজ রাহিমাহুল্লাহু বলেন—আল্লাহ তাআলা মুজাহিদরেকে অন্যান্য লোকদের উপর সত্তর স্তর মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন। দু'টি স্তরের মাঝে দুরত্ব হবে দ্রুতগামী ঘোড়া সত্তর বছর অবদি চলার পরিমান।[২০০]

[২০৫] হুমাইদ ইবনু হিলাল রাহিমাহুল্লাহু বলেন, জান্নাতবাসীরা সর্বোচ্চ জান্নাতীদেরকে দেখতে যাবে। কিন্তু প্রথম স্তরের কাছে তারা যাবে না।[২০১]

[২০৬] ইয়াহইয়া ইবনু কাছির রাহিমাহুল্লাহু বলেন—যারা আল্লাহর সাক্ষাত করবে, তারা জান্নাতের যে কোনো জায়গায় যেতে পারবে।

জান্নাতের সাওয়ারী

[২০৭] মুহাম্মাদ ইবনু কাব রাহিমাহুল্লাহু বলেন, জান্নাতের সাওয়ারীগুলোকে বোরাকের মত দেখা যাবে। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, জান্নাতে কি বোরাক থাকবে? জবাবে তিনি বললেন, না। তবে ইল্যিয়িনবাসীদের থেকে কেউ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারবে। এবং অধিক দ্রুতগামী সাওয়ারী হবে।[২০২]

জান্নাতের বালাখানা

[২০৮] আবু আবদুর রহমান আল হুবালি রাহিমাহুল্লাহু বলেন—মুমিন ব্যক্তি যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন তাকে অভিবাধন জানানোর জন্য এক হাজার সেবক তার সাথে সাক্ষাতের জন্য এগিয়ে আসবে। অতঃপর সে যাবারযাদ এবং সবুজ পাথর দিয়ে নির্মিত একটি সুন্দর বালাখানায় অবস্থান করবে। এই ঘরের চারদিক থেকে হুর স্ত্রীরা দেখতে থাকবে। জান্নাতী ব্যক্তি হুরদেরকে দেখতে পাগলপাড়া হয়ে যাবে। (এমনকি সে যাবারযাদ অতিক্রম করে কাছে যেতে চাবে) তখন হুর স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসার সুরে বলতে থাকবে—হে আমার প্রিয়, আমরা এখনো তোমার কাছেই আসিনি। (এমনটি হবে বালাখানার দেয়ালের স্বচ্ছতার কারণে)

---

[২০০] আয যুহদ, ইমাম ইবনুল মুবারক: ২৩৫।

[২০১] সিফাতুল জান্নাত, ইমাম নুআইম: ৪২২।

[২০২] সিফাতুল জান্নাত, ইমাম নুআইম: ২১৩।

[২০৯] আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতীদের সর্বোচ্চ স্তরের লোকদেরকে সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতীরা দেখতে পাবে, যেমন তোমরা আকাশের এক প্রান্ত থেকে উজ্জ্বল নক্ষত্রকে দেখতে পাও। আর জেনে রাখো, আবু বকর এবং উমর হবে সর্বোচ্চস্তরের জান্নাতী। এবং তারা (অধিক নিয়ামতপ্রাপ্তদের কাতারে হবে)।[২০৩]

ওসিলা নামক স্তর

[২১০] আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতে 'ওসিলা' নামক একটি স্তর থাকবে। যার উপর আর কোনো স্তর থাকবে না।

[২০৩] সহিহ। সুনান, সুনান তিরমিযি: ২৫৫৬।

জান্নাতের ফেরেশতা

ফেরেশতাদের আকৃতি

[২১১] আল্লাহ্‌ তাআলার বাণী:

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا

আপনি যখন সেখানে দেখবেন, তখন নিয়ামাতরাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন। (সুরা দাহর : ২০)

এই আয়াতের ব্যাখ্যাতে মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ্‌ বলেন—জান্নাতের ফেরেশতারা হবে বিশাল আকৃতির। তারা অনুমতি ছাড়া জান্নাতীদের নিকট প্রবেশ করতে পারবে না।[২০৪]

[২১২] আবু উমামা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—মুমিন বান্দা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা একটি সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। আর তার নিকট সেবকদের দু'টি সারি থাকবে। উভয় সারির প্রান্তে দু'টি বিন্যস্ত দরজা থাকবে। আল্লাহর ফেরেশতাগণ থেকে একজন ফেরেশতা দরজার নিকটতম সেবকের নিকট সাক্ষাত করার জন্য অনুমতি চাইবে।

মুমিন বান্দা বলবে, তোমরা তাকে আসতে দরজা খুলে দাও। অনুমতি পেয়ে ফেরেশতা প্রবেশ করবে। অতঃপর জান্নাতীকে বিনীত সুরে সালাম দিয়ে কথা-বার্তা বলে ফিরে আসবে।[২০৫]

---

[২০৪] আদ-দুররুল মানসুর: ৬/৩০১।

[২০৫] আয-যুহদ, ইবনুল মুবারক: ২/৬৮।

[২১৩] আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا

আপনি যখন সেখানে দেখবেন, তখন নিয়ামাতরাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন। (সুরা দাহর : ২০)

এই আয়াতের ব্যাখ্যাতে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন—জান্নাতীদের যানবাহন হবে অনেক সুন্দর।

[২১৪] আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا

আপনি যখন সেখানে দেখবেন, তখন নিয়ামাতরাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন। (সুরা দাহর : ২০)

এই আয়াতের ব্যাখ্যাতে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আল্লাহ তাআলা জান্নাতীদের সম্মানার্থে তাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে পাঠাবেন। ফেরেশতারা সরাসরি তাদের নিকট প্রবেশ না করে, তাদের সম্মানার্থে জান্নাতীদের নিকট অনুমতি কামনা করবে।[২০৬]

[২১৫] আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَكَانَ عَرْشُهُ على الماء

তাঁর আরশ থাকবে পানির উপরে। (সুরা হূদ : ৭)

এই আয়াতের ব্যাখ্যাতে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য একটি জান্নাত গ্রহন করবেন এবং তার নিচেও আরেকটি জান্নাত গ্রহণ করবেন। অতঃপর তিনি একটি লুলুয়ূ মুক্তা দিয়ে সেটিকে আবৃত করে রাখবেন। এরপরে ইবনু আব্বাস এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

وَمِنْ دُونِهِمَا جنتان

এ দু'টি ছাড়া আরো দু'টি উদ্যান রয়েছে। (সুরা আর রহমান : ৬২)

[২০৬] হাদিউল আরওয়াহ, ইবনুল কায়্যিম: ১৯৭।

এই বিষয়টিকে আল্লাহ তাআলা অপর আয়াতে বলেন,

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاءا بما كانوا يعملون

কেউ জানে না তার জন্য কৃতকর্মের কি কি নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে। (সুরা সাজদা : ১৭)

এটাই হলো সেই জান্নাত, যার সম্পর্কে সৃষ্টি জগতের কেউ জানে না। সেখান থেকেই জান্নাতীদের নিকট শান্তি, সালাম, হাদিয়া-তোহফা আসতে থাকবে।[২০৭]

জান্নাতু আদন : সর্বসুখের স্থান

[২১৬] আবু মুসা আল আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—'আদন' নামক জান্নাত থেকে একটি নালা প্রবাহিত হবে, এরপর তার থেকে আরো একটি নালা প্রবাহিত হবে। জান্নাতে মুমিনের জন্য তাঁবু থাকবে, যা সত্তর মাইল পর্যন্ত লম্বা হবে। সেখানকার অধিবাসীরা একজন অপরজনকে দেখতে পাবে না।[২০৮]

[২১৭] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জাহান্নামের একটি দল আল্লাহ তাআলার মর্জি অনুযায়ী জাহান্নামে কিছুদিন অবস্থান করবে। অতঃপর তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তারা হলো সর্বনিম্নস্তরের জান্নাতী। এরপরে তাদেরকে 'নাহরুল হায়াত' নামক ঝর্ণায় তাদেরকে গোসল দেওয়া হবে। যদি তাদের কেউ দুনিয়াবাসীর কারো নিকট মেহমান হতো, তাহলে তারা তাদেরকে পানাহার করাতো, বিছানার ব্যবস্থা করে দিতো।

[২১৮] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[২০৭] তাফসিরে তাবারি: ২৮/১৫৪।

[২০৮] সহিহ মুসলিম: ৪/৪১২২।

يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّينَ .

জাহান্নামের লালচে কালো দাগ লাগার পর একদল জাহান্নামি জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাতীরা তাদেরকে বলবে—জাহান্নামিয়্যুন।[২০৯]

[২০৯] সহিহ বুখারি: ৬০৭৪।

জান্নাতের সেবকদের বর্ণনা

জান্নাতের সেবক

[২১৯] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—সর্বনিম্ন জান্নাতবাসীরা অনেক সম্মান এবং মর্যাদায় থাকবে। তাদের একজনের মাথার কাছে থাকবে দশ হাজার সেবক।[২১০]

[২২০] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—সর্বনিম্ন জান্নাতীদের জন্য একটি স্থান থাকবে, তাদের খেদমতের জন্য প্রতিদিন পনের হাজার সেবক আসবে। প্রত্যেক সেবকের কাছে অবাক করার মত বিভিন্ন জিনিয থাকবে, যা অপর সেবকের সাথে থাকবে না।[২১১]

[২২১] হুমাইদ ইবনু হিলাল রাহিমাহুল্লাহু বলেন—প্রত্যেক জান্নাতীর সাথে এক হাজার প্রহরী থাকবে। প্রত্যেক প্রহরীরাই বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকবে। আরো থাকবে অনেক খাদিম।

খাদিমের বর্ণনা

[২২২] আবদুর রদহমান আল হুবলী রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম প্রবেশ করবে, তার খিদমতের জন্য সত্তর হাজার সেবক থাকবে। সেবকদের আকৃতি লুলুয়ূ মুক্তার মত ঝকঝক করতে থাকবে।[২১২]

---

[২১০] আত তারগিব: ৪/৫০৮।

[২১১] আয যুহদ, ইবনুল মুবারক: ৪১৪।

[২১২] আয যুহদ, ইবনুল মুবারক: ৪২৭।

[২২৩] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—সর্বনিম্ন জান্নাতীদের জন্য একটি স্থান থাকবে, তাদের খেদমতের জন্য প্রতিদিন পনের হাজার সেবক আসবে। প্রত্যেক সেবকের কাছে অবাক করার মত বিভিন্ন জিনিস থাকবে, যা অপর সেবকের কাছে থাকবে না।[২১৩]

[২২৪] আবু আবদুর রহমান রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতী ব্যক্তি যখন কোথাও দাঁড়াবে, তখন তার সাথে খাদিমরাও সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। জান্নাতী ব্যক্তি যখন কোথাও চলতে শুরু করবে, তখন তার পিছনে-পিছনে খাদেমরাও চলতে থাকবে।[২১৪]

[২২৫] আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতের সবচে' নিম্নমানের মর্যাদাবান ব্যক্তির নিকট আশি হাজার খাদেম থাকবে। জান্নাতীদের জন্য ৭২ জন স্ত্রী থাকবে। এই জান্নাতী ব্যক্তির জন্য ইয়াকুত, লুলুয়ু এবং যাবারযাদের একটি গম্বুজ নির্মাণ করা হবে, যার দুরুত্ব হবে জাবিয়া থেকে সানআ পর্যন্ত।[২১৫]

[২২৬] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّينَ.

জাহান্নামের লালচে কালো দাগ লাগার পর একদল জাহান্নামি জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাতীরা তাদেরকে বলবে—জাহান্নামিয়্যুন।[২১৬]

---

[২১৩] আয যুহদ, ইবনুল মুবারক: ৪১৪।

[২১৪] আয যুহদ, ইবনুল মুবারক: ৪১৫।

[২১৫] গরিব। আত তারগিব ওয়াত তারহিব: ৪/৫০৮।

[২১৬] সহিহ বুখারি: ৬০৭৪।

অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে—আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ فَأَمَاتَتْهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانُوا

জান্নাতীদের ভাষা

জান্নাতীদের ভাষা

[২২৭] আবদুর রহমান ইবনু আবদুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন—আমি যুহরি রাহিমাহুল্লাহ্কে জিজ্ঞাসা করলাম, জান্নাতীদের ভাষা কি হবে? যুহরি রাহিমাহুল্লাহ্ বললেন—জান্নাতীদের ভাষা হবে আরবী ভাষা। তারা পরস্পরে আরবী ভাষাতেই কথা বলবে।[২১৭]

[২২৮] আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন—জান্নাতীদের ভাষা হবে আরবী ভাষা। জান্নাতীরা পরস্পরে আরবী ভাষায় কথা বলবে।

[২২৯] ইবনু শিহাব যুহরী বলেন, জান্নাতীদের ভাষা হবে আরবী ভাষা।

فَحَمًا أُذِنَ بِالشَّفَاعَةِ فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَبُثُّوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ثُمَّ قِيلَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ

যারা প্রকৃতভাবেই (স্থায়ী) জাহান্নামী, তারা সেখানে মারাও যাবে না, আবার জীবিতও থাকবে না। কিন্তু যেসকল (মুমিন) মানুষ গুনাহের কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, জাহান্নাম তাদেরকে হত্যা করবে। এমনকি যখন তারা কয়লা হয়ে যাবে, তখন তাদের জন্য শাফাআতের অনুমতি প্রদান করা হবে। সুতরাং তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন দলে নিয়ে এসে জান্নাতের নদীতে ফেলে দেওয়া হবে। তারপর বলা হবে—হে জান্নাতীরা! তাদের ওপর পানি ঢালো। যার ফলে তারা এমন শস্যবৃক্ষের মতো উদ্গত হবে, যেগুলো প্রবাহিত পানির ওপর ভাসতে থাকে। সহিহ মুসলিম: ২৭১।—অনুবাদক।

[২১৭] আয যুহদ, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক: ২৪৫।

[২৩০] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতীরা দৈর্ঘ্যতায় আদম আলাইহিস সালামের মত হবে। ফেরেশতাদের হাতের গজে যাট গজ লম্বা হবে। সৌন্দর্য হবে নবি ইউসুফ আলাইহিস সালামের মত। জন্ম হবে ঈসা আলাইহিস সালামের উপর তেত্রিশ বছর। আর ভাষা হবে মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষার মত আরবী ভাষা।[২১৮]

[২১৮] প্রাগুক্ত।

জান্নাতীদের অলংকার

জান্নাতীদের অলংকার

[২৩১] আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—এক স্থান ত্যাগ করার পূর্বে জান্নাতীরা জান্নাতে সত্তর বছর পর্যন্ত হেলান দিয়ে বসে থাকবে। তাদের উপর থাকবে 'লাতিজান' নামক অলংকার। লাতিজানের সামান্য মুক্তা পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত হবে।[২১৯]

জান্নাতীদের অলংকারের শুভ্রতা

[২৩২] কাব আল আহবার রাহিমাহুল্লাহু বলেন—আল্লাহ তাআলা অনেক ফেরেশতাদের সৃষ্টি করেছেন, যারা কিয়ামত অবদি জান্নাতীদের জন্য অলংকার তৈরী করতে ব্যস্ত আছে। জান্নাতীদের অলংকারগুলো হবে অনেক সুন্দর। ঝকঝক করতে থাকবে। যদি জান্নাতীদের অলংকারের একটি আংটাও দুনিয়াতে রাখা হয়, তাহলে দুনিয়ার সূর্যের কিরণ ম্লান হয়ে যাবে। সুতরাং তোমরা ভালো করে অনুধাবন করে নাও যে, জান্নাতীদের অলংকার কেমন হবে। [২২০]

[২৩৩] হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতের মধ্যে নারীদের অলংকার থেকে পুরুষদের অলংকার অনেক সুন্দর হবে। পুরুষদের অলংকারগুলো সৌন্দর্যের কারণে ঝলমল করতে থাকবে। পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

[২১৯] হাসান। আত তারগিব ওয়াত তারহিব: ৪/ ৫২৯।
[২২০] ইবনুল কায়্যিম, হাদিউল আরওয়াহ: ১৪৭।

يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا

তাদেরকে সেখানে স্বর্ণ-কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে।[২২১]

যদি জান্নাতী ব্যক্তি দুনিয়াতে উঁকি মেরে তাকায়

[২৩৪] সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যদি কোনো জান্নাতী ব্যক্তি তার বালার বন্ধনী দুনিয়াতে প্রকাশ করে, তাহলে সূর্যের কিরণ ম্লান হয়ে যাবে। যেমনিভাবে তারকার মাধ্যমে সূর্যের কিরণ ম্লান হয়ে যায়।[২২২]

[২২১] ইবনুল কায়্যিম, হাদিউল আরওয়াহ: ১৪৭।

[২২২] গরিব। যয়িফ। আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ২৫৩৮।

জান্নাতের দরজাসমূহ

জান্নাতের দরজা

[২৩৫] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ

জান্নাতে আটটি দরজা রয়েছে।[২২৩]

জান্নাতের দরজার প্রস্থ

[২৩৬] সালিম ইবনু আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহু তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

بَابُ أُمَّتِي الَّذِي يَدْخُلُونَ مِنْهُ الْجَنَّةَ عَرْضُهُ مَسِيرَةُ الرَّاكِبِ الْجَوَادِ ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّهُمْ لَيُضْغَطُونَ عَلَيْهِ حَتَّى تَكَادُ مَنَاكِبُهُمْ تَزُولُ

আমার উম্মতগণ যে দরজা দিয়ে জান্নাতে যাবে, তার প্রস্থ হবে অত্যন্ত দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের পথ। তা সত্ত্বেও এতো ভীড় হবে যে, তাদের কাঁধ ঢলে পড়ার উপক্রম হবে।[২২৪]

---

[২২৩] সহিহ মুসলিম: ১/৫৭।

[২২৪] যয়িফ। আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ২৫৪৪।

জান্নাতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দূরত্ব

[২৩৭] মুআবিয়া আল কুশাইরি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يْنَ كُلِّ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ سَبْعِ سِنِينَ

জান্নাতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সাত বছরের পথ।[২২৫]

[২৩৮] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَرَانِي بَابَ الْجَنَّةِ الَّذِي يَدْخُلُ مِنْهُ أُمَّتِي» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي مَعَكَ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي»

জিবরিল আলাইহিস সালাম আমার কাছে এসে আমার হাত ধরে আমাকে জান্নাতে নিয়ে আমার উম্মত যেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে, তা দেখাল। সাহাবি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি জান্নাতে আপনার সাথে থাকতে চাই। জবাবে তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু বকর! অবশ্যই আমার উম্মতের মধ্যে থেকে সর্বপ্রথম তুমিই জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২২৬]

[২৩৯] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ

---

[২২৫] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি।

[২২৬] কানযুল উম্মাল: ৩২৫৫১, মিশকাতুল মাসাবিহ: ৬০২৪।

دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ

যে ব্যক্তি এক জোড়া[২২৭] আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করল, তাকে জান্নাতে ডাকা হবে—হে আল্লাহর বান্দা, এটা কল্যাণকর। নামাজিকে বাবুস সালাত দিয়ে ডাকা হবে, মুজাহিদকে বাবুল জিহাদ দিয়ে ডাকা হবে, দানকারীকে বাবুস সাদাকাহ দিয়ে ডাকা হবে, রোজাদারকে বাবুর রাইয়্যান দিয়ে ডাকা হবে। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, (আপনার কথা থেকে বুঝতে পারলাম) এই দরজাগুলোর কোনো একটি দিয়ে ডাকা জরুরি নয়। তবে এমন কোনো ব্যক্তি কি আছে—যাকে প্রত্যেক দরজা থেকেই ডাকা হবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—হ্যাঁ, আশা করছি, তুমিও তাদের মধ্য গণ্য হবে।[২২৮]

জান্নাতুর রাইয়্যান

[২৪০] সাহল ইবনু সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

لِلصَّائِمِينَ بَابٌ يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنْهُ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَمَنْ دَخَلَ مِنْهُ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا

রোজাদাররা যে দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে তার নাম থাকবে—জান্নাতুর রাইয়্যান। সে দরজা দিয়েই কেবল রোজাদাররা-ই

[২২৭] যেকোনো মূল্যবান বস্তু। হোক সেটা জীব বা জড় যেকোনো ধরনের। তবে উট ও ঘোড়ার প্রতি অধিক মতামত পাওয়া যায়।—অনুবাদক।
[২২৮] সহিহ মুসলিম: ২/৭১১। মুসনাদে আহমাদ: ২/২৬৭।

প্রবেশ করবে। অন্য কেউ-ই সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। যখন রোজাদারদের থেকে শেষ ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে, তখন সে দরজাকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে সুপানীয় পান করবে। আর যে রাইয়্যান নামক জান্নাতের সুপানীয় পান করবে, সে কোনোদিন আর পিপাসিত হবে না।[২২৯]

[২৪১] সাহাল ইবনু সাআদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

জান্নাতের একটি দরজা আছে, যার নাম বলা হয় রাইয়্যান; কিয়ামতের দিন এই দরজা দিয়ে রোজাদার ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। বলা হবে—রোজাদাররা কোথায়? তখন রোজাদাররা দাঁড়াবে, তারা ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। রোজাদাররা প্রবেশ করলেই বন্ধ করে দেওয়া হবে, সুতরাং অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।[২৩০]

সর্বপ্রথম জান্নাতের বৃত্ত নবিজি ধরবেন

[২৪২] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমি-ই জান্নাতের বৃত্তকে ধরবো। অতঃপর তা খটখট আওয়াজ করতে থাকবে।[২৩১]

[২৪৩] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[২২৯] সহিহ মুসলিম: ২/৮০৮।

[২৩০] সহিহ বুখারি: ১৭৬৩; সহিহ মুসলিম: ১৯৪৭।

[২৩১] সুনান, ইমাম দারেমি; আল ইতহাফ: ১০/৪৯৭।

آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ أَنْ لَا أَفْتَحَ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ

কিয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দরজার নিকটে এসে জান্নাতের দরজা খোলার জন্য যাবো। তখন জান্নাতের প্রহরী আমাকে বলবে—আপনি কে? আমি বলব, আমি মুহাম্মাদ। জবাবে প্রহরী বলবে—আমি আপনার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। আপনার পূর্বে এই দরজা আর কারো জন্য খুলে দেইনি।[২৩২]

[২৪৪] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবিজির হাতকে যেন এখানেও দেখতেছি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন—আমি আমি জান্নাতের বৃত্তকে ধরে (খোলার জন্য) খটখট আওয়াজ করবো।[২৩৩]

মুজাহিদদের দরজা

[২৪৫] আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি স্বপ্নে জান্নাতের আটটি দরজা দেখতে পেয়েছি। সবগুলোকে আমি খোলা পেয়েছি। তবে একটি দরজা আমি বন্ধ দেখলাম। দরজাটি বন্ধ দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই দরজাটি বন্ধ কেন? জবাবে আমাকে বলা হলো, এই দরজাটি হলো জিহাদকারীদের দরজা। যারা দুনিয়াতে রবের জন্য জিহাদ করবে, তারা এই দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এরপরে আমি সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে যুদ্ধের জন্য বাহন ক্রয় করতে লাগলাম।[২৩৪]

[২৪৬] ইউসুফ ইবনু হাব্বাব রাহিমাহুল্লাহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতে আটটি দরজা থাকবে। কিছু থাকবে সালাত আদায়কারীদের জন্য। কিছু দরজা থাকবে সিয়াম পালনকারীর জন্য। কিছু দরজা থাকবে জিহাদকারীদের জন্য। কিছু দরজা থাকবে সদকা আদায়কারীদের জন্য। আবার কিছু দরজা থাকবে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারীদের জন্য।[২৩৫]

---

[২৩২] সহিহ মুসলিম: ১/১৮৮।
[২৩৩] যয়িফ। আল মুসনাদ, ইমাম হুমাইদি রাহিমাহুল্লাহ: ১২০৪।
[২৩৪] কানযুল উম্মাল: ৩২৫৫১
[২৩৫] সিফাতুল জান্নাত: আবু নুআইম: ১৬৫।

[২৪৭] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কিয়ামতের দিন যারা দুনিয়াতে অনেক কষ্ট এবং বালা-মুসিবতে পড়েছিল, তাদেরকে উপস্থিত করে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে বলবেন, তোমরা তাদেরকে জান্নাতের রঙে রঙিন করে দাও।

অজানা অনেক নিয়ামাহ থাকবে জান্নাতে

[২৪৮] সাহল ইবনু সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

فِيهَا مَالَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

(জান্নাতে এত অনেক অনেক নিয়ামাত থাকবে) যা কোনো চক্ষু দেখেনি। যা কোনো কানে শ্রবন করেনি। এবং কোনো মানুষের অন্তর এত নিয়ামতের কল্পনাও কখনো করেনি।[২৩৬]

জান্নাতের একটুখানি জায়গা

[২৪৯] সাহল ইবনু সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতে চাবুক রাখার পরিমান জায়গা দুনিয়া এবং তাতে যা কিছু আছে তার থেকেও উত্তম।[২৩৭]

জান্নাতীদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত হবে

[২৫০] সাহল ইবনু সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোকেরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের চেহারা পূর্ণিমা রাতের মতো জ্বলজ্বল করবে।[২৩৮]

[২৫১] সাহল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে তার মর্যাদা থাকবে অনেক। সর্বশেষ জান্নাতীকে বলা হবে, যা ইচ্ছে তুমি

---

[২৩৬] সহিহ। আস সুনান, ইবনু মাজাহ: ৪৩৩৮।

[২৩৭] সহিহ তাবরানি: ৬/১৬২।

[২৩৮] সহিহ তাবরানি: ৬/১৭৫।

আবেদন করতে পারো। তখন লোকটি মুচকি হাসি দিয়ে বলবে, (হে আমার রব) আপনি আমাকে এই এই জিনিষ দান করুন। তখন তাকে বলা হবে, তুমি যা আবেদন করেছ, তা তোমাকে দেওয়া হলো এবং তার সাথে আরো দিগুণ দেওয়া হলো।

[২৫২] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—আল্লাহ তাআলা যখন জান্নাত ও জাহান্নামকে সৃষ্টি করলেন, জিবরিলকে জান্নাতের দিকে প্রেরণ করে বললেন—জান্নাত দেখে এসো এবং জান্নাতীদের জন্য তাতে আমার তৈরি ব্যবস্থাপনাও দেখে এসো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—সুতরাং তিনি জান্নাতে আসলেন, জান্নাত এবং জান্নাতীদের জন্য তৈরি ব্যবস্থাপনাও দেখলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারপর আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে এসে বললেন, তোমার ইজ্জতের কসম, যে ব্যক্তিই জান্নাতের কথা শুনবে—সেই তাতে প্রবেশ করবে। সুতরাং নির্দেশ দিয়ে জান্নাতকে অপছন্দনীয় বস্তুর মাধ্যমে আচ্ছাদিত করা হলো। তারপর জিবরিলকে বললেন, আবার দেখে এসো—আমি জান্নাতীদের জন্য কী প্রস্তুত করেছি! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জিবরিল ফিরে আবার জান্নাতে গিয়ে দেখলেন—জান্নাত অপছন্দনীয় বস্তুর দ্বারা আবরিত। এবার তিনি ফিরে গিয়ে আল্লাহকে বললেন—তোমার ইজ্জতের শপথ, আমি তো এখন ভয় করছি, কেউ হয়তো তাতে প্রবেশ করবে না। এবার আল্লাহ তাআলা বললেন—জাহান্নামে যাও, তা দেখো এবং জাহান্নামিদের জন্য প্রস্তুতকৃত বস্তুগুলোও দেখো। তিনি দেখলেন, একটি আরেকটির ওপর চড়ার চেষ্টা করছে। সুতরাং তিনি আল্লাহর কাছে ফিরে গিয়ে বললেন—তোমার ইজ্জতের শপথ, জাহান্নামের কথা শুনে কেউ তাতে প্রবেশ করবে না। অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হলে জাহান্নামকে কামনীয় বস্তুর মাধ্যমে ঢেকে দেওয়া হলো। তারপর বললেন—জিবরিল, এবার গিয়ে জাহান্নাম দেখে এসো। জিবরিল আবার গেলেন। তারপর ফিরে এসে আল্লাহকে বললেন—আপনার ইজ্জতের কসম, আশঙ্কা করছি, হয়তো কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করা থেকে বাঁচতে পারবে না।[২৩১]

[২৩১] আস-সুনান, ইমাম তিরমিযি : ২৪৮৩।

জান্নাতীদের পরস্পরে সাক্ষাত-নিকেতন

ওপারে গিয়ে আবার দেখা হবে

[২৫৩] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—যখন জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন কতক কতকের সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা করবে। সাক্ষাতের পরে একজন অন্যজনকে জিজ্ঞাসা করবে, তুমি কি জানো যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের অমুক অন্যায়কে ক্ষমা করে দিয়েছেন? উত্তরে তার সাথী বলবে, হ্যাঁ, অমুক দিন আমরা অমুক স্থানে এই এই গুনাহ করেছিলাম, কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলাকে ডেকেছিলাম, ফলে আল্লাহ তাআলা আমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।[২৪০]

[২৫৪] শুফাই ইবনু মানে রাহিমাহুল্লাহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতীরা মাতায়া এবং বখতি উটের উপর সাওয়ারী হয়ে পরস্পর সাক্ষাত করবে। প্রতি শুক্রবারে তাদের নিকট লাগাম এবং জীন পরহিত ঘোড়া নিয়ে আসা হবে। যে ঘোড়া পেশাব-পায়খানা করবে না। তারা তাতে আরোহন করে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী জান্নাতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরা-ফেরা করবে।

অতঃপর মেঘমালার ন্যায় তাদের নিকট বিভিন্ন নিয়ামাহ আসতে থাকবে, যা কোনো চোখ অবলোকন করেনি এবং কোনো কানও শোনেনি। তখন জান্নাতীরা বলবে—তোমরা আমাদের বৃষ্টি বর্ষণ করো। ফলে তাদের আশা অনুযায়ী অনেক বৃষ্টি বর্ষণ হতে থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের মৃদু বাতাস প্রেরণ করবেন। সে বাতাসে মিশকের বিভিন্ন অংশ ঘোড়ার চুল এবং লেজে, মাথায় ঝুলে থাকবে। জান্নাতের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন রকম গদি থাকবে।

---

[২৪০] যয়িফ। আত তারগিব: ৪/৫৪৩।

জান্নাতী ব্যক্তির কাপড়েও মিশকের বিভিন্ন অংশ লেগে তোদের সমস্ত দেহ সুগন্ধিময় হয়ে যাবে।

অতঃপর তারা তাদের নিজ বাসস্থানের দিকে যাবে। তখন হুর স্ত্রীরা ডেকে ডেকে বলবে—হে আল্লাহর বান্দা, আমার প্রতি তোমার কোনো চাহিদা নেই? জান্নাতী ব্যক্তি বলবে—তুমি কে? আরি আমি কে? হুর স্ত্রী তখন তাকে বলবে, তুমি আমার প্রাণের স্বামী। তুমি আমার ভালোবাসা। জান্নাতী ব্যক্তি তখন বলবে, তোমার অবস্থান সর্ম্পকে তো আমাকে জানানো হয়নি(!) তখন হুর স্ত্রী বলবে, তুমি কি আল্লাহর সেই বাণী শোনোনি! যেখানে তিনি বলেছেন,

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

কেউ জানে না তার জন্য কৃতকর্মের কি কি নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে। (সুরা সাজদা : ১৭)

তখন জান্নাতী বলবে, হ্যাঁ, অবশ্যই আমি তো শুনেছি। অতঃপর তারা দু'জন সেখানে প্রায় চল্লিশ বছর পর্যন্ত আনন্দে লিপ্ত থাকবে।

পরস্পরের সাক্ষাতের বিবরণ

[২৫৫] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—জান্নাতীরা 'ঈছ এবং জাওন' নামক উটে আরোহন করে পরস্পরের সাথে সাক্ষাত করবে। সেই উটের উপর 'মিছ' নামক গাছের হাওদা থাকবে। মিশকের ধুলোবালি উটের নাক থেকে বিচ্ছুরিত হতে থাকবে। সেই উটের একটি জীন কিংবা লাগাম দুনিয়া এবং এতে যা কিছু আছে তার থেকেও অনেক দামী ও উত্তম।

শহিদগণের মর্যাদা

[২৫৬] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরিল আলাইহিস সালামকে

فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ

(শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে) ফলে আসমান এবং জমিনে যারা আছে, সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন। (সুরা যুমার: ৬৮)

এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন—হে জিবরিল, তারা কারা যারা আল্লাহর ইচ্ছায় কিয়ামতের বেহুশ হবে না? জবাবে জিবরিল আলাইহিস সালাম বললেন, তারা হলো শহিদগণ। যারা কিয়ামতের দিন তরবারি ঝুলন্ত অবস্থায় আরশের চারপাশে অবস্থান করবে। এই শহিদগণের সাথে হাশরের ময়দানে মুক্তাতুল্য ফেরেশতারা ঘোড়া নিয়ে সাক্ষাত করবে। যার দাত হবে শুভ্র এবং জীন হবে স্বর্ণের। হাওদা হবে রেশমের। তার লাগাম হবে রেশমের থেকেও অনেক নরম। তার লাগাম হবে চোখের দৃষ্টি পরিমান লম্বা।

অতঃপর (শহিদরা) জান্নাতে ঘোড়ার উপর আনন্দ-ফূর্তিতে ঘুড়তে থাকবে। তারা একসময় বলবে, আমাদেরকে আমাদের রবের কাছে নিয়ে চলো। আমরা আল্লাহর বিচার কার্য দেখবো। আল্লাহ তাদের (শহিদদের) দিকে দেখে হেসে দিবেন। তখন তাদের আর কোনো হিসেব-নিকাশ হবে না।

উড়ন্ত ঘোড়া

[২৫৭] হুসাইন ইবনু আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—জান্নাতে একটি গাছ থাকবে, যার উপর থেকে জোড়ায়-জোড়ায় বিভিন্ন রকমের কাপড় বের হবে। এবং তার (গাছের) নিচ থেকে স্বর্ণের অনেক ঘোড়া বের হবে। যার জীন এবং লাগাম হবে ইয়াকুত পাথরের। ঘোড়াগুলো কোনো রকম পেশাব-পায়খানা করবে না। তার থাকবে অনেক সুন্দর ডানা। চলার গতি হবে—চোখের দৃষ্টি সমপরিমান।

জান্নাতীরা সেই ঘোড়াতে আরোহন করবে। ঘোড়াগুলো তাদেরকে নিয়ে জান্নাতের বিভিন্ন জায়গায় উড়তে থাকবে। তখন নিম্নস্তরের জান্নাতী ব্যক্তিরা আল্লাহ তাআলাকে প্রশ্ন করবে—হে আমার রব, আমার ঐ ভাইয়েরা অত মহান মর্যাদা পেল কীভাবে? তখন তাদেরকে বলা হবে—তারা দুনিয়াতে আল্লাহকে বেশী স্মরণ করেছে। তোমরা যখন নিদ্রাতে মগ্ন ছিলে, তারা সালাত আদায়রত ছিল। আর তোমরা যখন আহারে মগ্ন ছিলে, তারা তখন রোজাদার

ছিল। তারা যখন আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেছিল, তখন তোমরা কৃপণতা করেছিলে। আর তারা যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিল, তখন তোমরা কাপুরুষতা দেখিয়েছিলে।[২৪১]

জান্নাতে ঘোড়াও থাকবে

[২৫৮] বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসুল! জান্নাতে ঘোড়া আছে কী? জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

إِنِ اللَّهُ أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ فَلاَ تَشَاءُ أَنْ تُحْمَلَ فِيهَا عَلَى فَرَسٍ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ يَطِيرُ بِكَ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ إِلاَّ فَعَلْتَ. قَالَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ فِي الْجَنَّةِ مِنْ إِبِلٍ قَالَ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ قَالَ إِنْ يُدْخِلْكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ يَكُنْ لَكَ فِيهَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ

আল্লাহ তাআলা (যদি) তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান এবং তুমি তাতে লাল পদ্মরাগ মনির ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হতে চাও আর তুমি জান্নাতের যেদিকে যেতে ইচ্ছা কর, সেদিকেই উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তিনি (রাবী) বলেন, আরেক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসুল! জান্নাতে উটও আছে কি? তিনি তার সাথীকে যে উত্তর দিয়েছিলেন তাকেও এরকম উত্তর না দিয়ে বলেন, আল্লাহ তাআলা যদি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান, তাহলে তোমার মন যা চাবে এবং চোখে যা ভালো লাগবে সবই পাবে।[২৪২]

[২৫৯] ইবনু সাবেত রাহিমাহুল্লাহ বলেন—এক ব্যক্তি নবিজির দরবারে এসে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসুল! জান্নাতে কি ঘোড়া থাকবে? আমার তো ঘোড়া অনেক পছন্দ। জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা যদি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান, তাহলে তুমি জান্নাতে যা

---

[২৪১] যয়িফ। হাদিউল আরওয়াহ, ইবনুল কায়্যিম: ১৯০।
[২৪২] মিশকাতুল মাসাবিহ: ৫৬৪২। যয়িফাহ: ১৯৮০।

চাইবে তাই পাবে। (তোমার যদি ঘোড়ায় আরোহন করতে মন চায়, তাহলে সেখানে) ইয়াকুত পাথরের ঘোড়ায় আরোহন করতে পারবে, সেই ঘোড়ার দু'টি ডানা আছে। ঘোড়াটি তোমাকে জান্নাতে নীল বাগানে নিয়ে ঘুরবে। তখন আরেকজন আরাবী ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রাসুল! জান্নাতে কি উট আছে? জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জান্নাতে সব আছে। যদি আল্লাহ তাআলা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান, তাহলে সেখানে তোমার মন যা চাইবে, তুমি তা-ই পাবে।[২৪৩]

[২৬০] আবদুল মুমিন ইবনু উবাইদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহু বলেন—এক ব্যক্তি হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহুকে জিজ্ঞাসা করল, হে হাসান বসরি, জান্নাতে কি ঘোড়া আছে? আমার ঘোড়াতে আরোহন করা খুব সখ? উত্তরে হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহু বললেন, হ্যাঁ, সবকিছু আছে। তোমার মন যা চাইবে, সেখানে তুমি তা-ই পাবে। আর তোমার চোখ যা কামনা করবে, সেখানে তুমি তা-ই পাবে।[২৪৪]

---

[২৪৩] যয়িফ। আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ২৫৪৩।

আবু ঈসা বলেন—এ হাদিসের সনদ তেমন শক্তিশালী নয়। আমরা কেবল উপরোক্ত সূত্রেই এটিকে আবু আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু আনহুর রিওয়ায়াত হিসাবে জানতে পেরেছি। আবু সাওরা হলেন আবু আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি হাদিসশাস্ত্রে দুর্বল। ইয়াহ্ইয়া ইবনু মাঈন তাকে অত্যন্ত দুর্বল রাবী বলে আখ্যায়িত করেছেন। আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি, এই আবু সাওরা মুনকার রাবী এবং আবু আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বহু মুনকার রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন যার সমর্থনযোগ্য কোন রিওয়ায়াত বিদ্যমান নেই।

[২৪৪] ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন: ৪/৫৪২।

জান্নাতে চাষাবাদ

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন কথা বলছিলেন, তখন তার কাছে জনৈক গ্রাম্য লোক ছিল। তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন, জান্নাতে এক ব্যক্তি তার রবের কাছে চাষাবাদ করার অনুমতি চাইবে। আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, তুমি যা চাও তা কি জান্নাতে নেই? সে বলবে, হাঁ, আছে। কিন্তু আমি চাষ করতে ভালোবাসি। সুতরাং সে বীজ বপন করবে, তা থেকে ফসল উদ্গত হবে, তা বড় হবে এবং কাটার উপযুক্ত হবে। পাহাড়ের মতো স্তুপকৃত ফসল হবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে আদমসন্তান! ঠিক আছে। কেননা, কোনো বস্তু তোমাকে তৃপ্ত করতে পারবে না। তখন গ্রাম্য লোকটি বলল—আল্লাহর কসম! সে হয়তো কোরেশি বা আনসারি হবে; কেননা, তারা চাষী, আমরা চাষী মানুষ নই। তার এমন কথায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে ফেললেন। [সহিহ বুখারি: ২১৭৭]

[২৬১] আবু আইয়ুব আল আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—জনৈক বেদুঈন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসুল! আমি তো ঘোড়া পছন্দ করি। বেহেশতে ঘোড়া আছে কি? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—তোমাকে যদি বেহেশতে প্রবেশ করানো হয় তাহলে মনি-মুক্তার একটি ঘোড়া তোমাকে দেয়া হবে। এর দু'টি ডানা থাকবে এবং তোমাকে এর পিঠে সওয়ার করানো হবে। তারপর তুমি যেদিকে যেতে চাও, সেটি তোমাকে নিয়ে সেদিকে উড়ে যাবে।[২৪৫]

[২৬২] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—হাউযে কাওসার প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, তা একটি ঝর্ণা, যা আল্লাহ তাআলা জান্নাতে আমাকে প্রদান করেছেন। এর পানি দুধের চেয়ে সাদা এবং মধুর চেয়ে মিষ্টি। এতে অনেক পাখি রয়েছে, যাদের ঘাড় উটের ঘাড়ের মতো উঁচু। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তাহলে তো এগুলা সতেজ হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যারা এগুলো আহার করবে, তারা আরো সুন্দর ও সুখী হবে।[২৪৬]

[২৪৫] নোট: জান্নাতে মোট দশ প্রকার প্রাণী থাকবে। বিভিন্ন হাদিসে বিভিন্ন প্রাণীর কথা বলা হয়েছে।

[২৪৬] আস সুনান, প্রাগুক্ত।

জান্নাতের বাজার

জান্নাতের বাজার

[২৬৩] আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতে বাজার থাকবে, তবে তাতে কোনো ধরণের ক্রয়-বিক্রয় হবে না। তবে সেই বাজারে পুরুষ-নারীদের আকৃতিতে বিভিন্ন লোক থাকবে, যদি কোনো পুরুষ কোনো হুরেইনকে কামনা করে, তাহলে সে সেখানে প্রবেশ করবে। জান্নাতে বিভিন্ন হুর রমণীরা থাকবে। হুর রমীনরা এমন আওয়াজ করবে, যা পৃথিবীর কেউ কোনোদিন শোনেনি। হুর রমণীরা বলতে থাকবে, আমরা চিরস্থায়ী। কখনো হারিয়ে যাবার নয়। আমরা সন্তুষ্টকারী, কখনো অসন্তুষ্টকারী নয়। আমরা হলাম সুখী নারী, কখনো নিরাশ কিংবা দুঃখ পাওয়ার নয়। সুসংবাদ ঐ সমস্ত পুরুষের জন্য, যে আমাদের জন্য। এবং আমরা তার জন্য।[২৪৭]

[২৬৪] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدْ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا فَيَقُولُونَ وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا

[২৪৭] দুর্বল। আল মুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ১০/১৫৬।

জান্নাতে একটি বাজার রয়েছে। প্রত্যেক জুমাবার জান্নাতীরা সেখানে জমায়েত হবে। তখন প্রবল বেগে উত্তরাবায়ু প্রবাহিত হবে। সেই বাতাস সকলের চেহারা ও পোশাকে লাগবে। যার কারণে তাদের সৌন্দর্য ও লাবণ্য বেড়ে যাবে। অতঃপর তারা এমন অবস্থায় পরিবারের কাছে ফিরে যাবে যে, তাদের সৌন্দর্য ও লাবণ্য থাকবে (পূর্বের চেয়ে) অনেকগুণ বেশি। যার কারণে তাদের পরিবার তাদেরকে বলবে, আল্লাহর কসম! আমাদের কাছ থেকে যাওয়ার পর তোমাদের সৌন্দর্য ও লাবণ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তখন জান্নাতীরা বলবে, আল্লাহর কসম, আমাদের অবর্তমানে তোমাদের সৌন্দর্য ও লাবণ্যও অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।[২৪৮]

[২৬৫] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু বলেন—জান্নাতীরা বলবে, আমাদেরকে বাজারের দিকে নিয়ে চলো। তাদেরকে জান্নাতে অবস্থিত একটি বালুর টিলার দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা সেই বাজার থেকে ফিরে এসে তাদের স্ত্রীদের কাছে বলবে, যেই সুগন্ধি নিয়ে আমরা তোমাদের কাছ থেকে বাজারের দিকে গিয়েছিলাম, সেই সুগন্ধি কি এখানো আমাদের মাঝে আছে? তখন তাদের স্ত্রীরা জবাব দিবে, তোমরা আমাদের থেকে যে সুঘ্রাণ নিয়ে বাজারে গিয়েছিলে, সেই সুঘ্রাণ এখানো তোমাদের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে। বরং আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

[২৬৬] আনাস ইবনু মালেক থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—জান্নাতে মিশকের ঘ্রাণের মত একটি বাজার আছে, যে বাজারে জান্নাতীরা ঘুরতে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা সে বাজারে সুগন্ধিময় বাতাস প্রেরণ করবেন। ঘুরাফেরা শেষ করে যখন জান্নাতীরা বাসায় ফিরবে, তখন তাদের স্ত্রীরা বলবে—আহা! তোমরা কী অপূর্ব সুগন্ধিময় নিয়ে এসেছো! এখন তোমরা আমাদের কাছে আরো সুন্দর হয়ে গেলে। পুরুষেরাও হুর রমণীদেরকে বলতে থাকবে, তোমাদেরকেও আরো বেশ সুন্দরী লাগছে।[২৪৯]

অন্য সনদে আছে—আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতে একটি বাজার থাকবে।

---

[২৪৮] সহিহ মুসলিম: ৫০৬১।
[২৪৯] আয যুহদ, ইবনুল মুবারক: ২৪১।

প্রত্যেক জুমআয় জান্নাতী লোকেরা এতে একত্রিত হবে। তারপর উত্তরদিকের বায়ু প্রবাহিত হয়ে সেখানকার ধুলোবালি তাদের মুখমণ্ডল ও পোশাক-পরিচ্ছদে গিয়ে লাগবে। এতে তাদের সৌন্দর্য এবং শরীরের রং আরো বেড়ে যাবে। তারপর তারা স্ব স্ব পরিবারের কাছে ফিরে আসবে। এসে দেখবে, তাদের শরীরের রং এবং সৌন্দর্যও বহু বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপর তাদের পরিবারের লোকেরা বলবে, আল্লাহর শপথ! আমাদের নিকট হতে যাবার পর তোমাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তরে তারাও বলবে, আল্লাহ শপথ! তোমাদের শরীরের সৌন্দর্য তোমাদের নিকট থেকে যাবার পর বহুগুণে বেড়ে গেছে।[২২০]

[২৬৭] যুহরী রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন—জান্নাতের বাজার কাপুরের সুগন্ধিময় একটি টিলাতে থাকবে।[২২১]

[[২২০]] সহিহ মুসলিম: ৭০৩৮।

[[২২১]] সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন—তিনি আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে দেখা করলে তিনি বললেন, আমি আল্লাহ তাআলার নিকটে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাকে ও তোমাকে জান্নাতের বাজারে একত্র করেন। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রাহিমাহুল্লাহ্ প্রশ্ন করেন, জান্নাতে কি বাজারও আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জানিয়েছেন যে, জান্নাতীরা জান্নাতে গিয়ে নিজ নিজ আমলের পরিমাণ ও মর্যাদা অনুযায়ী সেখানে জায়গা (মর্যাদা) পাবে। তারপর দুনিয়ার সময় অনুসারে জুমআর দিন তাদেরকে (তাদের রবের দর্শনের) অনুমতি দেয়া হবে এবং তারা তাদের রবকে দেখতে আসবে।

তাদের জন্য তাঁর আরশ প্রকাশিত হবে। জান্নাতের কোন এক বাগানে তাদের সামনে তাদের প্রভুর প্রকাশ ঘটবে। তাদের জন্য নূর, মণিমুক্তা, পদ্মরাগ মণি, যমরূদ ও সোনা-রূপা ইত্যাদির মিম্বারসমূহ রাখা হবে। তাদের মধ্যকার সবচাইতে নিম্নস্তরের জান্নাতীও মিশক ও কর্পূরের স্তুপের উপর আসন গ্রহণ করবে। তবে সেখানে কেউ হীন-নীচ হবে না। মিম্বারে আসীন ব্যক্তিগণকে তারা তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট ভাববে না। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সূর্য বা পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে তোমাদের কি কোন সন্দেহ হয়? আমরা বললাম, না। তিনি বললেনঃ ঠিক সে রকম তোমাদের রবের দেখাতেও কোন সন্দেহ থাকবে না। আর সে মজলিসের প্রত্যেক লোক আল্লাহ তাআলার সাথে কথা বলবে। এমনকি তিনি একে একে তাদের নাম ধরে ডেকে বলবেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! অমুক দিন তুমি এমন কথা বলেছিলে, মনে আছে কি? এভাবে তিনি তাকে দুনিয়ার কিছু নাফরমানী ও বিদ্রোহের কথা মনে করিয়ে দিবেন।

লোকটি তখন বলবে, হে আমার রব! আপনি কি আমাকে মাফ করেননি? তিনি বলবেনঃ, হ্যাঁ, আমার ক্ষমার বদৌলতেই তুমি এ জায়গাতে পৌঁছেছ। এই অবস্থায় হঠাৎ তাদের উপর

জান্নাতীদের গান-বাজনা

হুর রমণীদের গান

[২৬৮] আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمُجْتَمَعًا لِلْحُورِ الْعِينِ يُرَفِّعْنَ بِأَصْوَاتٍ لَمْ يَسْمَعِ الْخَلاَئِقُ مِثْلَهَا قَالَ يَقُلْنَ نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلاَ نَبِيدُ وَنَحْنُ

এক খন্ড মেঘ এসে তাদেরকে ছেয়ে ফেলবে এবং তা হতে তাদের উপর সুগন্ধি (বৃষ্টি) বর্ষিত হবে, যেরূপ সুগন্ধ তারা ইতিপূর্বে কখনো কিছুতে পায়নি। আমাদের রব বলবেন, উঠো! আমি তোমাদের সম্মানে যে মেহমানদারি প্রস্তুত করেছি সেদিকে অগ্রসর হও এবং যা কিছু পছন্দ হয় তা গ্রহণ কর। তখন আমরা একটি বাজারে এসে হাযির হব, যা ফেরেশতারা ঘিরে রাখবে। সেখানে এরূপ পণ্যসামগ্রী থাকবে, যা না কোন চোখ দেখেছে, না কোন কান শুনেছে এবং না কখনো অন্তরের কল্পনায় ভেসেছে। আমরা সেখানে যা চাইব, তাই তুলে দেয়া হবে। তবে বেচা-কেনা হবে না।

আর সে বাজারেই জান্নাতীরা একে অপরের সাথে দেখা করবে। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন জান্নাতী সামনে এগিয়ে তাঁর চাইতে অল্প মর্যাদাবান জান্নাতীর সাথে দেখা করবে। তবে সেখানে তাদের মধ্যে উঁচু-নীচু বলতে কিছু থাকবে না। তিনি তার পোশাক দেখে অস্থির হয়ে যাবেন। এ কথা শেষ হতে না হতেই তিনি মনে করতে থাকবেন যে, তার গায়ে আগের চাইতে উত্তম পোশাক দেখা যাচ্ছে। আর এরূপ এজন্যই হবে যে, সেখানে কারো দুঃখ-কষ্ট বা দুশ্চিন্তা স্পর্শ করবে না। তারপর আমরা নিজেদের স্থানে ফিরে আসব এবং নিজ নিজ স্ত্রীদের দেখা পাব। তারা তখন বলবে, মারহাবা, স্বাগতম! কি ব্যাপার! যে রূপ-সৌন্দর্য নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলে, তার চাইতে উত্তম সৌন্দর্য নিয়ে ফিরে এসেছ। আমরা বলব, আজ আমরা আমাদের আল্লাহ্ তাআলার সাথে মাজলিসে বসেছিলাম। কাজেই এ পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। আর এটাই ছিল স্বাভাবিক। [আস সুনান, ইবনু মাজাহ: ৪৩৩৬।; আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ২৫৪৯। আবু ঈসা বলেন—এ হাদিসটি গরিব। দুর্বল হাদিস।]

النَّاعِمَاتُ فَلاَ نَبْأَسُ وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلاَ نَسْخَطُ طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ

জান্নাতে আয়াতলোচনা হুরদের সমবেত হওয়ার একটি জায়গা রয়েছে। তারা সেখানে এমন সুরেলা আওয়াজে গান গাইবে, যেমন আওয়াজ কোন মাখলুক ইতিপূর্বে কখনো শুনেনি। তারা এই বলে গান গাইবে—আমরা তো চিরসঙ্গিনী, আমাদের ধ্বংস নেই। আমরা তো আনন্দ-উল্লাসের জন্যই, দুঃখ-কষ্ট নেই আমাদের। আমরা চির সন্তুষ্ট, আমরা কখনো অসন্তুষ্ট হব না। তাদের কতই না সৌভাগ্য যাদের জন্য আমরা এবং আমাদের জন্য যারা।[২৫২]

[২৬৯] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতের হুর রমণীরা খুব সুন্দর এবং মৃদু কণ্ঠে গান গাইতে থাকবে। তারা বলবে, আমরা সুন্দরী এবং ভালো নারী। আমাদের সম্মানিত স্বামীদের জন্য লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।[২৫৩]

গাছ এবং গায়িকাদের গান

[২৭০] সাইদ ইবনু আবি আইয়ুব বলেন, একজন কুরাঈশী ইবনু শিহাব রাহিমাহুল্লাহুকে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, জান্নাতে কি গায়ক-গায়িকা থাকবে? আমার তো গান খুব প্রিয়। জবাবে তিনি বললেন, ঐ সত্তার শপথ করে বলছি, যার হাতে আমি ইবনু শিহাবের জীবন! জান্নাতে একটি গাছ থাকবে। তার ফলগুলো হবে লুলুয়ু এবং যাবারযাদের। সেই গাছের নিচে সুন্দরী কুমারীরা বসে বসে হৃদয়ছোঁয়া গান গাইতে থাকবে। গানের সুরে সুরে বলতে থাকবে—আমরা হলাম সচ্চরিত্র ও সুন্দরীর দল, সম্মানিত সম্প্রদায়ের স্ত্রী। যে স্ত্রীরা শীতল নজরে দৃষ্টিপাত করে। তারা গানে গানে আরো বলবে, আমরা চিরদিনই থাকবো, কখনো ধ্বংস হবো না। আমরা সন্তুষ্টচিত্ত থাকবো, কখনো রাগান্বিত হবো না। যখন সেই বৃক্ষ গায়িকাদের গান শুনবে, তখন বৃক্ষটির একটি ডাল অপরটির সাথে সংমিশ্রণ হয়ে অনেক সুন্দর আওয়াজ করতে

---

[২৫২] মিশকাতুল মাসাবিহ: ৫৬৪৯।

[২৫৩] তারিখে কাবির, ইমাম বুখারি, তারগিব: ৪/৫৩৮।

থাকবে। সে সময় কুমারীরা বলবে—গাছের আওয়াজ অনেক সুন্দর নারী কুমারীদের গান অনেক সুন্দর হবে। (মাতাল হয়ে যাওয়ার মত।)

[২৭১] খালিদ ইবনু ইয়াযিদ রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতে খুব সুন্দর হুর রমণী থাকবে, যারা মৃদু কণ্ঠে স্বামীদেরকে গান গেয়ে শোনাবে। তারা গাইতে থাকবে, আমরা হলাম সুন্দর নারী, সুখে রাখি প্রিয়তমদেরকে। আলতো সোহাগে জয় করে রাখবো স্বামীদের মন। আমাদেরকে নির্ধারণ করা হয়েছে নবযুবক স্বামীদের জন্য। আমরা চিরস্থায়ী, কখনো হারিয়ে যাবার নয়। আমরা নিয়ামতপ্রাপ্তা, কখনো নিরাশ হবার নয়। আমরা সন্তুষ্ট হবার, কখনো অসন্তুষ্ট হবার নয়। আমরা হলাম সর্বদা অবস্থানকারী, কখনো দূরে থাকার নয়। তাদের সিনায় লিখা থাকবে, তুমি জীবিত। আমি তোমার ভালোবাসার প্রিয়তমা। আমাকে আমি তোমার কাছে সঁপে দিলাম। আমার সমস্ত ভালোবাসা একমাত্র তোমার জন্য। আমার চোখ তোমার মত আর কাউকে খুঁজবে না। আমি তোমারই হয়ে রবো জনম-জনম।[২৫৪]

[২৭২] আল্লাহ তাআলার বাণী:

> যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও নেক আমল করেছে, তারা জান্নাতে সমাদৃত হবে। (সুরা রূম : ১৫)

এই আয়াতের ব্যাখ্যাতে ইবনু কাছির রাহিমাহুল্লাহু বলেন—এখানে জান্নাতের গান এবং মজা-মাস্তি উদ্দেশ্য।

জান্নাতীদেরকে ইসরাফিল আ. গান গেয়ে শোনাবে

[২৭৩] আওযাঈ রাহিমাহুল্লাহু বলেন—মহান আল্লাহ তাআলা ইসরাফিল আলাইহিস সালাম থেকে সুন্দর আওয়াজকে অনেক সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কণ্ঠে এক ধরণের মায়া লুকায়িত আছে। তাঁর আওয়াজের মত এত সুন্দর আর কোনো আওয়াজ সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ তাআলা ইসরাফিল আলাইহিস সালামকে জান্নাতীদেরকে গান গেয়ে শোনাতে আদেশ করবেন। তিনি জান্নাতীদেরকে মধুর কণ্ঠে গান গেয়ে শোনাবেন।

---

[২৫৪] তাফসিরে তাবারি: ২১/১৮।

হৃদয়কাড়া মৃদু আওয়াজ

[২৭৪] আবি লুবাবাহ রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতের মধ্যে কিছু গাছ আছে, যার ফল হবে ইয়াকুত এবং লুলুয়ু ও যাবারযাদের। এরপরে সেখানে আল্লাহ তাআলা একটি বাতাস প্রেরণ করবেন, যে বাতাস জান্নাতের ফলের সাথে মিলে একাকার হয়ে একটি আওয়াজ সৃষ্টি হবে। যে আওয়াজটা অনেক মধুর এবং আরামদায়ক হবে। জান্নাতীরা এমন আওয়াজ শুনে অস্থির হয়ে যাবে। কারণ এর মত এত সুন্দর আওয়াজ পৃথিবীতে মানুষ কোনোদিন শোনেনি।

[২৭৫] ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন—জান্নাতে একটি গাছের ছায়া এত দীর্ঘ হবে যে, একজন আরোহী একশ বছর পর্যন্ত সাওয়ারী চালাতে পারবে (তবুও ছায়া অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না)। গাছের ছায়াতে জান্নাতীরা চলার সময়ে দুনিয়ার বিভিন্ন আনন্দের কথা মনে পড়ে যাবে। ফলে একজন অন্যজনকে দুনিয়ার বিভিন্ন খেলাধুলা ও দুষ্টুমির কথা বলতে থাকবে। তখন আল্লাহ তাআলা একটি মৃদু বাতাসকে প্রেরণ করবেন, সে বাতাস গাছের ফলের সাথে সংমিশ্রণ হয়ে দুনিয়ার সব খেলাধুলা স্মরণ হয়ে যাবে।[২৫৫]

[২৭৬] সাইদ আল হারেসী রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতে একটি বৃক্ষ থাকবে, যার ডালপালা হবে স্বর্ণের। এবং ফলগুলো হবে লুলুয়ু মুক্তার। যখন-ই জান্নাতীরা গান শুনতে ইচ্ছে করবে, তখন আল্লাহ তাআলা সেখানে একটি নির্মল বাতাস প্রেরণ করবেন, যে বাতাসে অনেক সুন্দর আওয়াজ হবে। জান্নাতীরা তা বসে বসে উপভোগ করতে থাকবে।

হুর রমণীদের পাগল করা গান

[২৭৭] ইয়াহইয়া ইবনু কাছির রাহিমাহুল্লাহু বলেন, জান্নাতের হুর রমণীরা জান্নাতের দরজায় জান্নাতী পুরুষদের সাথে সাক্ষাত হলে বলবে, আমরা কতকাল তোমাদের অপেক্ষায় ছিলাম! তোমাদের অপেক্ষা করতে করতে আমাদের শত জনম কেটে গেল, তোমরা এখন আমাদের কাছে এসেছো। সুতরাং, আমরা চিরস্থায়ীভাবে থাকেবা, কখনো তোমাদেরকে ফেলে হারিয়ে যাবো না। আমরা নিয়ামতপ্রাপ্তা, কখনো নিরাশ হবো না। আমরা সন্তুষ্ট হবার,

---

[২৫৫] আদ-দুররুল মানসুর: ৫/১৫৩।

কখনো অসন্তুষ্ট হবার নয়। আরো খুব সুন্দর এবং মৃদু আওয়াজে তুমি হুর রমণীকে বলতে শুনবে, (হে আমার স্বামী!) তুমি আমার প্রেম। আমি তোমার ভালোবাসা। তুমি ছাড়া আর অন্য কাউকে আমি চাই না। তুমি আমার, আমি তোমার।[২৫৬]

[২৭৮] মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, কিয়ামতের দিন একজন ঘোষক ঘোষণা করে বলতে থাকেবে—ঐ সমস্ত লোক আজ কোথায়? যারা দুনিয়াতে খেলাধুলা, গান এবং নৃত্যানুষ্ঠানের জন্য পাগল ছিল? যাও আজ তোমরা এপারের সর্বসুখ অনুধাবন করার জন্য সুগন্ধিময় বাগানে অবস্থান করো। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে ডেকে বলবেন, হে ফেরেশতারা! আজ তোমরা আমার এই গান-পাগলা বান্দাদেরেকে আমার উত্তম গুণাবলীর গান শোনাও।[২৫৭]

[২৫৬] যয়িফ। আদ-দুররুল মানসুর: ৪/১৫৩।
[২৫৭] হাদিউল আরওয়াহ, ইবনুল কায়্যিম: ১৮৪।

জান্নাতীদের সহবাস

জান্নাতীদের সহবাস

[২৭৯] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল! জান্নাতীরা কি তাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করবে?' উত্তরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, জান্নাতীরা পরস্পর সহবাস করবে, তাদের পুরুষাঙ্গ বিরক্ত হবে না এবং মহিলাদের লজ্জাস্থানও লুকায়িত হবে না। জান্নাতীরা অনেক খাহেশাতের সাথে সহবাস করবে। তাদের শক্তি কখনো দূর হবে না।[২৫৮]

[২৮০] আবি উমামা রাহিমাহুল্লাহু রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, জান্নাতীরা কি সহবাস করবে? উত্তরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—হ্যাঁ। তাদের সহবাসের অনেক শক্তি থাকবে। কিন্তু তাদের কোনো বীর্য থাকবে না।[২৫৯]

[২৮১] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْجِمَاعِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ يُعْطَى قُوَّةَ مِائَةٍ .

জান্নাতে মুমিনকে সঙ্গমের এমন এমন শক্তি প্রদান করা হবে। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, জান্নাতীরা কি এমন শক্তি পাবে? নবিজি

[২৫৮] গরিব হাদিস। মাহজমাউয যাওয়াদে: ১০/৪১৬।

[২৫৯] যয়িফ। মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১০/৪১৬।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—একশো পুরুষের শক্তি পাবে।[২৬০]

[২৮২] ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন—নবিজিকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল! আমি কি জান্নাতে আমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করতে পারবো?' জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—সেই আল্লাহর হাতে আমার হৃদয়, তার শপথ করে বলছি, জান্নাতীরা এক সকালে প্রায় একশ অবিবাহিত নারীদের সাথে সহবাস করতে পারবে।[২৬১]

[২৮৩] আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِي سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِي

---

[২৬০] আস-সুনান, ইমাম তিরমিযি: ২৪৫৯।

[২৬১] যয়িফ। আল ইতহাফ:১০/৫৪৫৫। সহিহ সনদে বর্ণিত আছে। আবু সাঈদ খুদরি এবং আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يُنَادِي مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ{ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ }

একজন আহ্বান করবে—তোমাদের জন্য সুস্থতার ফায়সালা করা হয়েছে, সুতরাং কখনো অসুস্থ হবে না। তোমাদের জন্য জীবনের ফায়সালা করা হয়েছে, সুতরাং কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। তোমাদের জন্য যৌবনের ফায়সালা করা হয়েছে, সুতরাং কখনো বৃদ্ধ হবে না। তোমাদের জন্য ধনাঢ্যতার ফায়সালা করা হয়েছে, সুতরাং কখনো দুঃস্থ হবে না। এটাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَ نُوْدُوْا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

আওয়াজ আসবে—এটি জান্নাত। তোমরা এর উত্তরাধিকারী হলে তোমাদের কর্মের প্রতিদানে। [সুরা আরাফ: ৪৩]

কোন মুমিন লোক যদি জান্নাতে সন্তানের আকাঙ্ক্ষা করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার স্ত্রী গর্ভধারণ করবে ও সন্তান প্রসব করবে এবং সন্তানটি হবে বয়সে যুবক। তার ইচ্ছা অনুযায়ী মুহূর্তের মধ্যেই এসব হয়ে যাবে।[২৬২]

জান্নাতীদের কোনো পেশাব-পায়খানা হবে না

[২৮৪] সালাম আল আসওয়াদ বলেন, আমি আবু উমামাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন—এক ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, জান্নাতীরা কি বিবাহ করবে? জান্নাতীরা কি আহার করবে? উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেই আল্লাহর হাতে আমার হৃদয়, তার শপথ করে বলছি—জান্নাতীরা জান্নাতে আহার এবং সহবাস সবকিছু করবে। লোকেরা তখন জিজ্ঞেস করল, তাহলে তাদের খাবারগুলো কোথায় যাবে? (তাদেরে কি পায়খানা হবে না?) জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—জান্নাতীরা কখনো বয়োবৃদ্ধ হবে না এবং পায়খানা-পেশাবও করবে না। তবে তাদের চামড়া দিয়ে সুগন্ধিময় ঘাম ঝরতে থাকবে।[২৬৩]

[২৮৫] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কোনো একজন ব্যক্তিকে জান্নাতে ঐটা দেওয়া হবে। এই এই জিনিষ দেওয়া হবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমাদের জন্য কি তা সম্ভব হবে? জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একশ জনের শক্তি একজন পুরুষকে দেওয়া হবে।[২৬৪]

[২৮৬] আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—এক ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, জান্নাতীরা কি বিবাহ করবে? জান্নাতীরা কি আহার করবে? উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেই আল্লাহর হাতে আমার হৃদয়, তার শপথ করে বলছি—জান্নাতীরা জান্নাতে আহার এবং সহবাস সবকিছু করবে। লোকেরা তখন জিজ্ঞেস করল,

---

[২৬২] প্রাগুক্ত।

[২৬৩] হাসান। প্রাগুক্ত: ৯৯।

[২৬৪] গরিব হাদিস। আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ২৫৩৬।

তাহলে তাদের খাবারগুলো কোথায় যাবে? (তাদেরে কি পায়খানা হবে না?) জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—জান্নাতীরা কখনো বয়োবৃদ্ধ হবে না এবং পায়খানা-পেশাবও করবে না। তবে তাদের চামড়া দিয়ে সুগন্ধিময় ঘাম ঝরতে থাকবে।[২৬৫]

[২৮৭] আল্লাহ তাআলার বাণী:

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ

নিশ্চয় জান্নাতীরা সেদিন আপন ব্যস্ততায় মগ্ন থাকবে।[২৬৬]

এই আয়াতের ব্যাখ্যাতে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন—জান্নাতীরা কুমারী নারীদের সাথে আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত থাকবে।

[২৮৮] সাইদ ইবনু জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—জান্নাতী পুরুষেরা প্রায় সত্তর গজ লম্বা হবে এবং নারীরা হবে ত্রিশ গজ লম্বা। তাদের বসার স্থান হবে বড় উঠোনের ন্যায়। জান্নাতীদের কাম-উত্তেজনা তার দেহে সত্তর বছর পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে।[২৬৭]

জান্নাতীর বিয়ে

[২৮৯] আবদুর রহমান ইবনু সাবিত রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতী ব্যক্তি পাঁচ শত হুর, চার হাজার কুমারী নারী, আট হাজার অকুমারী নারীদেরকে বিয়ে করবে। তাদের প্রত্যেকের সাথে দুনিয়ার বয়সের পরিমান সহবাস করতে থাকবে। তবুও তার কাম-উত্তেজনা শেষ হবে না।

জান্নাতীদের কাছে (খাবারের) একটি পিয়ালা দেওয়া হবে, সে তার থেকে দুনিয়ার বয়সের সমপরিমান স্বাদ ভোগ করতে থাকবে। তবুও তার স্বাদ শেষ হবে না।[২৬৮]

---

[২৬৫] হাসান। প্রাগুক্ত: ৯৯।
[২৬৬] সূরা ইয়াসিন: ৫৫।
[২৬৭] হিলইয়াতুল আউলিয়া: ৪/২৭৮।
[২৬৮] সহিহ। সিফাতুল জান্নাহ, আবু নুআইম: ৩২৭।

[২৯০] আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِي سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِي.

মুমিন ব্যক্তি জান্নাতে যখন সন্তান চাইবে, তখন তার চাওয়া মাফিক মুহূর্তেই গর্ভসঞ্চার হবে, সন্তান প্রসব হবে এবং বয়স্ক হবে।[২৬৯]

জান্নাতীদের স্ত্রী

[২৯১] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, লোকজন যখন আলোচনা করতে লাগল যে, জান্নাতে পুরুষ বেশি নাকি নারী? তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ.

প্রত্যেক পুরুষ পাবে দুজন স্ত্রী, যাদের মাংসের নিচ দিয়ে পায়ের অস্থিমজ্জা দেখা যাবে। জান্নাতে কোনো অবিবাহিত মানুষ থাকবে না।[২৭০]

[২৯২] ইবরাহিম আন নাখঈ রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতীদের বিয়ে-শাদী হবে তাদের চাহিদানুপাতে। যে যেমন স্বামী চাইবে, তাকে তেমন স্বামী দেয়া হবে। আবার যেমন স্ত্রী কামনা করবে, তাকে তেমন স্ত্রী-ই দান করা হবে। তাদের কোনো সন্তানাদির টেনশন থাকবে না। যখনই স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের দিকে তাকাবে, তাদের মাঝে নতুন করে উদ্যমতা সৃষ্টি হবে।[২৭১]

---

[২৬৯] আস-সুনান, ইমাম তিরমিযি : ২৪৮৭।

[২৭০] সহিহ মুসলিম: ৫০৬২।

[২৭১] আয যুহদ, ইমাম হান্নাদ: ১১০।

জান্নাতীদের উপহার

[২৯৩] আবদুর রহমান ইবনু সাবিত রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতীদের নিকট আল্লাহর পক্ষ একজন ফেরেশতা উপঢৌকন নিয়ে আসবে। ঐ ফেরেশতার কাছে একশ জোড়া কাপড় থাকবে। জান্নাতী ব্যক্তি ফেরেশতাকে বলবে, আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে এর পূর্বে এত উত্তম কোনো জিনিষ আর আসেনি। তখন ফেরেশতা বলবে, এই সামান্য উপঢৌকনেই কি তুমি মুগ্ধ হয়ে গেলে? জান্নাতী বলবে, হ্যাঁ। এরপরে ফেরেশতারা তার নিকটতম বৃক্ষকে বলবে—হে বৃক্ষ, তুমি তাকে তার চাহিদানুযায়ী দিতে থাকো।[২৭২]

[২৯৪] আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতী ব্যক্তি হেলান দিয়ে জান্নাতে বসে প্রায় সত্তর বছর কাটিয়ে দিবে। এর আগে সে স্থান ত্যাগ করবে না। তখন সেখানে একজন নারী এসে জান্নাতী ব্যক্তির কাঁধে হাত রাখবে। হুরের হাতের কোমল স্পর্শ পেয়ে হুরের গালের দিকে তাকাবে। তখন সে দেখবে তার গালে লুলু মনিমুক্তা ঝলঝল করছে, যা পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যাবে। হুর রমণী মৃদুসুরে এসে জান্নাতী পুরুষকে সালাম করবে। সালামের জবাব দিয়ে জান্নাতী ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করবে তুমি কে গো? জবাবে হুর বলবে, আমি হলাম তোমার জন্য নিয়ামত। হুরের পরনে প্রায় সত্তর ডিজাইনের কাপড় থাকবে। তার সর্বনিম্ন কাপড় হলো নোমান (সুতীর এক প্রকার) কাপড়। তখন জান্নাতী ব্যক্তি ঐ হুরের দিকে তাকালে কাপড়ের নিচ থেকে পায়ের ভিতরের মগজগুলোও দেখা যাবে। হুরের শরীরে থাকবে বিভিন্ন মুনিমুক্তা। সেই মুনিমুক্তার সবচে' নিম্নমানের যেটা, সেটার আলো এত বেশী যে, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সবকিছু দেখা যাবে।[২৭৩]

[২৯৫] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[২৭২] প্রাগুক্ত: ২১১।
[২৭৩] আত তারগিব ওয়াত তারহিব: ৪/৫২৯।

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ طَلَعَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا بِرِيحِهَا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমি মুহাম্মাদের প্রাণ! যদি দুনিয়াতে জান্নাতী কোনো নারী উঁকি মেরে তাকাতো, তাহলে জান্নাত ও জমিনের মাঝে যা কিছু আছে, সবই দেখা যেত। এবং তার সুগন্ধির মাধ্যমে দুনিয়া এবং আখিরাত পূর্ণ হয়ে যাবে। জান্নাতী হুরের মাথার একটি উড়না দুনিয়া এবং আখিরাতে যা কিছু আছে তার থেকেও অনেক উত্তম।[২৭৪]

[২৯৬] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন,

وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .

যদি জান্নাতী কোনো নারী জমিনবাসীর প্রতি উঁকি দেয়, তাহলে আকাশ ও জমিনের মাঝে সম্পূর্ণটা আলোকিত হয়ে যাবে, সুগন্ধিতে ভরে যাবে, তাদের মাথার ওড়না দুনিয়া ও তার মাঝের সমস্ত কিছুর চেয়ে উত্তম।[২৭৫]

দুনিয়ার নারীদের শ্রেষ্ঠত্ব

[২৯৭] হিব্বান ইবনু আবি হাবালাহ রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতী নারীদেরকে জান্নাতী হুরদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হবে।[২৭৬]

[২৭৪] সহিহ। আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ১৬৫১।

[২৭৫] সহিহ বুখারি: ২৫৮৭।

[২৭৬] আয যুহদ, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক: ২৫৫।

জান্নাতে কেউ বৃদ্ধা থাকবে না

[২৯৮] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর বাণী:

আমি তাদের বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছি।[২৭৭]

প্রসঙ্গে বলেন—যেসব নারী পৃথিবীতে বৃদ্ধা, ছানি পড়া চোখ বা দুর্বল দৃষ্টিসম্পন্ন তারা (জান্নাতে) বাড়ন্ত বয়সের তরুণীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[২৭৮]

[২৯৯] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[২৭৭] সুরা ওয়াকিয়া: ৩৫।

[২৭৮] আবু ঈসা বলেন, এ হাদিসটি হাসান গরিব। আমারা শুধু মূসা ইবনু উবাইদার রিওয়ায়াত হিসেবে এ হাদিস মারফু হিসেবে জেনেছি। মুসা ইবনু উবাইদা ও ইয়াযিদ ইবনু আবান আর-রাকাশী উভয়ে হাদিস শাস্ত্রে দুর্বল বলে সমালোচিত। [দুর্বল। আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ৩২৯৬।]

অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে,

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أَتَتْ عَجُوزٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ، فَقَالَ: يَا أُمَّ فُلَانٍ، إِنَّ الْجَنَّةَ لا تَدْخُلُهَا عَجُوزٌ، قَالَ: فَوَلَّتْ تَبْكِي فَقَالَ: أَخْبِرُوهَا أَنَّهَا لا تَدْخُلُهَا وَهِيَ عَجُوزٌ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً{৩৫} فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا {৩৬} عُرُبًا أَتْرَابًا. سورة الواقعة آية.

হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—একবার এক বৃদ্ধা মহিলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তিনি বললেন, ওহে! কোন বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, (তা শুনে) সে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে এ মর্মে খবর দাও যে, তুমি বৃদ্ধাবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আমি তাদেরকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছি। আর তাদেরকে করেছি কুমারী। [(সুরা ওয়াকিয়া: ৩৬)। শারহুস সুন্নাহ: ৩৬০৬। শামায়েলে তিরমিযি: ১৭৯। হাদিসের মান: সহিহ।]

أَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ كُحْلٌ لَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ

জান্নাতীরা হবে লোমমুক্ত নবযুবক, সুরমামাখা। তাদের যৌবন শেষ হবে না এবং তাদের পোশাক পুরাতন হবে না।[২৭৯]

[৩০০] মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً

জান্নাতীরা সেখানে লোমহীন, নবযুবক ও সুরমামাখা হয়ে প্রবেশ করবে। তারা হবে ত্রিশ বছর বা তেত্রিশ বছরের যুবক।[২৮০]

হুর রমণীর সৌন্দর্য

[৩০১] আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যদি জান্নাতী কোনো নারী দুনিয়াতে উঁকি মেরে তাকাত, তাহলে হুরের আলো দ্বারা সূর্যের কিরণ ম্লান হয়ে যেত। এবং জান্নাতী হুরের সুগন্ধি দুনিয়া এবং আখিরাতের থেকেও পাওয়া যেত। জান্নাতী হুরের একটি উড়না দুনিয়া এবং আখিরাতে যা কিছু আছে, তার থেকেও অনেক উত্তম।[২৮১]

[৩০২] সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাহিমাহুল্লাহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَوْ أَنَّ مَا يُقِلُّ ظُفُرٌ مِمَّا فِي الْجَنَّةِ بَدَا لَتَزَخْرَفَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا أَسَاوِرُهُ لَطَمَسَ ضَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النُّجُومِ

---

[২৭৯] আস-সুনান, ইমাম তিরমিযি: ৮৭৪৭।

[২৮০] আস-সুনান, ইমাম তিরমিযি: ২৪৬৮।

[২৮১] সহিহ। সনদ যয়িফ। আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ১৬৫১।

যদি জান্নাতের কোন জিনিসের এক চিমটি পরিমাণও (পৃথিবীতে) আসতে পারতো তাহলে আসমান-জমিন সকল স্থান আলোকিত ও সৌন্দর্যমন্ডিত হয়ে যেতো। কোন জান্নাতী যদি দুনিয়াতে উঁকি দিত এবং তার হস্তালংকার প্রকাশিত হয়ে পড়তো তাহলে তা সূর্যের আলোকে নিস্তেজ করে দিত যেভাবে সূর্যের আলো নক্ষত্রসমূহের আলোকে নিস্তেজ করে দেয়।[২৮২]

[৩০৩] ইকরিমা রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতীরা অনেক শুভ্র এবং স্বচ্ছ হবে। ফলে জান্নাতী পুরুষের চেহারা তার সঙ্গী (হুর রমণীর) চেহারাতে দেখা যাবে। এমনিভাবে নারীর চেহারাও পুরুষের চেহারাতে দেখা যাবে। নারীর চেহারা পুরুষের গলায় এবং পুরুষের গলায় নারীর চেহারা দেখা যাবে। জান্নাতী পুরুষের চেহারা নারীর কব্জির মধ্যে এবং নারীর চেহারা পুরষের বাহুতে দেখা যাবে। নারীদের পরনে থাকবে পোযাক। যা প্রতিটি ঘন্টায় সত্তর রঙে রাঙায়িত হবে।[২৮৩]

[৩০৪] আল্লাহ্ তাআলার বাণী:

وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ

জান্নাতে তাদের জন্য থাকবে পবিত্র স্ত্রীগণ।[২৮৪]

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহু বলেন, জান্নাতী হুরদের কোনো মাসিক, পেশাব-পায়খানা, সন্তান-সন্তুতি, শ্লেষমা কিছুই হবে না। জান্নাতী হুরেরা এসব থেকে থাকবে মুক্ত।[২৮৫]

[২৮২] সহিহ। মিশকাতুল মাসাবিহ: ৫৬৩৭।

নোট: আবু ঈসা রাহিমাহুল্লাহু বলেন, এই হাদিসটি গরিব। এই হাদিসটি শুধুমাত্র ইবনু লাহিয়ার বর্ণনা হিসাবে আমরা জেনেছি। জামে আত-তিরমিযি: ২৫৩৮।

[২৮৩] আয যুহদ, ইমাম ইবনুল মুবারক: ২৫৯।

[২৮৪] সূরা বাকারা:৩৫।

[২৮৫] আয যুহদ, ইমাম ইবনুল মুবারক: ২৪৩।

হুরেইন : জুড়িয়ে দিবে জীবন

মুমিন ব্যক্তি জান্নাতে অনেক হুরেইনকে বিবাহ করতে পারবে

[৩০৫] মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াসার বলেন, আমাকে কালবি বলেছেন—মুমিন ব্যক্তি জান্নাতে চার হাজার কুমারী নারী, আট হাজার অকুমারী এবং পাঁচ হাজার হুরকে বিয়ে করবে।[২৮৬]

[৩০৬] সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন—মুমিন ব্যক্তি যখন জান্নাতে বিয়ে করার ইচ্ছা করবে, তখনই তার সামনে কুমারী যুবতী নারীরা উপস্থিত হয়ে যাবে। অতঃপর যাকে ইচ্ছে তার সাথে সে আনন্দ-উল্লাস করতে পরবে।[২৮৭]

[৩০৭] ইয়াযিদ আর রাক্কাসি বলেন—যদি জান্নাতী হুরের একটি কব্জি দুনিয়াতে প্রকাশ পেত, তাহলে জান্নাতী হুরের কব্জির সৌন্দর্য এবং নূরে এই দুনিয়ার সুর্যের আলো ম্লান হয়ে যেত।[২৮৮]

[৩০৮] শাহর ইবনু হাওশাব রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতী প্রবেশের পরে মুমিন ব্যক্তি হুরদের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে বলতে প্রায় চল্লিশ বছর কাটিয়ে দিবে, তবুও সে টের পাবে না যে কত বছর তাদের মাঝে কেটে গেল। এরপরে মুমিন ব্যক্তি হুরের দিকে এক পলক তাকাবে। অবাক হয়ে হুরকে বলবে, তুমি কি আমার কপালে জুটবে? তোমাকে কি আমি পাবো?

---

[২৮৬] হাদিস: গরিব। সনদ: দুর্বল। সনদে একজন রাবী মিথ্যা অপবাদে রোপিত আছে।

[২৮৭] আল মুসনাদ, ইমাম আহমাদ, আল ইতহাফ: ১০/৫৪৬।

[২৮৮] আয যুহদ, ইমাম হান্নাদ: ১১৭।

[৩০৯] সাবিত আল বুনানি রাহিমাহুল্লাহু বলেন—কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের থেকে যখন হিসাব-নিকাশ নিবেন, তখন তাদের স্ত্রীগণ উপরে উঠতে থাকবে। যখন আল্লাহ তাআলা হিশাব-নিকাশ শেষ করবেন, তখন তাদেরকে ডেকে বলা হবে, অমুক, অমুকের স্ত্রী। আবার কোনো হুরেরা বলবে, এই মুমিন হলো আমার স্বামী।[২৮৯]

[৩১০] সাবিত আল বুনানি রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতের সিংহাসনে প্রায় সত্তর বছর পর্যন্ত হেলান দিয়ে বসে থাকবে। তার চরপাশে অনেক খাদিম এবং হুরেরা থাকবে। যখন স্বামীহীন কিছু হুরেরা এত সুন্দর ও প্রেমময় চিত্র দেখবে, তখন বলতে থাকবে—হে অমুক! আমাদের কপালে কি তোমার মত স্বামী জুটবে?[২৯০]

[৩১১] মুহাম্মাদ ইবনু সাদ বলেন, আবু জাবিয়া রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতীদের উপর মেঘমালারা ছায়া দান করে বলবে, হে জান্নাতীরা, আমি তোমাদের উপর কোন জিনিষ বর্ষণ করবো? তখন জান্নাতীদের কেউ কেউ বলবে, তুমি আমাদের উপর সমবয়স্কা, পূর্ণযৌবনা তরুণী বর্ষণ করো।[২৯১]

[৩১২] ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—জান্নাতী হুরদের থুথুতে কোনো দূর্গন্ধ থাকবে না। তাদের থুথু হবে অনেক মিষ্টান্ন। এমনকি যদি জান্নাতী কোনো এক হুর সাতসমুদ্রে থুথু ফেলে, তাহলে সেই সাত সমুদ্র মধু থেকেও মিষ্টান্ন হয়ে যাবে।[২৯২]

[২৮৯] আদ দুররুল মানসুর: ৪/২২২।
[২৯০] আদ দুররুল মানসুর: ৪/২২২।
[২৯১] আয যুহদ, ইবনুল মুবারক: ২৪০।
[২৯২] আত তারগিব ওয়াত তারহিব: ৪/৫৩৫।

হুরেইনের গুণাগুণ

[৩১৩] ওয়ালিদ ইবনু আবদাতা রাহিমাহুল্লাহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরিল আলাইহিস সালামকে বললেন—তুমি আমাকে হুরেইনদের কাছে নিয়ে চলো। জিবরিল আলাইহিস সালাম নবিজিকে নিয়ে হুরদের কাছে নিয়ে গেল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন—তোমরা কারা? তারা বলল, আমরা হলাম এমন পুরুষদের কুমারী স্ত্রী, যারা আমাদের আমাদের কাছে অবস্থান করবে। আমাদের থেকে কখনো দূরে সরে যাবে না। (সে সমস্ত পুরুষেরা) পূর্ণ যুবক থাকবে, তারা কখনো বয়োবৃদ্ধ হবে না। যারা সর্বদা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে, কখনো ধুলোমলিন হবে না।[২১৩]

[৩১৪] মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহু বলেন—হুরেইনদেরকে যাফরান থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।[২১৪]

চক্ষু দু'টো কাজল কালো

[৩১৫] আবি সালামাতা ইবনু আবদুর রহমান রাহিমাহুল্লাহুকে জিজ্ঞাসা করা হলো, জান্নাতে কি সকাল নেই? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে জান্নাতীরা বাসর করতে থাকবে। তখন তো কোনো সকাল-ই হবে না। জান্নাতীদের কোনো সন্তানাদিও হবে না। জান্নাতী হুরেরা সৃষ্টি হয়েছে সুগন্ধিময় যাফরান থেকে। তাদের চক্ষুগুলো হবে কাজল কালো।

---

[২১৩] আদ দুররুল মারসুর: ৬/৩৩।

[২১৪] তাফসিরে তাবারি: ২৭/১৭৮।

ডাগর ডাগর চোখ

[৩১৬] মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হুরেইন তো তাদেরকে বলা হয়, যাদের শরীরের স্বচ্ছতা দেখে মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে যায়। যাদের ডাগর ডাগর চোখ দেখলে হৃদয় আকৃষ্ট হয়ে যায়।

ঢের মায়াবী মুখ

[৩১৭] হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হুরেইন—যাদের চক্ষুগুলো হবে ডাগর ডাগর। ঢের মায়াবী হবে ঐ মুখ। শুভ্রতার কারণে পুরো শরীর থেকে আলো ছড়াতে থাকবে। মেঘ কালো হবে কেশ। ঠোঁটে থাকবে লাজুক লাজুক হাসি। চোখের মণিকোঠায় থাকবে রাশি রাশি মায়া।[২১৫]

[৩১৮] আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—হুরেইনের চোখের একটি প্রান্ত ঈগলের ডানা থেকেও অনেক লম্বা হবে।[২১৬]

হুরেইনের উজ্জ্বলতা

[৩১৯] আবি গিয়াছ রাহিমাহুল্লাহু বলেন—একদিন আমি কাব রাহিমাহুল্লাহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন, যদি হুরেইনের কোনো একটি হাত দুনিয়াতে রাখা হত, তাহলে হুরের হাতের সৌন্দর্যে এই সমগ্র দুনিয়া আলোকিত হয়ে যেত। যেমন সকাল বেলা সূর্য পূবাকাশে উদিত হওয়ার সাথে-সাথে পুরো পৃথিবী আলোকিত হয়ে যায়। যদি তার হাতের আলোকচ্ছটায় সমগ্র পৃথিবী আলোকিত হয়ে যায়, তাহলে চেহারা এবং অন্যান্য শরীর দ্বারা কী পরিমাণ আলোকিত হয়ে যাবে! ভাবার বিষয়।[২১৭]

[৩২০] কাছির ইবনু মুররা রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতীদের উপর দিয়ে মেঘমালারা উড়ে যেতে যেতে বলবে, হে জান্নাতবাসী! আমরা কি তোমাদের

---

[২১৫] তাফসিরে তাবারি: ২৭/১৭৭।

[২১৬] আল ইতহাফ: ১০/৪৫৪।

[২১৭] আয যুহদ, ইমাম ইবনুল মুবারক: ২৫৬।

উপর রহমতের বারি বর্ষণ করবো? জান্নাতবাসীদের কোনো প্রয়োজন না থাকায়, তারা বলবে, না, তবে কিছু বৃষ্টি বর্ষণ করতে পারো।

বর্ণনাকারী কাছির ইবনু মুররা রাহিমাহুল্লাহু বলেন—আমি যদি সেখানে থাকি, তাহলে বলবো, হে মেঘের দল, তোমরা আমাদের উপর সুন্দর সুন্দর হুর রমণীদেরকে বর্ষণ করো।[২৯৮]

হুর স্ত্রীদের অভিযোগ

[৩২১] মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ:
لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ

যখনই কোনো স্ত্রীলোক দুনিয়াতে তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখনই জান্নাতে ঐ স্বামীর জন্য নির্ধারিত হুর বলতে থাকে, হে নারী! তুমি তাকে কষ্ট দিয়ো না। আল্লাহ তোমার ধ্বংস করুক। তিনি তো তোমার কাছে (কয়েক দিনের) জন্য মেহমান। অচিরেই তিনি তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন।[২৯৯]

[৩২২] ইকরিমা রাহিমাহুল্লাহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—হুরেইন সংখ্যার দিক থেকে তোমাদের থেকে অনেক বেশী থাকবে। তারা তাদের স্বামীদের জন্য দুআ করে বলে—হে আল্লাহ! আপনি তাকে আপনার দ্বীনের পথে চলার উপর সাহায্য করুন। এবং আপনার আনুগত্যের দিকে তার হৃদয়কে কবুল করে নিন। আর আপনার সম্মানের উসিলায় আপনি তাদেরকে আমাদের নিকট পৌঁছে দিন ইয়া আরহামার রাহিমীন।[৩০০]

---

[২৯৮] আউলিয়া, আয যুহদ, ইমাম ইবনুল মুবারক: ২৪০।

[২৯৯] সহিহ। আস সুনান, ইবনু মাজাহ: ২০১৪। আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ১১৭৪।

[৩০০] আত তারগিব ওয়াত তারহিব: ৪/৫৩৫।

লাবা নামক হুর

[৩২৩] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—জান্নাতে 'লাবা' নামক কিছু হুর থাকবে। (যারা অন্যান্য হুরদের থেকে অনেক সুন্দর ও রূপবতী হবে) যাকে দেখে অন্যান্য হুরেরা ঈর্ষাবোধ করবে। সাধারণ হুরেরা তার কাঁধে হাত রেখে বলবে, হে লাবা! সুখ ও সুসংবাদ তোমার জন্য হোক। যদি দুনিয়ার মানুষগুলো তোমার সম্পর্কে জানতো, তাহলে তারা অবশ্যই তোমার জন্য দিন-রাত চেষ্টা চালিয়ে যেত। লাবা নামক হুরের দু'চোখের মাঝে লিখা থাকবে—যে ব্যক্তি চায় আমার মত সুন্দরী তার কপালে জুটুক, তাহলে সে যেন আমার রবের সন্তুষ্টিমূলক আমল করে।[৩০১]

[৩২৪] আতা আস সুলামী মালেক ইবনু দিনার রাহিমাহুল্লাহুকে বললেন—হে আবু ইয়াহইয়া, আপনি আমাদেরকে জান্নাতের নিয়ামাহ সম্পর্কে বলুন। মালেক ইবনু দিনার রাহিমাহুল্লাহু বলতে লাগলেন, হে আতা, জান্নাতে এমন সুন্দরী সুন্দরী হুর থাকবে, যা দেখে জান্নাতীরা পেরেশান হয়ে যাবে। যদি আল্লাহ তাআলা জান্নাতীদের উপর মৃত্যু নির্ধারণ করত, তাহলে জান্নাতীরা হুরদের সৌন্দর্যের কারণে কোনো এক কালে মৃত্যুবরণ করত। (সুবহানাল্লাহ)

[৩২৫] জাফর ইবনু মুহাম্মাদ বলেন—মুআসসাল নামক স্থানে আবদুল হাকিম বুযুর্গ হাকিমের সাথে সাক্ষাত করল, তখন আবদুল হাকিম হাকিমকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি হুরেইনকে পাওয়ার ইচ্ছা করো? উত্তরে হাকিম বলল, না। অতঃপর আবদুল হাকিম হাকিমকে বলল, তুমি জান্নাতে হুরকে পাওয়ার ইচ্ছা করো, কেননা হুরদের চেহারার জ্যোতি আল্লাহর নূর থেকেই। একথা শোনার পরে হাকিম বেহুশ হয়ে গেল। অতঃপর আমরা তাকে তার বাড়ির দিকে নিয়ে গেলাম। তিনি এর কারণে প্রায় এক মাস অসুস্থ হয়েছিলেন। আমরা এক মাস পর্যন্ত তার সেবা করেছিলাম।[৩০২]

---

[৩০১] হাদিউল আরওয়াহ, ইবনুল কায়্যিম জাওযি:১৭২।

[৩০২] হাদিউল আরওয়াহ, ইবনুল কায়্যিম: ১৭২।

স্বপ্নের মাঝে হুর রমণী

[৩২৬] ইয়াকুব ইবনু ইসহাক রাহিমাহুল্লাহু বলেন—আমি এবং আবু হামজা আল কুব্বানি একদিন ছাদের উপর শুয়ে ছিলাম। রাতে আমি তাকে দেখলাম, সে সারারাত বিছানাতে গড়াগড়ি করছে। সকাল হলে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু হামযা, গত রাতে আপনি এমন করলেন কেন? জবাবে তিনি বললেন, আমি যখন গত রাতে ঘুমিয়েছিলাম, তখন ঘুমের ঘোরে আমার কাছে জান্নাতের হুর এসেছিল, হুর ছিল অনেক সুন্দর। তাদের চোখে ছিল অনেক জাদু। আমি তাকে স্পর্শ করার জন্য পাগলপারা হচ্ছিলাম। সে কারণে হয়ত সারারাত এভাবে গড়াগড়ি করছিলাম।[৩০৩]

[৩২৭] আবি সুলাইমান রাহিমাহুল্লাহু বলেন—আমার ছেলে ছিল অনেক বুযুর্গ। সে আল্লাহ তাআলার অনেক ইবাদাত করত। একদিন আমাকে বলল, বাবা, আমি গত রাতে স্বপ্নে জান্নাতের হুরের মাথা দেখেছি। হুরের মাথাটি অনেক সুন্দর ছিল। আমার জীবনেও এত সুন্দর আর কোনো মাথা দেখেনি। আমি তাকে বললাম, বৎস, শোনো, তুমি আবার ঘুমাও। তাহলে হয়ত পুরো হুরকে তুমি দেখতে পাবে।

হুরেরা এখন পর্দায় আবৃত আছে

[৩২৮] আবু সুলাইমান রাহিমাহুল্লাহু বলেন—আল্লাহ তাআলা যখন জান্নাতী হুরকে পরিপূর্ণ সৃষ্টি করেলেন, তখন ফেরেশতাদেরকে আদেশ করলেন, তারা যেন হুরদের উপর পর্দা রেখে দিলেন। অতঃপর ফেরেশতারা তাদেরকে পর্দা দিয়ে ঢেকে দিল।

রোমান্সের একটি জায়গা থাকবে

[৩২৯] আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতীদের (বিনোদনের জন্য) একটি মনোমুগ্ধকর জায়গা থাকবে। সেই জায়গাটি একটি তাঁবু দ্বারা বেষ্টিত থাকবে। প্রতিটি তাঁবুর চারটি করে দরজা থাকবে। প্রত্যেক দরজা দিয়ে সকাল-বিকাল বিভিন্ন রকমের হাদিয়া-তোহফা, খাবার-দাবার আসতে থাকবে; যা

[৩০৩] হাদিউল আরওয়াহ, ইবনুল কায়্যিম জাওযি: ১৭২।

ইতিপূর্বে জান্নাতী ব্যক্তি কখনো দেখেনি। সেখানে কোনো হৈচৈ, চিৎকার-চেঁচামেচি থাকবে না। চারদিকে থাকবে নিলুয়া বাতাস। হিমেল হাওয়া। জান্নাতের বাতাসে শান্ত হবে জান্নাতীদের মন-অন্তর। খুব কাছে থাকবে হুরেইন। যারা হবে অনেক সুন্দর। যেন তারা লুকায়িত কোনো মনিমুক্তা।[৩০৪]

[৩৩০] মাসরুক রাহিমাহুল্লাহু বলেন, আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহু বলেছেন—জান্নাতের শ্রেষ্ঠ জায়গাতে একটি খিমা থাকবে। প্রত্যেক খিমায় চারটি করে দরজা থাকবে। প্রত্যেক দরজা দিয়ে সকাল-বিকাল হাদিয়া-তোহফা আসতে থাকবে। যা ইতিপূর্বে কখনো জান্নাতীরা দেখেনি। সেখানে কোনো অহমিকা, দুর্গন্ধ, দূর্যোগ থাকবে না। সেখানে থাকবে ডাগর-ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুর। যেন তারা সুরক্ষিত ডিম।[৩০৫]

[৩৩১] আল্লাহ তাআলার বাণী:

كَأَنَّهُنَّ بيض مكنون

যেন তারা সুরক্ষিত ডিম। (সুরা সাফফাত : ৪৯)

এই আয়াতের ব্যাখ্যাতে সাঈদ ইবনু জুবাইর রাহিমাহুল্লাহু বলেন, হুরেইনরা ডিমের কুসুমের মত স্বচ্ছ এবং পরিস্কার হবে।

[৩৩২] আল্লাহ তাআলার বাণী:

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ

(জান্নাতে থাকবে) প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ।

হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহু এই আয়াতের ব্যাখ্যাতে বলেন—হুরেইনরা ইয়াকুত মুক্তার মত স্বচ্ছ হবে এবং মারজানা মুক্তার মত শুভ্র হবে।[৩০৬]

[৩০৪] হাদিউল আরওয়াহ, ইবনুল কায়্যিম জাওযি: ১৭২।
[৩০৫] হাদিউল আরওয়াহ, ইবনুল কায়্যিম জাওযি: ১৬৪।
[৩০৬] সূরা আর রহমান: ৫৮। তাফসিরে তাবারি: ২৭/ ১৫২।

[৩৩৩] হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহু বলেন—ছোট জান্নাতীদের জন্য লুলুয়ু মনিমুক্তার মতো হুর হবে। আর বড় জান্নাতীদের জন্য মারজান মনিমুক্তার মতো হুর হবে।

জান্নাতীদের খিমা

[৩৩৪] আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةٌ مِنْ لُؤْلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُّونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الْآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ .

জান্নাতে উজ্জ্বল মুক্তার তৈরি এমন তাঁবু থাকবে—যার প্রস্থ হবে ষাট মাইল, তার চারদিকে মুমিনের পরিবার থাকবে, যারা অন্যদেরকে দেখতে পারবে না। মুমিন তাদের কাছ দিয়ে ঘুরে বেড়াবে।[৩০৭]

আরেক বর্ণনায় আছে—তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের তাঁবুগুলো মণি-মুক্তার তৈরি হবে। এর দৈর্ঘ্য হবে ঊর্ধ্বাকাশের দিকে ষাট মাইল। এর প্রত্যেক কোণে মুমিনদের সহধর্মিণীগণ থাকবে। তবে পরস্পর একে অপরকে দেখতে পাবে না।[৩০৮]

[৩৩৫] আবদুল্লাহ ইবনু কায়স রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতে (মুমিনদের জন্য) মাঝে ফাঁকা এরূপ মুক্তার একটি বিশাল তাঁবু থাকবে, যার বিস্তৃতি হবে ষাট মাইল। এর প্রত্যেক প্রান্তেই স্ত্রীগণ থাকবে। তারা পরস্পর একে অপরকে দেখতে পাবে না। মুমিনেরা ঘুরে ঘুরে সকল রমণীর নিকট যাবে।[৩০৯]

---

[৩০৭] সহিহ মুসলিম: ৫০৭১।

[৩০৮] সহিহ বুখারি: ৩০০৪; সহিহ মুসলিম: ৫০৭২। তবে মুসলিম শরিফে হাদিসের শেষের অংশে রয়েছে—لَا يَرَاهُمُ الْآخَرُونَ 'তাদেরকে অন্যরা দেখতে পারবে না।'

[৩০৯] সহিহ মুসলিম: ৭০৫১।

[৩৩৬] আবু মুসা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন—জান্নাতে লুলুয়ু মনিমুক্তার তাঁবু থাকবে। যার প্রতিটি কোণে থাকবে পবিত্রময় স্ত্রীগণ। যারা মুমিনদের চারদিকে ঘুরতে থাকবে।[৩১০]

[৩৩৭] আল্লাহ তাআলার বাণী:

حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ

তাঁবুতে অবস্থানকারীনি হুরগণ।[৩১১]

এই আয়াতের ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তারা থাকবে লুকায়িত মুক্তার মত।[৩১২]

[৩৩৮] আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জান্নাতে সত্তর দরজা বিশিষ্ট লুলুয়ু হীরার একটি খিমা (তাঁবু) আছে, যার প্রতিটি দরজা হলো মুক্তার।[৩১৩]

[৩৩৯] আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন—জান্নাতের খিমাগুলো মুক্তার হবে। যার দুরত্ব হবে এক ফারসাখ। খিমাটির চার হাজার স্বর্ণের দরজা থাকবে।

[৩৪০] আল্লাহ তাআলার বাণী:

حور مقصورات في الخيام

তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ।[৩১৪]

মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের তাফসিরে বলেন—হুরেইনরা যে তাঁবুতে অবস্থান করবে, সেটি হবে খাঁটি মুক্তার।

---

[৩১০] প্রাগুক্ত: ৮৪।

[৩১১] সুরা আর রহমান: ৭২।

[৩১২] তাফসিরে তাবারি: ২৭/১৬১।

[৩১৩] হাদিউল আরওয়াহ, ইবনুল কায়্যিম জাওযি: ১৫৫।

[৩১৪] সুরা আর রহমান: ৭২। তাফসিরে কুরতুবি: ১৭/১৯৮।

জান্নাতের পাখি

[৩৪১] আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতের পাখিগুলো পশুসম্পদ বখতি উটের ন্যায় (বড় বড়) হবে।[৩১৫]

[৩৪২] আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ

(চির কিশোরেরা) তাদের রুচিমত পাখির মাংস নিয়ে (ঘোরাফেরা করবে।)[৩১৬]

হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতখানা তিলাওয়াত করে বললেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেটা হলো জান্নাতের পাখি (জান্নাতে পাখির গোস্ত)। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, সে পাখিটি কি নায়িমা পাখি? জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু বকর, যার হাতে আমি মুহাম্মাদের অন্তর, তার শপথ করে বলছি, আমি আশা রাখি, তুমি সেই পাখি থেকে ভক্ষণ করতে পারবে। হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, অবশ্যই তিনি সেই পাখি থেকে আহার করবেন। আল্লাহ তাআলা নবিজির আশাকে বাতিল করবেন না।[৩১৭]

পাখির ভূনা গোস্ত

[৩৪৩] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতে তুমি একটি পাখি দেখবে, দেখার সাথে সাথে তা খাওয়ার জন্য তোমার ইচ্ছা হয়ে যাবে, ফলে তা তোমার সামনে ভূনা হয়ে চলে আসবে। তুমি সেখান থেকে ইচ্ছামত ভক্ষণ করতে পারবে।[৩১৮]

---

[৩১৫] গরিব। আল মুসনাদ, ইমাম আহমাদ: ৩/২২১।

[৩১৬] সুরা ওয়াকিয়াহ: ২১।

[৩১৭] মুরসাল। তাফসিরে ইবনু কাসির: ৭/৫২০।

[৩১৮] দুর্বল। আত তারগিব: ৪/৫২৭।

[৩৪৪] আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—একদিন জিবরিল তার হাতে শুভ্র আয়নার ন্যায় একটি সাদা আয়না নিয়ে আমার নিকট এসেছিল, তাতে কালো একটি ফোটা ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার হাতে এটা কি? সে বলল, জুমআ। আমি বললাম, জুমআ কি? সে বলল, তাতে তোমাদের কল্যাণ রয়েছে। আমি বললাম, তাতে আমাদের কি কল্যাণ রয়েছে? সে বলল, এটা আপনার জন্য ঈদের দিন এবং আপনার পরবর্তীতে আপনার উম্মতের জন্যও ঈদের দিন। ইহুদি নাসারাগণও আপনার অনুগত হবে। (অর্থাৎ ইহুদি খ্রিষ্টানদের সাপ্তাহিক ঈদের দিন আপনার ঈদের দিনের পরে) তোমাদের জন্য তাতে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে সে সময়ে বান্দা আল্লাহ তাআলার নিকট যে কোন কল্যাণ প্রার্থনা করবে, তবে অবশ্যই তিনি তা দান করবেন। এর মাধ্যমে যে পানাহ চাবে, যে অনিষ্ট তার ভাগ্যে লিখা রয়েছে তার চেয়েও বড় অনিষ্ট ও বিপদাপদ থেকে তিনি তাকে নিষ্কৃতি দান করবেন। তিনি বললেন, এ দিনটি আমাদের নিকট সকল দিনের সরদার; আমরা তার নাম রেখেছি, ইয়াওমুল মাযিদ ও ইয়াওমুল কিয়ামাহ।

তিনি বলেন, (ইয়াওমুল মাযিদ) এটি কেন জানো? কেননা পবিত্র ও মহিমান্বিত রব জান্নাতে একটি উপত্যকা বানিয়েছেন। (অর্থাৎ প্রশস্ত ময়দান তৈরী করেছেন) সেখানে তিনি সাদা মশকের স্তূপ রেখেছেন, যখন জুমআর দিন হয়, তিনি তাঁর কুরসী অথবা ইল্লিয়্যিন থেকে তাঁর কুরসীতে অবতরণ করেন।

কুরসীটিকে স্বর্ণের মিম্বার দিয়ে বেষ্টন করে দেয়া হয়, যাতে মণিমুক্তা খচিত থাকে। সেখানে নবিদের জন্যও স্বর্ণের মিম্বার রাখা হবে তারা এসে সেখানে উপবেশন করবেন, তাদের আসনগুলোও নূর দিয়ে বেষ্টন করে দেয়া হবে। এরপরে সিদ্দিক ও শহিদগণও এসে তাদের আসনে উপবেশন করবেন। অতঃপর বালাখানার অধিবাসীগণও মিশকের স্তূপের উপর আসন গ্রহণ করবেন।

এর কিছুক্ষণ পর তাদের সামনে নিজের নূরের তাজাল্লি প্রকাশ করে বলবেন—আমিই সেই যে তোমাদের প্রতি দেয়া অঙ্গিকার সত্যে পরিণত করেছি ও তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিয়েছি। এটা আমার মহানুভবতার স্থান সুতরাং তোমাদের যা ইচ্ছা আমার কাছে চাও। তারা আল্লাহর কাছে তাঁর সন্তুষ্টি চাইবে। তিনি তাদেরকে সাক্ষ্য রেখে বলবেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের

উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। অতঃপর তারা তাদের সবকিছু চেয়ে ফেলবে; চাওয়ার মত আর কোন জিনিস খুঁজে পাবে না।

এরপরে আল্লাহ্ তাআলা তাদের জন্য জান্নাতে যা প্রস্তুত করে রেখেছে, তাদেরকে তা দেখাবেন। জান্নাতের সুখ এবং বিভিন্ন রকম শান্তি দেখে তারা অবাক হয়ে যাবে। জান্নাত তো এমন, যা কোন মানুষের কল্পনাতে আসেনি, কোন কানও শ্রবণ করেনি, কোন চোখও তার দর্শন লাভ করেনি।

আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতীদের মনকে খুশি করার পর তাঁর কুরসী থেকে উঠবেন এবং তাঁর সাথে নবিগণ সিদ্দিকগণ ও শহীদগণও উঠবেন। বালাখানার অধিবাসীরাও তাদের বালাখানায় ফিরে যাবে।[৩১৯]

জান্নাতে শূণ্য ময়দান থাকবে

[৩৪৫] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন—আমি মিরাজের রাতে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ! আমার পক্ষ থেকে তোমার উম্মতকে সালাম জানাও এবং তাদেরকে সংবাদ দাও যে, জান্নাতের মাটি পবিত্র, সেখানকার পানি সুপিয়ো, তবে তা শূণ্য ময়দান, যার গাছ হলো সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।[৩২০]

[৩৪৬] জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে ব্যক্তি বলবে 'সুবহানাল্লাহিল আজিম ওয়া বিহামদিহি' তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপন করা হয়।[৩২১]

---

[৩১৯] আল মুসান্নাফ, ইবনু আবি শায়বা: ২/২৫০।

[৩২০] আস-সুনান, ইমাম তিরমিযি: ৩৩৮৪।

[৩২১] আস-সুনান, ইমাম তিরমিযি: ৩৩৮৬। ইমাম তিরমিযি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন—হাদিসটি হাসান সহিহ্ গরিব।

রাব্বে কারিমের দিদার হলো সবচে' বড় নিয়ামাহ

[৩৪৭] আল্লাহ তাআলার বাণী:

> যারা নেক কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তার চেয়েও বেশী।[৩২২]

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যাতে আবদুর রহমান ইবনু আবি লাইলা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যখন জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তারা যা চাইবে তাদেরকে তা-ই দেওয়া হবে। এরপরে আল্লাহ তাআলা জান্নাতীদেরকে বলবেন—জান্নাতে তোমাদের জন্য একটি নিয়ামাহ আছে যা তোমাদেরকে এখনো দেয়া হয়নি। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের সামনে আসবেন। আর আল্লাহ তাআলার দিদার লাভ করার চেয়ে উত্তম আর কোনো নিয়ামাহ জান্নাতে নেই।[৩২৩]

[৩৪৮] আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি কি জান্নাতের সর্বনিম্ন স্তরের কথা বলে দিব? সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ, জি। আপনি আমাদেরকে বলে তা দিন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—সর্বনিম্ন জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতের দরজা দিয়ে প্রবেশের সময়কালে ছোট ছোট শিশুরা বলতে থাকবে, স্বাগতম হে অতিথি, হে মুনিব। এখন আপনার সাথে সাক্ষাত করার সময় হয়ে এসেছে। অতঃপর তার জন্য চল্লিশ বছর মখমলের গালিচা বিছানো হবে। অতঃপর সে ডানে-বামে তাকিয়ে দু'টি জান্নাত দেখতে পাবে। সে বলবে—এই জান্নাত দু'টি কার জন্য? তাকে বলা হবে এগুলো তোমার জন্য। যখন সে তার শেষ প্রান্তে পৌঁছবে তখন সবুজ, ইয়াকুত ও যাবারযাদের নির্মিত বসতবাড়ি দেখতে পাবে। প্রতিটি বাড়িতে সত্তরটি করে ঘর থাকবে, প্রত্যেক ঘরে সত্তরটি করে কামরা থাকবে। প্রত্যেক কামরায় সত্তরটি করে দরজা থাকবে। তারা তাকে বলবে—তুমি উপরে উঠো। ফলে সে উপরে উঠতে থাকবে। যখন সে সর্বোচ্চ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। সেই সিংহাসনটির প্রস্থ হবে দুই মাইল দূরত্ব পরিমাণ। সেখানে তার জন্য বিশেষ কামরা থাকবে। তখন তার নিকট বিভিন্ন রঙের স্বর্ণের

---

[৩২২] সুরা ইউনুস: ২৬।

[৩২৩] তাফসিরে তাবারি: ১১/ ১০৬।

সত্তরটি পাত্রে খাবার পরিবেশন করা হবে। সে সব খাবারের স্বাদ উপভোগ করতে থাকবে। এরপর তার নিকট বিভিন্ন রঙের পাত্রে পানীয় পরিবেশন করা হবে। সে সেখান থেকে মন ভরে পান করবে। এরপরে (ফেরেশতারা) বালকদেরকে বলতে থাকব—(হে বালকরা) তোমরা তাকে (জান্নাতী)-কে এবং তার স্ত্রীকে নির্জনে রেখে এখান থেকে চলে যাও। ফলে বালকরা সেখান থেকে চলে যাবে।

এরপরে সে দেখতে পাবে তার খাটে অনেক হুর স্ত্রীরা বসে আছে। তাদের পরনে সত্তর জোড়া কাপড় থাকবে। যাদের কারো কাপর কারো কাপড়ের সাথে মিল থাকবে না। জামার ভিতর গোস্ত ভেদ করে অস্থিমজ্জা, হাড়, রক্ত চলাচল পর্যন্ত দেখা যাবে। জান্নাতী ব্যক্তি হুরেইনের দিকে তাকিয়ে বলবে, তুমি কে? জবাবে হুরেইন বলবে—তোমরা কি আমাদের কপালে জুটবে না? তারা সেখানে চল্লিশ বছর পর্যন্ত অবস্থান করবে। কোনো দিকে তাকাবে না। সেখানে অনেক সুখ এবং নিয়ামাহ থাকবে, ফলে তারা ধারণা করবে যে, এর চেয়ে আর কোনো বড় সুখ নেই।

অতঃপর মহান রব তাদের সামনে প্রকাশিত হবেন। জান্নাতীরা সবাই আল্লাহর দর্শণ লাভ করবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন—হে জান্নাতবাসীগণ, তোমরা আমার প্রশংসা করো। ফলে তারা রহমানের প্রশংসায় মেতে উঠবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা দাউদ আলাইহিস সালামকে বলবেন—হে দাউদ, তুমি দাঁড়াও এবং আমার প্রশংসা করো—যেভাবে তুমি দুনিয়াতে প্রশংসা করতে। ফলে দাউদ আলাইহিস সালাম আল্লাহর তাআলার প্রশংসা করতে থাকবে।[৩২৪]

[৩৪৯] মালেক ইবনু দিনার রাহিমাহুল্লাহু বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে উঁচু একটি মিম্বার তৈরী করার জন্য আদেশ করবেন। ফেরেশতারা আল্লাহর আদেশ পেয়ে বিশাল উঁচু একটি মিম্বর নির্মাণ করবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা দাউদ আলাইহিস সালামকে ডেকে বলবেন, হে দাউদ, তুমি এই উঁচু মিম্বারের উপর বসে তোমার নরম সুর দিয়ে আমার প্রশংসা করতে থাকো। যেভাবে তুমি দুনিয়াতে দরদ দিয়ে আমার প্রশংসা করতে। দাউদ আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার আদেশ পেয়ে মিনারের উপর বসে

[৩২৪] যয়িফ। আত তারগিব ওয়াত তারহিব: ৪/ ৫০৬।

আল্লাহর প্রশংসনীয় গান গাইতে থাকবে। তাঁর কণ্ঠ শুনে জান্নাতবাসীরা পাগলপারা হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে:

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ

নিশ্চয় তার জন্য আমার কাছে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা এবং উত্তম আবাসস্থল।[৩২৫]

জান্নাতের গান

[৩৫০] শাহর ইবনু হাওশাব রাহিমাহুল্লাহু বলেন, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে বলবেন—আমার বান্দাগুলো দুনিয়াতে গান খুব পছন্দ করত, সুরেলা কণ্ঠে গান শোনার জন্য তারা তারা সুন্দর সুন্দর গায়িকাদের ডেকে আনতো। হে ফেরেশতারা, আজ তোমরা আমার বান্দাদেরকে তোমার নরম সুরে গান শুনিয়ে দাও। ফলে ফেরেশতারা অনেক মধুর কণ্ঠে আল্লাহর তাসবিহ, তাহলিলের গান শোনাতে থাকবে। যে গান মানুষ ইতিপূর্বে কোনোদিন শোনেনি।[৩২৬]

জান্নাতের বড় নিয়ামাহ

[৩৫১] আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—জান্নাতীদের সব রকমের নিয়ামাহ দান করার পরে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অতিরিক্ত একটি নিয়ামাহ দান করবেন, আর তা হলো—আল্লাহ তাআলার দিকে দৃষ্টিপাত করা।[৩২৭]

[৩৫২] নুআইম ইবনু হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহু বলেন—আমি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহুকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাআলার শাস্তি থেকে খুব কম বান্দারাই মুক্তি পাবে।

---

[৩২৫] হাদিউল আরওয়াহ, ইবনুল কায়্যিম জাওযি: ১৮৪।
[৩২৬] হাদিউল আরওয়াহ, ইবনুল কায়্যিম জাওযি: ১৮৫।
[৩২৭] তাফসিরে তাবারি: ১১/১০৪।

জান্নাতের মাটি

[৩৫৩] উবাই ইবনু কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছিলাম, তখন দেখলাম তার পার্শ্বগুলো লুলুয়ু মুক্তার। আর মাটিগুলো মিশক-আম্বরের।[৩২৮]

[৩৫৪] সাঈদ ইবনু জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—জান্নাতের জমিন হবে রূপার।[৩২৯]

[৩৫৫] আল্লাহ তাআলার বাণী:

> যারা নেক কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তার চেয়েও বেশী।[৩৩০]

আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অতিরিক্ত নিয়ামত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বান্দারা আল্লাহ তাআলার প্রতি দৃষ্টি দিবে।

[৩৫৬] খালিদ ইবনু মাদান রাহিমাহুল্লাহ বলেন—হুর স্ত্রীগণ তারা একটি খিমার ভিতরে তাদের স্বামীদের জন্য কাতারবদ্ধ হয়ে বসে থাকবে। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পরে এক হুর স্ত্রী অপর বান্ধবীকে জিজ্ঞেস করবে, আচ্ছা, তুমি কি জানো যে, আমার স্বামী তোমাদের স্বামীদের উপর প্রাধান্য লাভ করবে? (অর্থ্যাৎ—আমার স্বামী-ই সব স্বামীদের থেকে সেরা স্বামী হবে। হুর-রমণী এমনটা আবেগ এবং অহংকার করে বলবে। কারণ প্রত্যেক স্ত্রী-ই মনে করে যে, আমার স্বামী সব স্বামীদের চেয়ে সেরা।)

অতঃপর যখন (হুরে গিলমানরা) তাঁর স্বামীকে নিয়ে আসবে। তখন সে লজ্জায় আঁচলে তার মুখ ঢেকে ফেলবে।

[৩৫৭] মাকহুল রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতী হুরদের খাট অনেক সুন্দর এবং সুষম হবে। সুতরাং যার মন চায়, সে যেন জান্নাতের জন্য এগিয়ে যায়। এ কথা শোনার পরে আলি ইবনু বাকার রাহিমাহুল্লাহ কেঁদে দিলেন।

---

[৩২৮] সিফাতুল জান্নাহ, ইমাম আবু নুআইম: ১৫৭।

[৩২৯] আল ইতহাফ: ১০/৫৩১।

[৩৩০] সুরা ইউনুস: ২৬।

জান্নাতু নাঈম

[৩৫৮] মালেক ইবনু দিনার রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতুল ফেরদাউসের মাঝে জান্নাতুন নাঈম থাকবে। জান্নাতু আদনান, সেখানে থাকবে অনেক ছোট শিশুরা। তারা জান্নাতের ফুল থেকে সৃষ্টি হয়েছে। বলা হলো, সেখানে কারা বসবাস করবে? তিনি বললেন, ঐ সমস্ত লোকেরা বাস করবে, যারা দুনিয়াতে পাপ থেকে দূরে থাকত। দুনিয়াতে আমার কথা স্মরণ করা হলে, তারা আমার নামকে সম্মান করত। আমার ভয়ে তাদের পাঁজরের হাড় কেঁপে উঠত।

সমুদ্রের তীরে

[৩৫৯] আবু সালমান রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতীরা বিনোদনের জন্য সমুদ্রের তীরে যাবে। হুরেইনরা সমুদ্রের তীরে বিশাল চেয়ারের উপর বসে থাকবে। অতঃপর তারা সেখানে রোমান্স করতে থাকবে। চারদিকে থাকবে হিমেল হাওয়া। সমুদ্রের তীরে আঁছড়ে পড়বে সাগরের ঢেউ।

স্বপ্নের সেই রাণী

[৩৬০] আবু সুলাইমান রাহিমাহুল্লাহু বলেন—ইরাকে একজন যুবক ছিল। সে অনেক ইবাদাত করত। একদিন সে তাঁর এক বন্ধুর সাথে মক্কার সফরে গেল। কিন্তু বন্ধুদের আড্ডায় সে তেমন মেতে উঠত না। তারা গল্পগুজব করলে সে সালাতে দাঁড়িয়ে থাকত, সফরসঙ্গীরা আহারে লিপ্ত হলে সে রোজা থাকত। তাঁর বন্ধু তাঁর এই কাজের উপর ধৈর্যধারণ করল। সফর শেষে যখন দু'জন পৃথক হতে লাগল, তখন ঐ বুযুর্গকে তাঁর বন্ধু জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, আপনাকে তো আমি সবসময় ইবাদাত করতে দেখি। খাবার-দাবারের প্রতি আপনার তেমন গুরুত্ব দেখি না! আল্লাহর বান্দা জবাবে বলল, ভাই, আমি এক রাতে স্বপ্নে জান্নাত দেখেছিলাম। জান্নাতের ইটগুলো ছিল স্বর্ণের ও রূপার। মনোরম পরিবেশে সুন্দর একটি বালাখানা দেখতে পেয়েছি। দু'পাশে ছিল দু'টি বেলকনি। একটি বেলকনি যাবারযাদ মুক্তার দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে। আরেকটি ইয়াকুত পাথরের দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে। জান্নাতের ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল একজন হুর। তার চুলগুলো ছিল এলোমেলো। পরনে ছিল রূপার শাড়ি। শাড়ির চুমকিতে ঝলকাচ্ছিল চারদিক। এ যে এক আকৃষ্টকারী নারী। ঐ হুর ঝুল

বারান্দায় দাঁড়িয়ে নরমসুরে বলতে লাগল, হে শাহলুইয়াহ, যদি তুমি আমাকে পেতে চাও, তাহলে আল্লাহর কাছ থেকে আমাকে তোমার জন্য মঞ্জুর করিয়ে নাও। চেষ্টা করতে থাকো আমাকে পাওয়ার। জান্নাতের সেই হুর আমাকে পাগল করে দিয়েছে। তাই আমি রাব্বে কারিমের কাছে সেই হুরকে মঞ্জুর করিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছি।

বর্ণনাকারী আবু সুলাইমান রাহিমাহুল্লাহু বলেন—যদি একজন হুর তালাশের জন্য এই পরিমাণ চেষ্টা-মুজাহাদাহ করতে হয়, তাহলে এর অধিক পেতে হলে, কী পরিমাণ চেষ্টা-মুজাহাদা এবং ইবাদাহ করতে হবে(!)।[৩৩১]

হুর রমণীর মুচকি হাসি

[৩৬১] ইয়াযিদ আর রক্কাশি রাহিমাহুল্লাহু বলেন—হুর রমণী যখন তার স্বামীর চেহারার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসবে, তখন হুরের নূরের আলোতে পুরো জান্নাত আলোকিত হয়ে যাবে।

সালেহ রাহিমাহুল্লাহু বলেন, সেদিন মজলিসের কোণে বসে এক ব্যক্তি এ কথা শুনে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। দীর্ঘক্ষণ নিঃশ্বাস নেওয়ার পরে একপর্যায়ে লোকটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে যায়।

হুর রমণীদের থুথু

[৩৬২] বসরার এক সাহাবি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যদি কোনো হুর সমুদ্রের পানিতে থুথু ফেলে, তাহলে সেই হুরের থুথুতে পুরো সমুদ্রের পানি মিষ্টি হয়ে যাবে।[৩৩২]

[৩৬৩] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—জান্নাতী ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীর সাথে বসে থাকবে। অতঃপর তাদের কাছে একটি শরাবের পেয়ালা আসবে। হুর স্ত্রীর পরনে থাকবে সত্তর জোড়া রঙ-বেরঙের কাপড়।

---

[৩৩১] প্রাগুক্ত: ৩১৪।

[৩৩২] যয়িফ। আত তারগিব ওয়াত তারহিব: ৪/৫৩৫। পূর্বে সহিহ সনদে এই বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে।

কাপড়গুলো হবে একেবারে মিহিন। এমনকি কাপড়ের উপর দিয়ে হুর রমণীদের পায়ের মগজগুলো দেখা যাবে।

[৩৬৪] মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহু বলেন—জান্নাতী হুরদেরকে যাফরানের সুগন্ধি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।[৩৩৩]

[৩৬৫] আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, জান্নাতীরা কি সহবাস করবে? জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, জান্নাতীরা সহবাস করবে। অনেক সহবাস করার শক্তি তাদের থাকবে। তবে তাদের কোনো বীর্য ইত্যাদি হবে না।[৩৩৪]

[৩৬৬] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতে এমন নিয়ামত (সুখ-সামগ্রী) বিদ্যমান আছে, যা কোনো চোখ দেখেনি এবং কোনো কানও শ্রবণ করেনি। কোনো হৃদয়ও কল্পনা করেনি।[৩৩৫]

আল হামদুলিল্লাহ!

সমাপ্ত

[৩৩৩] সিফাতুল জান্নাত, ইমাম নুআইম: ৩৪৮।

[৩৩৪] তাবরানি: ৭৪৭৯।

[৩৩৫] তাবারি: ৯/ ১০৬।

একদিন স্বল্পকালীন এই জীবনের সমাপ্তি হয়ে শুরু হবে ওপারের জীবন। বুকের মাঝে লালিত স্বপ্নগুলো পূর্ণতা পাবে ঠিক সেদিন, যেদিন মুমিনরা জান্নাতে পা রাখবে। অব্যক্ত দুঃখগুলো সব উবে যাবে জান্নাতের নিলুয়া বাতাসে। অশ্রুসিক্ত নিনাদগুলো পূর্ণতা পাবে, জান্নাতের মৃদুমন্দ বাতাসের প্রথম স্পর্শে।

জান্নাতে মন ভাঙার কোনো গল্প নেই। জান্নাতে কখনো কারো মন খারাপ হবে না। সেখানে না পাওয়ার কোনো দুঃখ নেই। আবার পেয়েও হারানোর কোনো কষ্ট নেই। সেখানে থাকবে না কোনো পিছু টান। থাকবে না কোনো বারণ। থাকবে শুধু সুখ আর সুখ। যে সুখে মুমিনরা হাবুডুবু খাবে জনম জনম।